ধর্মপূজাবিধিবিধান : পুথিভিত্তিক সম্পাদনা ও আলোচনা

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

শোহিনি ভট্টাচার্য

[রেজিস্ট্রেশন নম্বর- A00BE0100114]

তারিখ- ১১.০৭.২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

Certificate

Certified that the thesis entitled **ধর্মপূজাবিধিবিধান : পুথিভিত্তিক সম্পাদনা ও আলোচনা** submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts (Bengali) in Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Achintya Biswas, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

Neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

SOHINI BHATTACHARYA
Registration No: A00BE0100114
Date of Registration: 11/07/2014

Countersigned

Prof. Achintya Biswas

Supervisor
Professor
Department of Bengali
Jadavpur University
Kolkata- 700032

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রাচীন ও মধ্যযুগ বিশেষপত্র নিয়ে পড়ার সুবাদে লিপিকা পুথিশালায় তৈরি হয় আমার অবাধ গতায়াত। সেখানেই পুথি সংরক্ষণের কাজ শেখা হাতে-কলমে শুরু। সংগ্রহশালার প্রবীণ তত্ত্বাবধায়ক ড. অশোক রথের সাহচর্যে পুথির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কতো গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কতোই না তুলিতে, কলমে নানান রকমের কালি দিয়ে আঁকজোক-নানান ইঙ্গিতে, হরেকরকমের আঁচড় কাটার কতোই না বাঙময় প্রয়াস! নিজেকে প্রকাশের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় নিঃশব্দ ইঙ্গিতে দু-হাত বাড়িয়ে সেই সুপ্রাচীন পুথিগুলি সেদিন আমাকে ডেকেছিল। দু'চোখ ভরা বিস্ময় আর রোমাঞ্চ নিয়ে ভেবেছিলাম, তাদের অপ্রকাশের যন্ত্রণা মেটানোর কিঞ্চিৎ চেষ্টাও যদি ভবিষ্যতে করা যায়! আজ আমি সেই স্বপ্নপূরণের দ্বারপ্রান্তে।

গবেষণার প্রকল্প হিসেবে পুথি সম্পাদনার মতো দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়ে যাঁর পথপ্রদর্শনে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ এগিয়ে চলা, তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক পুথি-প্রত্ন-পণ্ডিত, পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। পুথিপাঠ ও তার নানান পদ্ধতি-প্রকরণ শিক্ষা সবকিছুই তাঁর হাতে ধরে শেখানো; তাঁর নির্দেশনা, স্নেহ, শাসন ও সুচিন্তিত পরামর্শদানেই এ কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। গুরুঋণ অপরিশোধ্য । তাঁর চরম অসুস্থতা সত্ত্বেও নানান সময়ে আমার দৌরাত্ম্য যিনি সহাস্যে সহ্য করেছেন, তিনি গুরু-পত্নী শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা বসু রায়। আভূমি প্রণিপাত দু'জনকেই।

কৈশোরের সুপ্ত ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে মফঃস্বল থেকে এসে পা রেখেছিলাম কোলকাতায়; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধীনে Manuscriptology & Paleography বিষয়ক পাঠচর্চায় যোগদানের সূত্রে। পাশাপাশি জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশন (National Mission For Manuscripts) থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নেওয়ার সৌভাগ্যও ঘটে যায় বেশ কিছুদিনের জন্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষক হিসেবে নির্বাচনের প্রথম ধাপেই আমার স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠিটি হাতে তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চায় পুথিপাঠের অবদমিত মনোবাসনাটির সন্ধান পেয়েছিলেন তিনিই, তাঁর কাছে আমার ঋণ অকুণ্ঠ। সাম্প্রতিক প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীর কাছে পুথিপাঠ বা সম্পাদনাকর্ম বিশেষ আগ্রহের বিষয় না হওয়ায় এ বিষয়ে উচ্চস্তরীয় গবেষণার নিদর্শনও বিরলপ্রায়। এর অন্য কারণ

অবশ্যই ধৈর্য, স্থৈর্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমসাধ্য পাঠোদ্ধার এবং সংশ্লিষ্ট পুথিশালায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ বিষয়ে নানান প্রতিবন্ধকতা। বলা বাহুল্য, এহেন অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। যে মাতৃ-প্রতিষ্ঠানে আমার পুথির সঙ্গে প্রথম আলাপ, শেষপর্যন্ত সেখানেই পেয়েছি পুথি সম্পাদনার অনুমোদন। এ আমার পরম প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতা জানাই, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, প্রাধিকারিক এবং লিপিকা পুথিশালার সংরক্ষককে; আমার গবেষণাকর্মে পুথি ব্যবহারের সুযোগটি যাঁদের বদান্যতায় সম্ভবপর হয়েছে। প্রয়োজনীয় পুথির পাঠ ও ছবির জন্য ছাড়পত্রের সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা। এছাড়াও বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আমার কর্মক্ষেত্র বেথুন মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠানকর্মীদের কাছে থেকে গেলো অনিঃশেষ ঋণ। সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাই, আমার গবেষণার মুদ্রালেখকর্মীদের।

যাঁদের উৎসাহ এবং সাহচর্য না পেলে পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধার পর্বটি কর্মজীবনের পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে চলা সম্ভব হতো না, আন্তরিক ধন্যযোগ বেথুন মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেই সহকর্মীদের।

যাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশ, অফুরান উৎসাহ, ও প্রেরণা আমার পাথেয় হয়ে থেকে গেলো, তিনি আমার স্বামী অরূপ মহাপাত্র; কণ্টকাকীর্ণ প্রতিকূল পথকে যিনি সাধ্যমতো করে তোলার চেষ্টা করেছেন কুসুমাস্তীর্ণ। আমার অনুজপ্রতিম সতীর্থ গবেষক মুগ্ধ মজুমদার যেকোনো সমস্যায় করে গেছে অকৃপণ সাহায্য। যাঁর জীবনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমার এই সন্দর্ভ, তিনি আমার মা পারমিতা ভট্টাচার্য। গবেষণা এগিয়ে নিয়ে চলার পথে নিরন্তর আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহদান করেছেন বাবা ড. দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পারিবারিক ক্ষেত্রে আমায় দায়িত্বমুক্ত করার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন আমার বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া আর এক বাবা-মা, এ নিশ্চিত আমার পূর্বার্জিত কর্মফল। পরিশেষে, আমার সকল অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইলো সশ্রদ্ধ প্রণতি।

বিনীত গবেষক

অধ্যায় সূচি-

বিষয়		*পৃষ্ঠাঙ্ক*
কথামুখ		১-২
প্রথম অধ্যায়-	ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও পূজক-সম্প্রদায়	৩-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়-	প্রাপ্ত পুথি-সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যবিচার ও কবিপরিচয়	১৬-২৫
তৃতীয় অধ্যায়-	শ্রীধর্মপুরাণের কাব্য-কথায় রামাই, ময়ূরভট্ট ও অন্যান্য কবির ভূমিকা	২৬-৪৫
চতুর্থ অধ্যায়-	প্রাপ্ত পুথির বিভিন্ন উপকথা	৪৬-৫৮
পঞ্চম অধ্যায়-	পুথি-পাঠ ও সম্পাদনা	৫৯-২২২
ষষ্ঠ অধ্যায়-	সম্পাদিত পাঠে প্রাপ্ত নতুন তথ্য	২২৩-২৩৬
সপ্তম অধ্যায়-	গবেষণার মূল নির্যাস	২৩৭-২৪৩
অষ্টম অধ্যায়-	অপরিচিত শব্দ ও তার অর্থসূচি	২৪৪-২৪৮
চিত্রসূচি		২৪৯
আকরপঞ্জি		২৫০-২৫৪

কথামুখ

কথামুখ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম শূন্যপুরাণের পুথি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী ময়নাপুর গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেছিলেন। ১৩০৩সালে তিনি এই গ্রন্থের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন। পুথিখানির নামকরণ তিনি করেছিলেন 'রমাই পণ্ডিতের পদ্ধতি'। তাঁর আবিষ্কৃত এই পুথিটিকে সামনে রেখে মাঘ, ১৩১৪বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম সম্পাদনা করেন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু আর সম্পাদিত গ্রন্থরূপটির নাম তিনি দেন 'শূন্য-পুরাণ'। যদিও কবি স্বয়ং পুথিমধ্যে তাঁর কাব্যটিকে 'আগমপুরাণ' নামে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের বন্দনাগান মূলত শূন্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে নগেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত গ্রন্থনামটিই কালক্রমে সর্বজনসমাদৃত হয়ে ওঠে। নিগম হলো বেদশাস্ত্র আর আগম তন্ত্রশাস্ত্র। অতএব, শূন্য-পুরাণকে এককথায় বলা যায় বৌদ্ধতন্ত্রের পুরাণ।

'শূন্য-পুরাণ' মূলত শ্রীধর্মরাজের পূজাপদ্ধতির আকরগ্রন্থ হিসেবেই পরিচিত; ধর্মপূজার্চনার আদিগুরু রামাই পণ্ডিত এর প্রণেতা। বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়লে বৌদ্ধধর্মের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মপণ্ডিত রামাই তৎপর হয়েছিলেন। যদিও পণ্ডিতমহলে এ নিয়ে সংশয়ের অন্ত নেই যে, শূন্যপুরাণের রচয়িতা রমাই পণ্ডিত এবং ধর্মপূজাবিধিবিধানের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত আদৌ একই ব্যক্তি কিনা। অনেকের মতে আবার 'ধর্ম্মপূজা-বিধান' রামাই-এর দ্বিতীয় রচনা, যেটি পরবর্তীকালে, ১৩২০বঙ্গাব্দে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল [এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত, তালপাতার পুথি, নং৫৩৩৮]। শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রকাশই রামাইয়ের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল; শ্রীধর্মের বিশ্বসৃষ্টি-প্রবর্তন বৃত্তান্ত দিয়ে এই গ্রন্থের সূচনা এবং 'যবন'-অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে সদ্ধর্মী-বৌদ্ধদের রক্ষার বিবরণ তথা 'শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা' দিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

আমাদের গবেষণায় সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত মূল পুথিটির [বিশ্ব.১২৯সংখ্যক] বিষয়বস্তুর দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়- সৃষ্টিপত্তন, বারোমাসি, শূন্যবাদ, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা, সংজাত

পদ্ধতি, ধর্মপূজাবিধান, পুষ্পাঞ্জলি, হোম-যজ্ঞ, ধর্মপ্রণাম প্রভৃতি নানান ছোটো ছোটো পর্যায়ে ধর্ম-দর্শন ও পুরাণের ভাবসম্পদ এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে আধা-সংস্কৃত ও আধা-বাংলাভাষায়। রাঢ়বঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লৌকিক পুরুষ-দেবতার এই বন্দনাগীতিকে শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যের শাখা বলে বিচার করলেই চলবে না, এর মধ্যে নানান ধর্ম-উপধর্ম, ব্রত-কৃত্য, আচার-আচরণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি দৈবমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশে রয়েছে টুকরো কিছু উপাখ্যানও-হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভ, মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠরোগমুক্তি, ধান্যের জন্ম, ছাগের জন্ম, পাসানসিংহের উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রাপ্ত পুথিতে রামাই-এর জন্মবৃত্তান্ত বা তৎসংক্রান্ত গল্প-উপাদান অনুপস্থিত; পরিবর্তে রীতি-নিয়ম, বার-ব্রত, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নিয়ে এমনভাবে পদ্যগুলির সজ্জা, যেগুলি পুরাণকথা পাঠের মতোই ধর্মপূজার সময় আবৃত্তি করা যায়। আমাদের অনুমান, এ পুথি তাই 'শূন্য-পুরাণ' নয়, বরং ধর্মপূজাবিধিবিধান সংক্রান্ত।

রামাই পণ্ডিত এই পূজার আদি-পুরোহিত, তাঁর প্রবর্তিত বিশেষ পূজাবিধিই পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যরা অনুসরণ করেছিলেন। কালান্তরে এই ধর্মপূজক-শিষ্যদের মুখে মুখে প্রচারিত নানান পাঁচালি বা ধর্মমাহাত্ম্যসূচক লৌকিক ছড়া পূজানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে নানান সময়ে হয়তো হরিশ্চন্দ্র-আখ্যানের মতোই রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। কারণ শ্রীধর্মপুরাণের গঠনগত আলোচনায় বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও রচনাশৈলী, ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ এবং কাব্যদেহ নির্মাণের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে রামাই পণ্ডিতের নামের আড়ালে একাধিক রচয়িতা ও ভিন্নকালের রচনারীতির সুস্পষ্ট নিদর্শন পেয়েছেন।

প্রথম অধ্যায় :

ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও পূজক-সম্প্রদায়

প্রথম অধ্যায়

ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও পূজক-সম্প্রদায়

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে রাঢ়বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লৌকিক পুরুষ দেবতাটির আসন পাতা হয়েছে অপেক্ষাকৃত পিছনের সারিতে। বলা বাহুল্য, ধর্মমঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব, প্রচার এবং প্রসারের ব্যাপ্তিও মূলত পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের স্বল্প পরিসরেই সীমায়িত। 'শূন্যপুরাণ' হলো এই ধর্মঠাকুরের পূজার্চনার শাস্ত্রগ্রন্থ- এর স্রষ্টা রামাই পণ্ডিত। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষবাবু শূন্যপুরাণকে কিন্তু কোনোভাবেই মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা দিতে চান নি। তাঁর মতে-

"ইহা ধর্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণ'-এর পদ্ধতি মাত্র"[১]

প্রশ্ন জাগে, তাহলে শূন্যপুরাণ কি নিছকই কবি-কল্পনায় রঞ্জিত এক শূন্যমার্গের কাব্য! নাকি এই কাব্যের শিকড় আমাদের দেশকালের মাটির গভীরে সম্প্রসারিত- পশ্চিমবঙ্গের জল-হাওয়ায় পল্লবিত?

যে রাঢ়বঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য বলতে আমরা ধর্মমঙ্গল কাব্যকে বুঝি, প্রথমেই দেখে নিই তার সুস্পষ্ট অঞ্চলসীমা ঠিক কতখানি। প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি---এই ভৌগোলিক পরিসীমায় বেষ্টিত ভূ-ভাগের নাম ছিল রাঢ়বঙ্গ। উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ় এই দুই নামে এর স্পষ্ট বিভাজনও ছিল। এই সুবিস্তৃত অঞ্চল পরবর্তীকালে হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমা্ন, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া ও হাওড়ার কিছু অংশ, মুর্শিদাবাদের(কান্দি মহকুমা)ইত্যাদি বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত হয়ে গেছে।

আমরা জানি, ধর্মঠাকুরের সুনির্দিষ্ট কোনও বিগ্রহরূপ নেই। পুরাণোক্ত এই ধর্মরাজ কখনও বৌদ্ধদেবতা ধম্ম, কখনও সূর্যদেবতা, কোথাও শিব, বিষ্ণু, যমরাজ অথবা মুসলমান ফকিরবেশে, কোথাও কূর্মপ্রতীকে, কোথাও নিছক শিলারূপে, কোথাও বা কাঁকড়াবিছে হিসেবেই এখনও পূজিত হয়ে চলেছেন। আবেস্তা-বেদ-পুরাণ, প্রাগার্য-অনার্য-বৈদিক ও তান্ত্রিক আর্য সংস্কৃতির নানান ধারার মধ্যে ইতিহাস-ভূগোলের দেশকাল ছাড়িয়ে নানান বেশে মিশ্রভাবে এঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে। নিরাকার নিরঞ্জন

এই পরমপুরুষ যেমন নাথ-বাউল-সুফি সম্প্রদায়ের ধর্মপন্থের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, তেমনই তিনি চৈতন্যস্বরূপ পরমানন্দময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত সনাতন করুণাময় সত্তারূপে পূজিত। কাজেই, লৌকিক-পৌরাণিক-বৌদ্ধ-জৈন-শৈব-বৈষ্ণব এমনকি কিছু পরিমাণে ইসলামী সংমিশ্রণও ধর্মরাজের মধ্যে ঘটেছে। রাঢ়বঙ্গের এক এক জায়গায় তাঁর এক এক নাম; যেমন- বাঁকুড়ায় তিনি বাঁকুড়া রায়, কৌতুক রায় বা ক্ষুদি রায়। বীরভূমে তিনি বিনোদ রায়, তুলো রায় বা কেলে রায়। আবার বর্ধমানে তাঁর পরিচিতি কালা রায় বা খেলা রায় নামে। এছাড়াও মোহন রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, শ্যাম রায়, বুড়া রায়...এমন কত কী স্থানীয় নাম তাঁর! এই 'রায়' শব্দটির উৎস সংস্কৃত রাজ-শব্দ, ধর্মরাজের উপাধিতে তাই এমন রাজকীয় শোভা।

এখন প্রশ্ন, কেন এই বিপুল জনপ্রিয়তা? ধর্মঠাকুর মানুষের কল্যাণসাধক, মঙ্গলময়। তিনি বৃষ্টির দেবতা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির নিয়ন্তা হিসেবে তিনি আরাধ্য। কখনও বা তিনি শস্যেরও দেবতা। লোকবিশ্বাস ও অটল ভক্তির জোয়ারে নিঃসন্তান গ্রামবাসীরা যেমন তাঁর কাছে সন্তানকামনার মনোবাঞ্ছা জানায়, ঠিক তেমনই মৃতবৎসার সন্তাননাশ রোধ করার উদ্দেশ্যেও বহু মানুষ আশ্রয় খোঁজে তাঁর চরণে। পূর্বজন্ম বা ইহজন্মের কোনও কৃতকর্মের পাপে তিনিই কুষ্ঠরোগের অভিশাপ দেন বলে জনপ্রচার। তাই তাঁকে তুষ্ট করতে পারলেই ভক্তের পাপক্ষয় অনিবার্য। পশুবলি এই ধর্মপূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে ছাগল, পায়রা, শুয়োর বা মুরগি স্থানভেদে মানসিক করে থাকেন ভক্তেরা। এভাবেই কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ বা চক্ষুরোগ জাতীয় নানান দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের জন্য সরল বিশ্বাসে আজও ধর্মপূজার মানসিক করে থাকেন বহু মানুষ; ভক্তের ভাগ্যরক্ষা এবং রোগীর চিকিৎসা এই দুইয়ের দায়ভার সেখানে পরম নির্ভরতায় বর্তায় আরাধ্যের ওপরে। শূন্যপুরাণের পুথির প্রথম আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছিলেন-

> "বোড়াল হইতে যিনি আমরক্তের ঔষধ দেন তাঁহার নাম ক্ষুদি রায়, মেমারির পশ্চিমে যিনি পিত্তদোষের ঔষধ দেন তাঁহার নাম অচল রায়; মাণিক গাঙ্গুলি মহাশয়ের যিনি মুরুব্বি হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম বাঁকুড়া রায়।"২

ধর্মঠাকুরের উপাসক হলেন মূলত রাঢ়ের অব্রাহ্মণ, অন্ত্যজ তথা ব্রাত্যজনেরা। ডোম-জেলে-বাগদি-বাউরি-মাল-মেটে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষত ডোম জাতিভুক্তরা এর প্রধান পূজারি হয়ে থাকেন। পূর্বে এঁদের বলা হতো পণ্ডিত, পঁড়িত বা ধর্মপণ্ডিত; অনেকে আবার দেয়াসী বা দেবাংশী উপাধিতেও পরিচিত। ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ব্রত-মন্ত্র এঁদের একচ্ছত্র অধিগত বিষয়। যেসমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা পুজোর অধিকার হয়তো বা পেয়েছেন, কিন্তু জাগ্রত দেবতার নামে তুকতাক, মাদুলি, ওষুধ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক অধিকার থেকে তাঁরা চিরকালই বঞ্চিত। ব্রাহ্মণরা যেমন উপবীতধারী, তেমনই ধর্মরাজের এইসমস্ত ডোম-পূজারিরা হলেন তাম্রদীক্ষিত। এর অর্থ, বাহুতে তামার তাগা এবং এবং হাতে তামার আংটি ধারণ না করলে ধর্মঠাকুরের পূজার্চনায় পৌরোহিত্য করার অধিকার পাওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুজা-বিধিবিধান' হলো এইসব ধর্মপূজাপদ্ধতির আকরগ্রন্থ। রাঢ়বঙ্গের নিম্নবর্গীয় সমাজে এককালে এইসব পঁড়িত-রা ভয়াবহ কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাও জানতেন, ফলে তাঁদের বিশেষ সমাদরও ছিল। ক্রমশ তাঁদের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসার সূত্রেই বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মরাজের মাহাত্ম্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবেই হয়তো তাঁদের বংশধরের হাত ধরে পরবর্তীকালে লাউসেন বা হরিশ্চন্দ্র-মদনার মতো ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয় কাহিনিগুলির জন্ম এবং প্রচার। পঁড়িত-বংশীয় উত্তরাধিকারীরাই ভবিষ্যতে হয়ে উঠেছেন ধর্ম-মাহাত্ম্যকথার কবি বা গায়েন।

মন্দিরে বা পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্মশিলাকে নিত্যপুজোর প্রথা যেমন আছে, তেমনই বারোয়ারি ধর্মঠাকুরের মন্দিরেও সাড়ম্বরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে বার্ষিক পুজো হয়ে থাকে। বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হলো বিষুব সংক্রান্তির দিন চড়ক, সূর্যদেবকে প্রসন্ন করার এক রীতিবিশেষ। ধর্মরাজের পুজোকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও আবার মেলাও বসে। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কিংবা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মূলত এরকম সাংবাৎসরিক ধর্মপূজা হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে চৈত্রসংক্রান্তি থেকেই গ্রামে গ্রামে ধর্মের গাজন উৎসব শুরু হয়ে যায়। আর রোগমুক্তি বা কোনও বিশেষ কারণে মানসিক পূরণের উদযাপন হিসেবে যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'ঘর-ভরা' বা 'গৃহভরণ' অনুষ্ঠান করে বারো দিন ধরে ধর্মশিলাকে পুজো করা হয়, সেখানে ধর্মমঙ্গলের গান পুজোর আবশ্যিক অঙ্গ বলে

মনে করা হয়। পরপর বারো দিনে মোট চব্বিশ টি পালায় বিভক্ত ধর্মমাহাত্ম্যকথার আখ্যান পরিবেশিত হয়। উন্মুক্ত স্থানে চাঁদোয়ার নিচে একত্রিত হয় শ্রোতারা; যন্ত্র-বাদ্য সহযোগে দোহার, গায়েন সকলে মিলে নেচে-গেয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে আসরে ধর্মমঙ্গলের পালাগান পরিবেশন করেন বলে প্রচলিত।

ধর্মরাজের পুজোয় ডোমজাতির বিশেষ গুরুত্ব এইখানে যে, পৌরোহিত্যের কাজে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও, পূজার্চনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ছড়া কেটে কেটে যে মঙ্গলাচারগুলি করার প্রথা, লোকসংস্কৃতির সেই দিকগুলি ডোম পুরোহিত ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙে পূজানুষ্ঠানে সমান্তরালভাবে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিতের এমন দ্বৈত মেলবন্ধনের চিত্র গ্রামবাংলার সমাজজীবনেতিহাসে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় ধর্মরাজকে তুষ্ট করার জন্য পৌরাণিক সূর্যদেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনায় মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করার রীতি দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রূপরাম বা ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সর্বশুক্লরূপ কল্পনা করা হয়েছে... তাঁর শুভ্র অঙ্গজ্যোতি, মাথায় ধবল ছাতি, মন্দিরের গাত্রবর্ণও শুভ্র, শুভ্রবরণ অলংকারে তিনি সুসজ্জিত, শুক্লপুষ্পে তিনি পূজিত এবং শ্বেতাশ্ব হলো ধর্মরাজের বাহন। ধর্মঠাকুরের প্রিয় রঙ সাদা- এই ধারণা থেকেই শ্বেতবর্ণের পশু বা পাখি বলিদানের প্রবণতা ধর্মপুজোয় লক্ষ করা যায়। ধর্মরাজের এই শ্বেতশুভ্র শূন্যমূর্তিটি রাঢ়বাংলার প্রাচীন অধিবাসী অস্ট্রিক ডোম সম্প্রদায়ের আরাধ্য ‘পরমেশ্বর’ তথা সূর্যদেবতার আদলেই পরিকল্পিত বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে রাঢ়বঙ্গে ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রভাব যখন বিস্তৃত হতে থাকে, তখন আদিম মৌলিক সূর্যোপাসনার ধর্মীয় সাধন-ভজন রীতির সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধপ্রভাব কিছু অনুপাতে মিলেমিশে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মপূজার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। এছাড়া, বাঙালি ডোমজাতির নামের সঙ্গেও ‘ধর্ম’ নামটির নিবিড় যোগ। সংস্কৃতিগত এই সংমিশ্রণের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে আলোচনার সূত্রে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকারের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

> “প্রধানত ডোমদিগের পূজিত দেবতা বলিয়া রাঢ় অঞ্চলে নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু বসতিস্থাপনকারীগণ বোধ হয় এই দেবতাকে ‘ডোম রায়’ বলিয়াই উল্লেখ করিত। ‘ডোম রায়’ হিন্দুপ্রভাবের যুগে ধ্বনিতত্ত্বের(phonology)সাধারণ নিয়মানুসারেই

> প্রথমত বর্ণ বিপর্যয়ে এবং দ্বিতীয়ত সংস্কৃতীকরণ(Sanskriti-sation)নীতি দ্বারা 'ধর্ম' কথাটিতে এইভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে; যেমন, ডোম রায়>ডোমরা>ডোরমা>ধর্ম।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, রাঢ়ের জাতীয় উপাদানে রচিত প্রাগাধুনিক বাংলা লোকসাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি এককথায় প্রাগার্য ডোম সম্প্রদায়েরই বিজয়-গাথা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভিত্তি যেমন ঐতিহাসিক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের চেয়ে স্বতন্ত্র, তেমনই রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র এর গঠনগত আলম্বন বলেই ধর্মমঙ্গল কাব্য পণ্ডিতমহলে 'রাঢ়দেশের জাতীয় মহাকাব্য' নামে সুপরিচিত।

এ তো গেলো ধর্মরাজ প্রসঙ্গ, আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা চোখ রাখবো ধর্মপূজাপদ্ধতি ও মন্ত্রাচারের আকরগ্রন্থ 'ধর্মপূজাবিধিবিধান' এবং তার প্রথম স্রষ্টা ও সংকলক তথা ধর্মপূজার আদিগুরু রামাই পণ্ডিত-এর ঐতিহাসিকতার বিষয়ে। পাঁচটি যুগে ধর্মঠাকুরের পাঁচজন পণ্ডিত-যাজক আছেন বলে মনে করা হয়- সত্যযুগে সেতাই(শ্বেতকায়), ত্রেতাযুগে নীলাই(নীলকায়), দ্বাপরে কংসাই (পীতকায়), কলিযুগে রামাই(লোহিতকায়) এবং অনাগত যুগের যাজক হলেন গোসাঞি(শ্যামকায়)। পূজ্যপাদ শাস্ত্রীমহাশয় অবশ্য রামাই-কেই এঁদের মধ্যে প্রধানতম বলে জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, ধর্মায়ণের কাহিনিকথার আদিকবি ময়ূরভট্ট হলেও ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি ও মন্ত্রাচারসমূহ মূলত 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি' হিসেবেই পরিচিত-

> "ধর্মঠাকুরের পুঁথি পড়িতে গেলেই একজন লোকের নাম সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রমাই পণ্ডিত। ঘনরামের মতে ইনি জাতিতে বাইতি। ময়নাগড়ের কিছু দূরে ইনি ধর্মঠাকুরের পূজা করিতেন।"[৪]

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শাস্ত্রীমশাইকে অনুসরণ করেই এই রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিক সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন-

> "বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্মপূজার প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্মপালের সময় বর্তমান ছিলেন।"[৫]

সম্ভবত, রামাই-এর সমসময়েই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনিটি সর্বপ্রথম কীর্তিত হতে শুরু করে, তাই প্রচলিত পূজাপদ্ধতিতে এই কাহিনির আংশিক উল্লেখ রয়ে গেছে। অবশ্য, বিদগ্ধমহলে এও সংশয়ের বিষয়, শূন্যপুরাণ রচয়িতা রমাই পণ্ডিত এবং ধর্মপূজাপদ্ধতির জনক রামাই পণ্ডিত আদৌ এক ব্যক্তি কিনা! তবে একথা নিশ্চিত যে তিনি এই পূজার আদি-পুরোহিত, তাঁর প্রবর্তিত বিশেষ পূজাবিধিই পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যরা অনুসরণ করেছেন; সুতরাং ধর্মসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ কোনোদিনই ছিলনা। কালান্তরে এই ধর্মপূজক শিষ্যদের মুখে মুখে প্রচারিত নানান পাঁচালি বা ধর্মমাহাত্ম্যসূচক লৌকিক ছড়া পূজানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে নানান সময়ে হয়তো হরিশ্চন্দ্র-আখ্যানের মতোই রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। রচনাশৈলী, ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ এবং কাব্যদেহ নির্মাণের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে রামাই পণ্ডিতের নামের আড়ালে শূন্য-পুরাণের গঠনগত আলোচনায় একাধিক রচয়িতা ও ভিন্নকালের রচনারীতির সুস্পষ্ট নিদর্শন পেয়েছেন পণ্ডিতমহলও।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর(বিষ্ণুপুর থেকে বারো মাইল পূর্বে)গ্রামের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুরের ডোম-পূজারীরা আজও নিজেদের রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় যাত্রাসিদ্ধির সেবাইত ধর্মপণ্ডিতের কাছ থেকে রামাই পণ্ডিতের জন্মবৃত্তান্ত ও বংশপরিচয় সম্পর্কে যেসমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেই বিবরণ থেকে জানা যায়, রামাই পণ্ডিত রাঢ়বাংলার দ্বারকাপুরী নামক স্থানে বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ ছিলেন-এই জনপ্রবাদ আসলে ভ্রান্ত। ক্ষুদ্রদোষে বিশ্বনাথের ওপর ধর্মরাজ রুষ্ট হয়েছিলেন বলে তাঁকে নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করে সস্ত্রীক বনবাসে চলে যেতে হয়েছিল। সেখানে বনময় হিমালয় প্রদেশে বিশ্বনাথের ঔরসে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি ভরণী নক্ষত্রে রবিবারের এক শুভলগ্নে রামাই-এর জন্ম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে রামাই-এর পিতৃবিয়োগ হলে, অনাথ রামাইকে প্রতিপালন করেন তাঁর পালকপিতা, যিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী ছিলেন। রামাইকে তিনি ব্রাহ্মণোচিত বৈদিকী দীক্ষা না দিয়ে পরিবর্তে দিয়েছিলেন তাম্রদীক্ষা। ব্রাহ্মণদের উপনয়নের মতোই ডোমপণ্ডিত বা ধর্মপণ্ডিতদের ক্ষেত্রেও বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে এই তাম্রদীক্ষার রীতি প্রচলিত- চূড়াকরণ, ঘটস্থাপন, শ্রাদ্ধাদি, হোমযজ্ঞ ইত্যাদির আড়ম্বরে তাম্রদীক্ষালাভের পর

ধর্মপণ্ডিতেরা নিম্নবর্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণের মতোই সম্মানলাভ করেন এবং ধর্মরাজের পূজাধিকারী হন। তবে যেকেউ এই দীক্ষার অধিকার পাননা, একমাত্র রামাই পণ্ডিতের বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরাই তাম্রধারণের পর ডোমসমাজের যেকোনো অনুষ্ঠানে এবং ধর্মপূজায় পৌরোহিত্যের অধিকারী হন বলে কথিত। রামাই নিজেও এভাবেই তাম্রদীক্ষিত হয়েছিলেন। ময়ূরভট্ট প্রমুখের ধর্মপুরাণ বা ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায়, রামাই তাঁর পূজাপ্রভাবে এত তেজস্বী হয়েছিলেন যে দেবলোক এবং নরলোকের সকলেই তাঁকে ভয় করে চলতো। নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের উদ্দেশে তিনি বংশরক্ষার তাগিদে বৃদ্ধবয়সে কেশবতী নামে এক অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যাকে বিয়ে করেন। কেশবতীর গর্ভেই রামাই-এর ঔরসে ধর্মদাস জন্মগ্রহণ করেন। রামাই-এর নির্দেশানুসারে একমাত্র ধর্মদাসের বংশই ধর্মরাজের পূজাধিকারী, অন্য কারোর পুজোয় নিরঞ্জন ধর্ম সন্তুষ্ট হবেননা অর্থাৎ এই পৌরোহিত্যে একচেটিয়া অধিকার বহাল থাকবে রামাই-এর বংশধরদেরই। ধর্মদাসের বংশধরেরা প্রথমদিকে নিজস্ব গোষ্ঠীতে বংশপত্রিকা ও কুলপরিচয় রক্ষা করতে থাকেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে আরও বংশবিস্তার ঘটলে এবং ধর্মদাসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হলে ডোমসমাজের অনেকেই নানান স্থানে সম্প্রসারিত হয়ে নিজেদের ধর্মপণ্ডিত হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেন জীবিকার প্রয়োজনে। অনাদরে, অবহেলায় সেইসব কুলগ্রন্থেরও সংরক্ষণ ঠিক ভাবে করেননি পণ্ডিত-বংশীয়রা।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্যকথায় লাউসেনের জন্মপ্রসঙ্গে আমরা দেখি, গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সময়ে কর্ণসেনপত্নী রানি রঞ্জাবতী স্বয়ং রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে শালে ভর দিয়ে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে পুত্রলাভের জন্য ধর্মরাজের পুজো করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে প্রাচীন খোদিত লিপি ও নানান গ্রন্থে একাধিক ধর্মপালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন, রামাই পণ্ডিত কোন ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন? তৎকালীন রাজনৈতিক,সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিতই বা কেমন ছিল গৌড়বঙ্গের? পালরাজাদের তাম্রশাসন অনুযায়ী, গোপালের পর মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র ১ম ধর্মপাল, তিনি আনুমানিক ৭৮৫ থেকে ৮৩০ খ্রি. পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজ্যশাসন করেছিলেন। এর প্রায় ২০০বছর পর ২য় ধর্মপালের রাজত্বকাল। আবার ইতিহাস বলছেন, রংপুর জেলার ডিমলা থানার অন্তর্গত ধর্মপুরে এক ধর্মপাল রাজত্ব করতেন, তাঁর পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায়; সেখানের ধর্মভক্ত রানি

ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচাঁদের সঙ্গে রঞ্জাবতী ও লাউসেন আখ্যানের নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক কালপঞ্জিকে সামনে রেখে যুক্তিগ্রাহ্য খুঁটিনাটি তথ্যবিচারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন শূন্য-পুরাণের প্রথম সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর গ্রন্থসম্পাদকীয়তে[৬]। এখন ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত যে স্থানে রামাই-এর আশ্রমে রানি রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় শালে ভর দিয়ে কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, ধর্মপূজকদের কাছে যে স্থান 'গুপ্তবারাণসী' নামে পরিচিত, অতিপবিত্র সেই 'চাঁপাই' স্থানটির অবস্থান বুঝতে পারলেই রাঢ়ের কোন স্থান ধর্মপূজার উৎসভূমি, তা নিরূপণ করা যাবে। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে এই আশ্রমের বর্ণনায় দেখা যায়, দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাই-এর ঘাটে রামাই পণ্ডিতের ধর্মাশ্রমটির অবস্থান। এই কারণেই বুঝি গৌড়বঙ্গে যতগুলি ধর্মঠাকুর আছেন, বাঁকুড়ার ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি রায়ের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশি। এখানের ধর্মঠাকুরের পুরোহিতবংশীয়রা ডোমপণ্ডিত; আজও তাঁরা রামাই-এর বংশধর বলে গৌরব করে থাকেন। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতি ও রামাই পণ্ডিতের জন্মপরিচয়, এমনকি শূন্যপুরাণ-এর পুথিও এঁদের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির অধিকাংশ রচিতও হয়েছে মল্লভূমে। রামাই-এর বংশধরদের নিবাসভূমি ময়নাপুর এবং পূতসলিলা দ্বারকেশ্বরের তীরবর্তী এই চাঁপাতলার ঘাট ধর্মরাজের ভক্তদের কাছে আজও পবিত্র তীর্থভূমি। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের গাজনের সময় আজও দলে দলে পুন্যার্থীদের ভিড় জমে এখানের স্নানযাত্রায়। আবার ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানে লাউসেনের অপার ভক্তিতে সূর্যদেবের পশ্চিমদিকে উদয়ের বর্ণনায় 'হাকন্দ' বলে যে স্থানটির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানেই রামাই পণ্ডিত যোগবলে দেহত্যাগ করেছিলেন বলে বর্ণিত। এখানেই শূন্য-পুরাণ রচনা করেন রামাই। বাঁকুড়ার ময়নাপুর ও চাঁপাতলার মধ্যবর্তী স্থানে এই সুপ্রাচীন হাকন্দ গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানও মিলেছে। সুতরাং এই সবদিক থেকে বিচার করে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোলকে পাশাপাশি রেখে বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

শূন্য-পুরাণে কিন্তু লাউসেন আখ্যানের কোনও উল্লেখ নেই, রয়েছে হরিশ্চন্দ্র-মদনার কাহিনি। ময়ূরভট্ট সর্বপ্রথম লাউসেনের পালা রচনা করেছিলেন, তিনি ধর্মমঙ্গল সঙ্গীতের আদ্য-কবি। পরবর্তী ধর্মমঙ্গলকবিরা ময়ূরভট্টের অনুসরণেই ধর্মমাহাত্ম্যগাথা রচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের কাহিনির নায়ক ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ যেহেতু মূলত ধর্মপূজাপদ্ধতির আদি

বাংলাগ্রন্থ হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল, তাই এতে হরিশ্চন্দ্রকথার ছায়াপাত ঘটেছে। ঘনরাম প্রমুখ ধর্মমঙ্গলকবিরা শূন্য-পুরাণকে তাঁদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা 'পণ্ডিত-পদ্ধতি'র আখ্যা দিয়েছেন। পুজাবিধি-আচার মূলত পয়ার-ত্রিপদীতেই বর্ণনা করেছেন রামাই। এছাড়াও এ গ্রন্থে রয়েছে সৃষ্টিপত্তন, শূন্যবাদ, ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধান। সর্বত্রই ভণিতা রামাই পণ্ডিতের। উত্তর রাঢ়ে এখনও গাজনের উৎসবে এই পদ্ধতিই মেনে চলা হয়। পূজাপদ্ধতির বর্ণনাক্রমেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা, যমপুরাণ, ধান্যের জন্ম, ছাগজন্ম, মার্কণ্ডপুরাণ, নিরঞ্জনের রুষ্মা ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি স্বতন্ত্রভাবে স্থান পেয়েছে রামাইয়ের রচনায়।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে লাউসেন যেমন নিজদেহকে নয়-খণ্ডে বিভক্ত করে ধর্মরাজকে উৎসর্গ করেছিলেন, ঠিক তেমনই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনিতেও দেখা যায়- ধর্মাদেশে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র লুইচন্দ্রকে বলিদান দিয়ে তার মাংস রান্না করে ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার কাহিনি। অবশেষে রাজদম্পতি হরিশ্চন্দ্র-মদনার অপার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দেন ধর্মরাজ। কেউ কেউ মনে করেন রাজা হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কাশীর রাজা হরিশ্চন্দ্র-রানি শৈব্যা এবং তাঁদের পুত্র রোহিতাশ্ব সম্পর্কে বরুণদেবকে তুষ্ট করার যে কাহিনিকথা প্রচলিত ছিল, এই কাহিনি তারই অল্পবিস্তর রূপান্তরমাত্র। কাহিনিতে দেখা যায় বল্লুকা নদীতীরে হরিশ্চন্দ্র ছদ্মবেশী ধর্মের প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, রামাইয়ের বর্ণনাতেও এই বল্লুকার তীরেই ধর্মের আবাস। আবার মার্কণ্ডমুনির আখ্যানেও দেখা যায় কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি বল্লুকার তীরেই ধর্মপূজা করেছিলেন। 'ধর্মপূজা-বিধান'-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান সম্পর্কে বলবেন বর্ধমানের কাছে দামোদর থেকে উঠে মৃজাপুরের খালে পড়ে এই নদীটি এখন প্রায় মরে গেছে; তবে সুপ্রাচীন এক ধর্মমন্দির এখানে এখনও রয়েছে[৭]। দামোদরনদের ওপর বাঁধ নির্মিত হওয়ায় বল্লুকার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হয়ে এলেও মেমারি রেলস্টেশনের দক্ষিণে একটি খাল এখনও প্রাচীন বল্লুকার স্মৃতিবহন করে চলেছে। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার বলবেন এই হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর যুক্তিতে, খ্রিষ্টীয় ১১দশ শতাব্দীর শেষদিকে হরিশ্চন্দ্র বর্ধমান জেলার

অন্তর্গত অমরাগড়ের রাজা ছিলেন; তাঁর রানি ছিলেন মদনা। দামোদরের উত্তরে মানকর রেলস্টেশনের ঈশানকোণে এই গড়ের ধ্বংসাবশেষও রয়েছে[৮]।

একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই রচনার পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে, যার নাম – "শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা"; তুর্কি আক্রমণের প্রসঙ্গ সরাসরি আছে বলে এটির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। অংশটি আদর্শ পুথিতে ছিল না, শাস্ত্রীমহাশয় প্রথম এটি প্রকাশ করেন। যদিও এটিকে রামাই পণ্ডিতের নামের অন্তরালে অন্যকবির পরবর্তীকালের রচনা বলে অনেকেই মনে করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যখন ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিলেন, সেইসময় যবনরূপী-ধর্ম আবির্ভূত হন। সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলবেন, ফিরোজ শাহ্ তুঘলক তাঁর রাজত্বের শেষদিকে যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিলেন, 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' (উষ্মা) তারই স্মৃতিবহ ঐতিহাসিক সত্যঘটনার নজির[৯]। পাল-আমল থেকেই বাংলার বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছিল; এর পরবর্তী সেন-রাজত্বকালে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রসার এবং বৌদ্ধ-নিপীড়নের বাস্তবচিত্র 'নিরঞ্জনের উষ্মা'য় বর্ণনা করা হয়েছে। এই অংশটি থেকে স্পষ্ট হয় বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের আরাধনায় যেমন ইসলামী প্রভাব পড়েছিল, তেমনই সমান্তরালভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ও ধর্মঠাকুরকে অস্বীকার করতে পারেনি; খোদা ও ধম্ম, মহম্মদ ও ব্রহ্মা, পেগাম্বর(পয়গম্বর) ও বিষ্ণু, আদম ও শিব, নূরবিবি(পাতিমাহ্) ও পদ্মাবতী, গাজী ও গণেশ একাকার হয়ে গেছেন এর প্রতি ছত্রে-

> "ধর্ম নিরঞ্জনের উপাসনায় ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজও কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল... ধর্ম নিরঞ্জনের সঙ্গে ইসলামী একেশ্বরবাদের তত্ত্বগত সাদৃশ্যের জন্য মুসলমান সমাজও ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল।"[১০]

ইতিহাস বলছেন, সাধারণ প্রজাদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকলে, বৌদ্ধ ধর্মপণ্ডিত এবং নিম্নবর্ণীয় জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে একত্রিতভাবে মুসলমানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মুসলমানরা তখন বাংলায় লুঠতরাজ চালিয়ে, হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ-মন্দির-স্থাপত্য ভেঙে, মঠ-টোল-চতুষ্পাঠীগুলি ধ্বংস করে দৈবনিগ্রহ চালাতে থাকে। জাজপুরে এই ধ্বংসলীলার মাত্রা চরমে ওঠে বলে

রামাই পণ্ডিতের রচনায় বর্ণিত। দেশের জনসাধারণ রাজদ্রোহী হয়ে উঠেছিল বলেই হয়তো লক্ষ্মণসেনের আমলে মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজীর পক্ষে তুর্কি আক্রমণ এতোখানি সহজসাধ্য হয়েছিল। মুসলিম শাসন আরম্ভ হওয়ার পরেও ধর্মঠাকুরের পূজা ও গান যোগী-ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যে থেকে গিয়েছিল। রাঢ়দেশের হুগলি জেলার অন্তর্গত এই জাজপুর বর্তমানেও ধর্মপূজার এক বিখ্যাত পীঠস্থান বলে পরিচিত।

এখানে আর একটি বিষয় সম্পর্কে আমরা একনজরে আলোচনা করবো- শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র পণ্ডিতদের প্রসঙ্গ। পুরাণে উল্লিখিত আছে, প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি ছিলেন শাকদ্বীপের অধীশ্বর। পারস্যের উত্তরাংশে অক্সাস নদীর তীর থেকে শাকদ্বীপের সীমানা শুরু, পারস্যের প্রাচীন শিলালেখে শক জাতির উল্লেখও মেলে। মগ জাতীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শাকদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। প্রাচীন পারস্যের মগ পুরোহিত জরাথুস্ত্র সূর্যপূজার পরিবর্তে অগ্নিপূজার প্রবর্তন করায় অগ্নিপূজা হয়ে ওঠে পারস্যের রাজধর্ম; সৌরধর্ম প্রায় লোপ পেতে থাকে। সূর্যপূজক ব্রাহ্মণেরা সে দেশ থেকে হন বিতাড়িত। এইসময় কিছু সংখ্যক সৌর ব্রাহ্মণ চলে আসেন ভারতে এবং তাঁদের চেষ্টায় ভারতে প্রচলিত হয় সৌরধর্ম। এভাবেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের ভারতে আগমন ও সূর্যোপাসনার প্রচলন।

এ প্রসঙ্গে প্রচলিত অন্য উপাখ্যানটি হলো- দুর্বাসা মুনি ও শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব যখন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন, তখন নারদমুনির পরামর্শে শাম্ব দ্বাদশ আদিত্য যথা ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জণ্য, পুষা, ত্বষ্টা, অর্যমা, ভগ, বিবশ্বান, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ ও মিত্র-এঁদের মধ্যে মিত্র অর্থাৎ সূর্যদেবের তপস্যা করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তাঁর তপস্যাস্থলটি ‘মিত্রবন’ নামে পরিচিত হয়। জানা যায়, সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার জন্য শাকদ্বীপ থেকে ৮জন মগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেছিলেন শাম্ব। ভবিষ্যপুরাণ মতে, সেইসময় জরাথুস্ত্র মগবলম্বী অগ্নির উপাসকরা থেকে যান পারস্যে, আর সর্বমোট অষ্টাদশ কুল সূর্যপূজকরা সকলেই চলে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। পারস্যে মুসলমান অধিগ্রহণের পর অধিকাংশ অগ্নিপূজকই মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছিলেন; তখন অল্পসংখ্যক অগ্নিপূজক চলে এসেছিলেন ভারতে। বিভিন্নস্থানে বসবাস হেতু এই দুইপ্রকার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা নানান নামে সুপরিচিত হন। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থমতে মোট একুশ প্রকার উপাধি দেখা যায় এঁদের। গ্রহযামল গ্রন্থে জানা যায়, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের

মূল বৃত্তিসমূহ হলো- জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গ্রহপূজা, বেদ আলোচনা, গ্রহযজ্ঞের দানগ্রহণ ও ভিক্ষা[১১]।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পারস্য দেশাগত শাকদ্বীপীরা ছিলেন সূর্যপূজক আর পার্শিরা অগ্নিপূজক। নদীয়া বঙ্গসমাজের উমেশচন্দ্র শর্মা মহাদেব কারিকায় লিখেছেন, গৌড়রাজ শশাঙ্ক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলে রোগনিরাময়ের জন্য তিনি শাম্বের আনীত সেই ৮জন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষদের মধ্যে থেকে ১২জন ব্রাহ্মণকে আনিয়ে নাকি গ্রহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। কালক্রমে এঁদের বংশধররা রাঢ়বঙ্গের নানান অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন এবং স্থানভেদে এঁদের বিভিন্ন সমাজ গড়ে ওঠে। সে সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপনেও এঁরা মেনে চলতেন রক্ষণশীলতা। প্রধাণত সামবেদীয় এই গ্রহবিপ্ররা সমাজে প্রথম সারির পৌরোহিত্যের কৌলীন্য বা মর্যাদা না পেলেও কোষ্ঠীবিচার, পঞ্জিকালিখন, গ্রহার্চনা, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বা নিম্নবর্গীয় সমাজে ধর্মপূজার মতো বৃত্তিকে নিজেদের জীবিকা করে নিয়েছিলেন। শ্রীধর্মরাজের পূজক সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে তাই শাকদ্বীপীয় সূর্যপূজক ব্রাহ্মণদের কথা না বললেই নয়।

সামগ্রিক পরিসরে ঐতিহাসিক নিরীক্ষণের পর একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উদ্ভব পর্বের প্রাচীন বাংলা গদ্যরীতি ও ভাঙা পয়ারে গাঁথা সাহিত্যিক দলিল হিসেবে শূন্যপুরাণ তথা ধর্মপূজাবিধিবিধান যেমন ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্যবহন করছে, তেমনই ধর্মঠাকুরের বিস্তারক্ষেত্রটিও পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-নদী-জনপদের খণ্ডচিত্রসহ যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নীরস নিয়ম-আচার সম্বলিত আকরগ্রন্থের সঙ্কীর্ণতা থেকে বহু ওপরে এর স্থান। এ রচনায় ভূগোল-ইতিহাস-পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র-দর্শন ও কবিকল্পনার সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, মে ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৫৮৫

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা), ১৩০৪, পৃষ্ঠাঃ ৬০

৩. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি. এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, মে ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৫৬৫

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা), ১৩০৪, পৃষ্ঠাঃ ৬২

৫. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড- ৯ম সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ ৫৬

৬. নগেন্দ্রনাথ বসু, শূন্য-পুরাণ, মুখবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, মাঘ ১৩১৪

৭. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধম্মপুজা-বিধান, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী (সং ৫৬), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২০

৮. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শূন্যপুরাণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৩৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), ১৩৩৮

৯. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড- সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী), জালালি কলিমা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃষ্ঠাঃ ১১৪-১১৫

১০. Shashibhusan Das Gupta, *Obscure Religious Cults*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, Reprint 1976, Page: 286

১১. শ্রীসন্তোষ কুমার কুণ্ডু, বাঙালী হিন্দু জাতি পরিচয়, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায় :

প্রাপ্ত পুথি-সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যবিচার ও কবিপরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত পুথি-সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যবিচার ও কবিপরিচয়

'শূন্য-পুরাণ' বাংলাভাষার একটি আদিগ্রন্থ। সর্বপ্রথম এমনকি সর্বপ্রধান ধর্মপণ্ডিত নিঃসন্দেহে শ্রীরামাই হলেও, যুক্তি-প্রতিযুক্তির পণ্ডিতি তরজায় শূন্য-পুরাণের রচনাকাল, স্রষ্টা, স্থান-নাম, ভাষারীতি, ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে বিদগ্ধমহলে একসময় চরম দ্বান্দ্বিক প্রতিবেশ যে তৈরি হয়েছিল সেকথা নানান আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট। শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল বা নাথসাহিত্যে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তনের পৌরাণিক ও দার্শনিক চিন্তাভাবনাগত আশ্চর্য মিল। অন্যদিকে শ্রীধর্মরাজের বিশেষ পূজাপ্রণালীতে যমপুরাণ, মার্কণ্ডপুরাণ, শিবপুরাণ বা অজপুরাণ–এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। যদিও সর্বত্রই ভণিতা রামাই পণ্ডিতের, তবু ধর্মপূজাবিধিবিধানের অন্তর্গত কিছু বিশেষ অংশ স্মার্ত রঘুনন্দনের সৃষ্টি বলেও দাবি করা হয়। বর্তমানে আমাদের গবেষণাকর্মে গৃহীত ধর্মপূজাবিধিবিধানের (বিশ্ব.১২৯সংখ্যক) পুথি-সম্পাদনা ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা বিষয়ক দুঃসাহসিক কাজের সূচনায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি বোধ করি সবচেয়ে প্রযোজ্য-

"ধর্মঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের কুলপরিচয়ের প্রকৃত হদিস বাহির করা সহজ কর্ম নহে। সর্বোপরি মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ দেবদেবীর মতো তিনি গতায়ু হন নাই, এখনও বাংলাদেশের নানা স্থানে দিব্য বহাল তবিয়তে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার স্বরূপ নির্ধারণে ইহাও অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। মৃত দেবতা ও তাঁহার মুমূর্ষু সম্প্রদায়কে গবেষণার টেবিলে ফেলিয়া শবব্যবচ্ছেদ সাহসে কুলাইতে পারে। কিন্তু জীবিত দেবতার গায়ে হাত দিবে কে?"[১]

এবার আসা যাক, 'শূন্য-পুরাণ'-এর গ্রন্থসম্পাদনা প্রসঙ্গে। পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'শূন্য-পুরাণ' কাব্যটি গ্রন্থাকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে মাঘ, ১৩১৪বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায় [মাপঃ ১৬সে.মি ৫মি.মি X ১০সে.মি ৫মি.মি; মোট পৃষ্ঠা ৭১+১৬৯]। শাস্ত্রীমহাশয়-আবিষ্কৃত পুথিটিকেই 'আদর্শ

পুথি’ হিসেবে গ্রহণ করে নগেন্দ্রনাথের এই সম্পাদনা। এই কাব্যের খণ্ডিত দু’খানি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে বর্তমানে সংরক্ষিত।

একাব্যের দ্বিতীয় সংস্কর্তা হলেন শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী প্রাচীন সাহিত্য-প্রচার থেকে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র-সম্পাদিত এই সংস্করণটি প্রকাশ করেছিলেন ১৩৩৬বঙ্গাব্দে [মাপঃ ১৭সে.মি ২মি.মি X ১০সে.মি ৫মি.মি; মোট পৃষ্ঠা ১৩০+২৩৬]। এই সংস্করণে চারুচন্দ্রের ‘প্রবেশক’ শীর্ষক সম্পাদকীয় ছাড়াও কাব্যারম্ভে দু’টি পৃথক ভূমিকা রচনা করেন ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কাব্যটির প্রথম সংস্করণে কোনও ছবি ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে দুটি ছবি যুক্ত হয়। প্রথমটি, চামোট গ্রামের ধর্মমঙ্গলকবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটে এবং দ্বিতীয়টি, বাঁকুড়ার ময়নাপুরের বিখ্যাত যাত্রাসিদ্ধি-মন্দির।

নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় শূন্যপুরাণ প্রকাশিত হলে তাঁর মুখবন্ধের দীর্ঘ আলোচনার সূত্র ধরে ১৩১৬বঙ্গাব্দে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি স্বতন্ত্র একটি নিবন্ধ রচনা করেন, তিনি শ্রীবসুর অনেক মত মেনে নিতে পারেননি। একইসঙ্গে, এর প্রত্যুত্তরে যোগেশচন্দ্রের যুক্তিপ্রসূত অভিমতগুলিও শ্রীবসু স্বতন্ত্র রচনায় খণ্ডন করেছেন পরপর[২]। পণ্ডিতমহলে মতান্তর আর মনান্তরের সূত্রপাত ঘটে তখনই। পক্ষান্তরে, চারুচন্দ্রের সম্পাদনায় এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর নগেন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্রের মতামতকে পাশাপাশি রেখে ১৩৩৮বঙ্গাব্দে উভয়ের সমালোচনামূলক মতামত বিষয়ে পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আরও একখানি প্রবন্ধ রচনা করেন যোগেশচন্দ্র[৩]। পরিশিষ্টে শূন্য-পুরাণের দেশ ও কাল নির্ণয়ের পর তিনি সংযোজন করেন চারুচন্দ্রকৃত সটীক ব্যাখ্যা অনুসরণে শূন্য-পুরাণের ২৩২টি শব্দের টীকা। শ্রীবসুর গ্রন্থে নিঃসন্দেহে এর অভাব ছিল। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র এবং নগেন্দ্রনাথকৃত এই মননশীল পারস্পরিক তর্কযুদ্ধটি সামনে রেখেই আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গে যাবো।

শাস্ত্রীমহাশয়-আবিষ্কৃত আদর্শ পুথিটিতে গ্রন্থের সমাপ্তিকাল লেখা ছিল না। পুথির অক্ষরবিন্যাস ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে, ঐতিহাসিক কালপঞ্জির নিরিখে সম্পাদক শ্রীবসু মহাশয়

১৩১৪সালে তাঁর সম্পাদনার মুখবন্ধে গ্রন্থের রচনাকাল বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক মতামত জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, শূন্য-পুরাণ বাংলাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ; গ্রন্থস্রষ্টা রামাই পণ্ডিত ছিলেন সম্ভবত গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক (আনু. খ্রিষ্টীয় ১১দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। এর ঠিক বছর দুই পর, ১৩১৬সালে শ্রীবসু-সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় পুরাবিৎ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এইরকম- বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত পুথি মানেই গ্রন্থের ভাষা বাঁকুড়ার একথা যেমন বলা যায় না, তেমনই রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে মানেই সমগ্র 'শূন্য-পুরাণ' গ্রন্থখানি ধর্মপূজাপদ্ধতিকা্র রামাই পণ্ডিতেরই রচনা একথাও ধরে নেওয়া যায় না। শ্রীবসু অবশ্য এবিষয়ে বলবেন- ঘনরাম প্রমুখ ধর্মমঙ্গলকবিরা আবহমানকাল ধরে রামাই পণ্ডিতকেই ধর্মপূজার প্রবর্তক ও পদ্ধতিকার হিসেবে সম্মান জানিয়ে এসেছেন, এই গ্রন্থটিকেও তাঁরা স্বয়ং রামাই-এর রচনা বলেই চিহ্নিত করেছেন; আলোচ্য গ্রন্থে যখন পূজা-পদ্ধতির বর্ণনাই মূলত লক্ষ করা যাচ্ছে এবং এগুলিকে আদর্শ পূজাপদ্ধতি বলে স্বয়ং ধর্মপণ্ডিতেরাই শিরোধার্য করেছেন... সুতরাং, এই গ্রন্থটিকে ধর্মপূজার আদিগুরু রামাই-বিরচিত 'শূন্য-পুরাণীয় ধর্মপূজাপদ্ধতি' বলতে আপত্তি কোথায়!

যোগেশবাবু সোচ্চারে আরও জানিয়েছিলেন, নগেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'শূন্য-পুরাণ' কোনও একটি গ্রন্থ নয়, অন্তত দুটি মঙ্গল-গানের পুথিসংকলন। একে পুরাণ বলা গেলেও, পূজা-পদ্ধতি বলা মোটেই সমীচীন নয়। যোগেশচন্দ্রের যুক্তিতে, এই গ্রন্থ শ্বেত-নীলাদি প্রসিদ্ধ পাঁচ ধর্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের রচনা নয় আবার এর সম্পূর্ণ অংশ কোনও বাঁকুড়া-নিবাসী কবির একক রচনাও নয়। তাছাড়া, গ্রন্থের সমগ্র অংশকে পুরোপুরিভাবে প্রাচীন বলা যায় না; এর ভাষা অন্তত খ্রিষ্টীয় ১১দশ শতাব্দীর পরবর্তীকালীন। গ্রন্থটির ভাব বোঝা গেলেও সব শব্দের অর্থ বুঝতে পারা যায় না। যোগেশবাবুর মতে এর চারটি কারণ আছে- কবি অশিক্ষিত, লিপিকার অশিক্ষিত, শব্দ প্রাচীন এবং পুথিপাঠক সে ভাষায় ও বিষয়ে অনভিজ্ঞ। গ্রন্থের ৮৫পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মন্ত্রের অংশ যৎসামান্য রয়েছে, সমগ্র গ্রন্থমধ্যে দুটি স্থানে কেবল পূজা-পদ্ধতির লক্ষ্মণ দেখা যায়। এছাড়া অবশিষ্ট গ্রন্থের অধিকাংশই বাংলা পদ্য; সমস্ত পদগুলির শেষে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা যেমন আছে, তেমনই দুটি পদের মাথায় রাগের উল্লেখও দেখা যায়-

"অতএব জানিতেছি, (১)শূন্যপুরাণের অধিকাংশ গান বা ধর্মমঙ্গল, (২)রামাই পণ্ডিত গানের রচক, এবং(৩)তিনি অন্যের নিকট 'ভারতী শুনিয়া' গান রচিয়াছিলেন। গানকে পূজাপদ্ধতি বলা যায় না।"[৪]

সম্পাদক শ্রীবসু মহাশয়ের প্রতিযুক্তি হিসেবে এখানে বলা যায়, গাজনের পদ্ধতি আদ্যোপান্ত আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাবো যে সংস্কৃত মন্ত্রের বাহুল্য ছাড়াও বাংলাভাষায় পূজা-পদ্ধতি রচিত হতে পারে। ধর্মের গাজনকেও রাঢ়ে পূজা-পদ্ধতি হিসেবেই গ্রহণ করতে দেখা যায়। শূন্য-পুরাণও সেইরকম প্রথম থেকে ধর্মপূজার পদ্ধতিগ্রন্থ হিসেবেই পরিচিত ছিল, পরবর্তীকালে এর মধ্যে অন্যান্য বিষয় সংযোজন করে একে গানের উপযোগী করে তোলার উদ্দেশে দু'একটি রাগ-রাগিনী ব্যবহারের চেষ্টা দেখা গেলেও একে কখনোই সঙ্গীতগ্রন্থ বলা চলে না; ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এটি আজও সমানভাবে সমাদৃত।

গ্রন্থটির শব্দ ও বানান-প্রয়োগ দেখে যোগেশচন্দ্রের মনে হয়েছে এটি রাঢ়ের গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের রচনা। নিম্নবর্ণীয় গায়েনরা তৎকালীন সমাজে যেমন নিজেদের ভাষায় মঙ্গলগানের পালা লিখে রাখতেন, এও বাস্তবিক সেইরকম গানের পালাবিশেষ- 'বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য' কোনও আকরগ্রন্থ নয়। এটি পদ্ধতিগ্রন্থ নয়, বরং সঙ্গীতগ্রন্থ বলেই রচনার বহু স্থানে পুনরুক্তি-দোষ দেখতে পাওয়া যায়। কোনও একটি প্রাচীন পুথিকে অবলম্বন করে হয়তো বিভিন্ন গায়েনের মৌখিক রচনা এতে বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত হয়েছে। সম্ভবত, ময়নামতীর গানের উপাখ্যানই রূপান্তরিত হয়ে কালক্রমে রাঢ়ের শূন্য-পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের রানি মদনার কাহিনিতে পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও, ভাষাবিচারে যাবনিক শব্দের প্রয়োগ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, গ্রন্থরচনার উত্তরসীমা যদি সম্পাদকের যুক্তিমতো ধরে নিতে হয় খ্রিষ্টীয় ১১দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ, তবে পূর্বসীমায় আছে তুর্কি আক্রমণ-খ্রিষ্টীয় ১৩দশ শতাব্দী। যোগেশবাবুর এহেন যুক্তি সম্পাদকের মতের পরিপন্থী। শ্রীবসুর মতে, পুনরুক্তি-দোষ এ গ্রন্থের প্রাচীনতার লক্ষ্মণ। নানান সময়ে নানান স্থানের লোকভাষা এতে মিশে গেছে। সুপ্রাচীন গ্রন্থের ওপর কালক্রমে অনেকের হস্তক্ষেপ পড়েছিল, প্রাচীন বাংলাকে সময়োপযোগী করে নেওয়ার প্রচেষ্টায় মূলভাবটিকে বজায় রেখে বারংবার পরিমার্জন করা হয়েছে বলেই হয়তো ভাষাগত এই বিমিশ্রণ ও পুনরুক্তির বাহুল্য।

শূন্য-পুরাণমতে, পাঁচটি যুগে ধর্মঠাকুরের মোট পাঁচজন পণ্ডিত-যাজক আছেন বলে মনে করা হয়-সত্যযুগে সেতাই(শ্বেতকায়), ত্রেতাযুগে নীলাই(নীলকায়), দ্বাপরে কংসাই (পীতকায়), কলিযুগে রামাই(লোহিতকায়) এবং অনাগত যুগের যাজক হলেন গোসাঞি(শ্যামকায়)। পূজ্যপাদ শাস্ত্রীমহাশয় অবশ্য ধর্মগুরু রামাই-কেই এঁদের মধ্যে প্রধানতম বলে জানিয়েছেন। এখানে গোঁসাই পণ্ডিত-এর নাম দেখে যোগেশচন্দ্র তাঁকে চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালীন বলে মনে করেছেন, হয়তো তিনি প্রথমে বৈষ্ণব-গোস্বামী বা কোনও সংস্কৃত-পণ্ডিত ছিলেন বলেই তাঁর গোঁসাই নামকরণ। কাজেই, গ্রন্থের যে যে অংশে 'গোসাঞি' শব্দটি আছে, সেগুলি সুনিশ্চিতভাবে চৈতন্যোত্তর রচনা। কিন্তু নগেন্দ্রনাথবাবু এই পাঁচ পণ্ডিতের কল্পনাকে মহাযান-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্য পাঁচজন বোধিসত্ত্বের রূপক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধমতে স্বয়ম্ভূ আদিবুদ্ধের জ্যোতি থেকে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি-এই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ও পঞ্চবোধিসত্ত্বের আবির্ভাব, যাঁদের রূপ যথাক্রমে শ্বেত-নীল-পীত-লোহিত ও হরিৎবর্ণ। তিব্বতের দলাইলামা যেমন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের অবতার হিসেবে পরিচিত, সম্ভবত রামাই পণ্ডিতও নিজেকে সেইরূপে কল্পনা করতেন বলেই লোহিত বা তাম্রবর্ণ চিহ্নধারণ করতেন। আর শূন্যে বিরাজমান গোঁসাই পণ্ডিত এখানে বুদ্ধরূপী বৈরোচন বা নিরঞ্জন ধর্ম। রামাই পণ্ডিত এ গ্রন্থে যে ভারতী কীর্তন করেছেন, তা তিনি অন্য কোথাও শোনেন নি; তার একমাত্র উৎস- তাঁর জনকস্বরূপ স্বয়ং শ্রীধর্মনিরঞ্জন-উচ্চারিত বাণী। শূন্য-পুরাণে পণ্ডিতের আদিকথাতে তাই বলা হয়েছে-

স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে। // শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে।।

নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরে সমালোচক যোগেশচন্দ্রের বক্তব্যটিও যুক্তিযুক্ত- বৌদ্ধচৈত্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের স্থানে যদি সেতাই-নীলাই-কংসাই-রামাই-গোঁসাইরা বসে থাকেন, তাহলে রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্ব তো সম্পূর্ণই কাল্পনিক! সে যুক্তিতে ধর্মপূজার প্রচারক রামাই বা গোসাঞি কেউই ছিলেন না বলতে হয়। কিন্তু রামাইকে তো কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। উত্তরদ্বারে রামাই পণ্ডিতের অবস্থান, যে দ্বার গাজন দ্বার নামে পরিচিত; ধর্মের গাজন প্রবর্তন করেই 'পণ্ডিত পদ্ধতিকার' রামাই 'গাজনে পণ্ডিত রাম' নামে মধ্যরাঢ়ে পরিচিত হয়েছিলেন। চার দ্বারে চার পণ্ডিতের আসন নির্দিষ্ট, পঞ্চম দ্বারটি অনাগত শূন্যযুগের- এখানেই গোঁসাই পণ্ডিতের স্থান।

মল্লভূমের ময়নাপুর গ্রাম থেকে পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সংগৃহীত 'যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতি' অনুযায়ী আমরা রামাই পণ্ডিতের জন্ম ও বংশপরিচয় সম্পর্কে যেসব তথ্য পাই, তাতে দেখি- রামাই পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম কেশবতী এবং পুত্রের নাম ধর্মদাস। এখন কালানুক্রমে গোঁসাই পণ্ডিত যেহেতু রামাই-পরবর্তীকালীন ধর্মপণ্ডিত আর জীবনী অনুযায়ী যেহেতু রামাই-এর পরে তাঁর পুত্র ধর্মদাস পরম্পরাক্রমে পণ্ডিত-যাজকের পদ লাভ করেন, সেহেতু যোগেশচন্দ্রবাবু এই ধর্মদাস ও গোঁসাই পণ্ডিতকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করেছেন[৫] অন্য কোনও প্রমাণ ছাড়াই। সেইকারণেই হয়তো ১৩৩৬সালে 'শূন্য-পুরাণ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকীয়তে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইসমস্ত তার্কিক যুক্তিপ্রসঙ্গে বলবেন-

"যোগেশ-বাবুও এই-সব অভিমত প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করেন নাই। এক অনুমানকে অপর অনুমান দ্বারা খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন।"[৬]

শ্রীচারুচন্দ্রের যুক্তি অনুসারে, ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলের আত্মপরিচয় অংশে যেহেতু জানা যায় যে তিনি লাউসেন-পৌত্র ধর্মসেনের অনুরোধে ধর্মমঙ্গলগান রচনা করেছেন, সুতরাং ময়ূরভট্ট ছিলেন লাউসেন-পৌত্রের সমসাময়িক। অন্যদিকে রামাই পণ্ডিত আবার লাউসেনের সমসাময়িক, কারণ লাউসেন-মাতা রঞ্জাবতী পুত্রলাভেচ্ছায় রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে শালে ভর দিয়ে কঠোর তপশ্চর্যা করেছিলেন। সুতরাং ধারণা করা যায়, লাউসেন ও রামাই ময়ূরভট্টের অন্তত ১০০বছর পূর্ববর্তী। এখন সাহিত্যিক বিচারে দেখা যাচ্ছে, ময়ূরভট্টের পুথির ভাষা ও ছন্দ কৃত্তিবাস ও গুণরাজ খাঁ-র অনুরূপ অর্থাৎ আনুমানিক ১৫শতকের কাছাকাছি। সে হিসেবে রামাই-এর আবির্ভাবকাল কিছুতেই ১৪শতকের পূর্ববর্তী নয়। অধ্যাপক সুকুমার সেন বা ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা চারুচন্দ্রের গ্রন্থ-সম্পাদনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও এইবিষয়ে মননশীল বাকযুদ্ধের নিশ্চিত সমাধানের জন্য কোনও একটি বিশেষ মতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা বর্জন করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কাব্যরচয়িতা শ্রীরামাই-এর সময়কাল ও কবিপরিচয় সম্পর্কে ধারণালাভের পর এবারে চলে আসা যাক, আমাদের গবেষণাকর্মে গৃহীত পুথিটি থেকে প্রাপ্ত **পুথিপরিচয়** সম্পর্কিত তথ্যে। বর্তমানে

সম্পাদিত পুথিটি বিশ্বভারতীর লিপিকা পুথিশালায় সংরক্ষিত ১২৯সংখ্যক পুথি। পুথিটি তেরেটপাতায় লিখিত; শ্রীরামাই পণ্ডিতের ভণিতায় আদ্যন্ত একাধিক অনুলিপিকারের হস্তলিখিত একটি গুচ্ছবদ্ধ পুথিবিশেষ। পুথিটির বিভিন্ন অংশ তাই আনুমানিক পাঁচ-দশ বছরের কম-বেশি সময়ান্তরে লিখিত বলে আমাদের মনে হয়েছে। যেমন- সম্পাদিত পাঠে দুইবার দুইরকম কালজ্ঞাপক সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। জাজপুর অংশের আখ্যানভাগের পরিশেষে (৬৬ক পত্রে) রচনার সময়কাল উল্লিখিত রয়েছে এই বলে- ১১৬০সন, চৈত্র মাস, শুক্রবার জাজপুর পুস্তকলিখা সমাপ্ত অর্থাৎ ১১৬০+৫৯৪= ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু পুথির শেষপত্রের পুষ্পিকায় (৭৮ক পত্রে) উক্ত সময়কালটি হলো ১১৫১সন অর্থাৎ ১১৫১+৫৯৪= ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ। অধ্যায়ান্তে এই পুষ্পিকাটি সংযোজিত হলো (চিত্র- ১)। বলা যায়- ধর্মরাজের মহিমাজ্ঞাপক নানান উপাখ্যান ও ধর্মপূজার রীতি-নীতি, মন্ত্র-আচার সম্বলিত আধা-বাংলা, আধা-সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ পুথিখানি অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালীন সময়পর্বের টুকরো টুকরো রচনার সংকলন বিশেষ। শ্রীধর্মরাজের পূজাপাঠে সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ ও নিয়মকানুন অনুসরণের জন্য পূজক গোষ্ঠীর প্রত্যেকের কাছেই প্রায় অনুরূপ পুথির অনুলিপি থাকত। প্রাপ্ত পুথিটিও ধর্মপূজাবিধিবিধান সম্বলিত এমনই এক পুথিবিশেষ। শ্রী রামাই-এর জীবনকথার উল্লেখ কোথাও নেই, তাই একে শূন্য-পুরাণ-এর গ্রন্থ সম্পাদনা না বলাই শ্রেয়।

রচনাশৈলীর দিকে চোখ রাখলে একনজরে এর কিছু গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অন্যান্য সংস্কৃত পুরাণের মতো শ্রীধর্মপুরাণের এই সম্পাদিত পাঠেও সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা রয়েছে; শ্রীধর্মের দৈবমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশে রয়েছে টুকরো কিছু উপাখ্যানও- রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভ, মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠরোগমুক্তি, ধান্যের জন্ম ইত্যাদি। নিয়ম, বারব্রত, পার্বণ ইত্যাদি নিয়ে এমনভাবে পদগুলির সজ্জা, যেগুলি পুরাণকথা পাঠের মতোই ধর্মপূজার সময় আবৃত্তি করা যায়। আদ্যন্ত পুথি জুড়ে সংস্কৃত ও বাংলা পদের শেষে রামাই বা রাম পণ্ডিতের ভণিতা রয়েছে, যেমন- "শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী-সঙ্গীত", "রামাই পণ্ডিত ভনে", "রামাই পণ্ডিত রচিলেন গীত", "শ্রীধর্মচরণে গীত পণ্ডিত রামাই গা-এ" ইত্যাদি। কেবলমাত্র একটি পদের ভণিতায় দেখা গেছে- "গাইল দ্বিজ রামাঞি"- এটি একটি অসম্পূর্ণ পদ্য; এটি দেখে গায়ক রামাইকে 'দ্বিজ' প্রতিপন্ন করা অনুচিত। হয়তো পরবর্তী ধর্মমঙ্গলকবিদের মধ্যে কোনও

ব্রাহ্মণ গায়ক ছিলেন। কারণ যিনি তাম্রদীক্ষিত ধর্মপণ্ডিত, তিনি ধর্মের নিষ্ঠাবান সেবক হিসেবে নিজেকে দ্বিজোত্তম মনে করতেন অর্থাৎ সমাজে ব্রাহ্মণের ওপরে তাঁর স্থান। যোগেশচন্দ্রবাবুর মতে রামাই পণ্ডিত গ্রহবিপ্র ছিলেন, গ্রহাচার্যরা সূর্যোপাসক। এখনও বাঁকুড়ার জয়পুর থানার বিভিন্ন গ্রামে গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণেরা আছেন। রাঢ়বঙ্গে এককালে দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করতেন এই 'পঁড়িত'-বংশীয়রা, পৌরোহিত্যের পাশাপাশি গ্রামবাংলার মানুষের রোগনিরাময়েও এঁদের পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি ছিল। গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই গ্রহবিপ্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আলোচ্য অধ্যায়ে সম্পাদনাকর্মে গৃহীত পুথিটি সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্যবিচার, বহুমুখী গবেষণাপূর্ণ অভিনিবেশ ও তথ্যসন্নিবেশ প্রাগাধুনিক বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রায় অনালোচিত এই ধারাটির নিবিড় অনুসন্ধানে বিশেষ সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

চিত্র- ১

তথ্যসূত্র-

১. শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূরভট্ট-ধর্ম্মমঙ্গল, ভূমিকা, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা (সিরিজঃ২), জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, পৃষ্ঠাঃ (চ)

২. নগেন্দ্রনাথ বসু, 'শূন্যপুরাণ' সম্বন্ধে মন্তব্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৪, ১৩১৬

৩. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'শূন্য-পুরাণ'-২, সংস্করণ-১, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৮

৪. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শূন্যপুরাণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৪, ১৩১৬

৫. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ধর্মের গান কত কালের, প্রবাসী, সংখ্যাঃ ভাদ্র১৩৩৪, পৃষ্ঠাঃ৬৪৪

৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শূন্যপুরাণ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার [ভূমিকা], বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৩৬

তৃতীয় অধ্যায় :

শ্রীধর্মপুরাণের কাব্য-কথায় রামাই, ময়ূরভট্ট ও অন্যান্য কবির ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীধর্মপুরাণের কাব্য-কথায় রামাই, ময়ূরভট্ট ও অন্যান্য কবির ভূমিকা

শ্রীধর্মপুরাণের কাব্যকথার দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ রয়েছে- একটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা, অন্যটি লাউসেনের কথা। লাউসেন-কথা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের মুখ্য কাহিনি হিসেবে পরিচিতি পেলেও, তৎপূর্বে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্র-মদনার কাহিনিই এই কাব্যধারার মূল উপজীব্য ছিল। কবি ময়ূরভট্টকে আমরা বলতে পারি ধর্মায়ণের কাহিনিকথা তথা ধর্মমঙ্গল-সঙ্গীতের আদ্য-কবি। তিনিই সর্বপ্রথম লাউসেনের পালা রচনা করেছিলেন; পরবর্তী ধর্মমঙ্গলকবিরা ময়ূরভট্টের অনুসরণেই ধর্মমাহাত্ম্যগাথা রচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের কাহিনির নায়ক নিঃসন্দেহে ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ যেহেতু ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি ও মন্ত্রাচারসমূহের আদিগ্রন্থ হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল, তাই ধর্মপূজাবিধিবিধানে হরিশ্চন্দ্র ও মদনার কাহিনির আংশিক ছায়াপাত ঘটেছে। রামাই এই পূজার আদি-পুরোহিত, তাঁর প্রবর্তিত বিশেষ পূজাবিধিই পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যরা অনুসরণ করেছিলেন। কালান্তরে এই ধর্মপূজক-শিষ্যদের মুখে মুখে প্রচারিত নানান পাঁচালি বা ধর্মমাহাত্ম্যসূচক লৌকিক ছড়া পূজানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে নানান সময়ে হয়তো হরিশ্চন্দ্র আখ্যানের মতোই রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত হয়ে গেছে।

মঙ্গলসাহিত্যের অন্যান্য লোকায়ত দেব-দেবীরা যেমন পৌরাণিক স্বীকৃতি ও আভিজাত্য লাভ করে বাঙালি হিন্দুর পূজ্য দেবতা হয়ে উঠেছিলেন, শ্রীধর্মরাজও তেমনই আর্যীকরণের ফলে মঙ্গলপাঁচালির আরাধ্য দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। রাঢ়বাংলার এই সবচেয়ে জনপ্রিয় লৌকিক পুরুষদেবতাটিকে নিয়ে মঙ্গলকাব্যের ধর্মসাহিত্যধারায় মোট তিনপ্রকার গ্রন্থরচনা হয়েছিল- একটি হলো ধর্মপূজার বিধিবিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ, যা অন্য কোনও মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়না; ধর্মপূজার মন্ত্র, দিন-ক্ষণ-তিথি, রীতি-নিয়ম, বিশেষ উপাচার পদ্ধতি সম্পর্কিত শাস্ত্রকথা। দ্বিতীয়টি হলো কবিপরিচয়, বিশ্বসৃষ্টিকথা, পূজারী ও পূজাসংলগ্ন নানান দৈবী উপকথা এবং ধর্মপূজার ইতিবৃত্ত সম্পর্কিত শূন্যপুরাণ; মঙ্গলকাব্যের প্যাটার্ন অনুযায়ী এর রচনারীতি। উক্ত দুই প্রকার রচনাই আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের

নামে প্রচলিত। আর তৃতীয়টি হলো ধর্মমাহাত্ম্যকথা তথা ধর্মরাজের বরপুষ্ট নায়ক লাউসেনের কাহিনি। বিষয়বস্তুর দিকে চোখ রাখলে আমাদের বর্তমান আলোচ্য ধর্মপূজাবিধিবিধানের পর্যালোচনায় দেখতে পাবো- সৃষ্টিপত্তন, বারোমাসি, শূন্যবাদ, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপূজাবিধান, পুষ্পাঞ্জলি, হোম-যজ্ঞ, ধর্মপ্রণাম প্রভৃতি নানান ছোটো ছোটো পর্যায়ে ধর্ম-দর্শন-তত্ত্ব ও পুরাণের ভাবসম্পদ এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। টুকরো টুকরো পর্বে বিন্যস্ত ধর্মঠাকুরের এই বন্দনাগানকে হাকন্দপুরাণ, আদিপুরাণ, আগমপুরাণ, অনিলপুরাণ, শ্রীধর্ম্মপুরাণ ইত্যাদি নানান নামে অভিহিত করেছেন ধর্মমঙ্গলের কবিরা।

আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আমরা শূন্যপুরাণ ও ধর্মসাহিত্যকথার দুটি ভিন্নধারার রচনারীতির স্রষ্টা যথাক্রমে ধর্মগুরু শ্রীরামাই পণ্ডিত ও কবি ময়ূরভট্টের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করবো-

রামাই পণ্ডিত- ধর্মপূজার্চনার আদিগুরু রামাইকে যাঁরা পাঁচটি যুগে ধর্মরাজের পঞ্চপণ্ডিত-যাজকের অন্যতম [কলিযুগের লোহিতকায় রূপধারী অবতার] যুগাবতাররূপে বন্দনা করেছেন, তাঁরা নানান লৌকিক কল্পকাহিনির আড়ালে তাঁর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছেন। কিন্তু বাস্তবে নানান ঐতিহাসিক সূত্র থেকে ব্যক্তি রামাই-এর জীবৎকাল নির্ণয় করার প্রচেষ্টাও করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত-গবেষকরা। সকল প্রাপ্ততথ্যের নিরিখে রামাইকে আনুমানিক নয় থেকে চোদ্দ শতকের মধ্যবর্তী [৬০০বছর সময়পর্বের] কোনও একসময়ের ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নেওয়া চলে।

আচার্য দীনেশ্চন্দ্র সেন শাস্ত্রীমশাইকে অনুসরণ করেই রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিক সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন-

> "বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্মপূজার প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্মপালের সময় বর্তমান ছিলেন।"[১]

ঐতিহাসিক বিচারে প্রাচীন খোদিত লিপি ও নানান গ্রন্থে একাধিক ধর্মপালের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহলে, রামাই পণ্ডিত কোন ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন? পালরাজাদের তাম্রশাসন অনুযায়ী, গোপালের পর মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র **১ম** ধর্মপাল, তিনি আনুমানিক ৭৮৫ থেকে ৮৩০ খ্রি. পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজ্যশাসন করেছিলেন। এর প্রায় ২০০বছর পর ২য় ধর্মপালের রাজত্বকাল। আবার ইতিহাস বলছেন, রংপুর জেলার ডিমলা থানার অন্তর্গত ধর্মপুরে এক ধর্মপাল রাজত্ব করতেন, তাঁর পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক কালপঞ্জিকে সামনে রেখে যুক্তিগ্রাহ্য খুঁটিনাটি তথ্যবিচারে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন শূন্য-পুরাণের প্রথম সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর গ্রন্থসম্পাদকীয়তে[২]। একথা স্পষ্ট যে প্রথাগত ধর্মসাহিত্যের সঙ্গে রামাই-এর যোগ কোনোদিনই ছিল না। তবে রামাই-এর সমসময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনিটি সর্বপ্রথম কীর্তিত হতে শুরু করে বলেই হয়তো ধর্মগুরু রামাই-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ও মদনার কাহিনির ছিন্নসূত্র রয়ে গেছে। এছাড়া শূন্যপুরাণের কবিকথায় রামাইয়ের জন্মবৃত্তান্ত ও বংশপরিচয় আলোচনাসূত্রে প্রথম অধ্যায়েই তাম্রদীক্ষালাভের ফলে তাঁর ধর্মপণ্ডিত হয়ে ওঠার আখ্যান আমরা বিশদে আলোচনা করেছি।

ময়ূরভট্ট- ধর্মমঙ্গলের প্রায় সকল কবিই লাউসেনের বীরত্বগাথা রচনা করতে গিয়ে ধর্মায়ণের আদিকবি হিসেবে যাঁর বন্দনা করেছেন, তিনি হলেন দ্বিজ ময়ূরভট্ট। ব্রাহ্মণকবিদের মধ্যে তিনিই ধর্মমঙ্গলগান রচনার পথপ্রদর্শক, তাঁর কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ'। ময়ূরভট্টের আনুমানিক সময়কাল চোদ্দ-পনেরো শতক বলা চলে, কিন্তু ময়ূরভট্টের কাব্যের কোনও প্রামাণিক পুথি পাওয়া যায়না। শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে (১৩১০সালে রচিত) 'ময়ূরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা যে আদৌ ময়ূরভট্টের রচনা নয়, বরং ১৮দশ শতকের কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা- এ সত্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বা পঞ্চানন মণ্ডলের মতো পণ্ডিতেরা নানান তথ্যসূত্র দিয়ে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন[৩]। আসলে আদিকবি ময়ূরভট্টের কোনও রচনা হয়তো অনুজ কবিরা দেখেননি, কিন্তু পূর্বশ্রুত ধারার পুনরাবৃত্তি হিসেবে সকলেই কাব্যারম্ভে তাঁকে আদিকবি হিসেবে স্মরণ করেছেন। এরপর ১৯৭৪সালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

কয়াল ও শ্রীমতি চিত্রা দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় ময়ূরভট্টের একক ভণিতাযুক্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি খণ্ডিত পুথি প্রকাশ পায়; এটিই যে মূল, আদি এবং সুপ্রাচীন ময়ূরভট্টের প্রামাণ্য কাব্য, সম্পাদকদ্বয় তা প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন[৪]।

এখন বিভিন্ন সময়ের অনুজ ধর্মমঙ্গল-কবিদের কাব্যকথায় আদ্যকবি ময়ূরভট্টের প্রশস্তি সম্পর্কে আমরা চোখ রাখবো-

১. রূপরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৬শতক)

ক] ময়ূর ভট্ট কৃপান্বিত হৈল করতার।
মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার।।

খ] ময়ূর ভট্টের পদ মনে অনুমানি।

২. মাণিকরাম গাঙ্গুলি (আনু. ১৬ মতান্তরে ১৮-শতক)

ক] বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল।।

খ] বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান।।

৩. সীতারাম দাস (আনু. ১৭শতক)

ক] ময়ূর ভট্টকে   বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাসে গায়।।

খ] ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।

গ] ময়ূর ভট্ট দ্বিজবর যোগে নিরমল।
প্রকাশ করেন যেবা ধর্মের মঙ্গল।।

৪. শ্রীশ্যাম পণ্ডিত (আনু. ১৭শতক)

ক] ময়ূরভট্ট দ্বিজবরে   বিনয় করিয়া তারে

পুন রচে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত।।

৫. গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (আনু. ১৮শতক)

ক] আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।

রচিল পয়ার ছন্দে অনাদ্যের গীত।।

ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল।

রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল।।

৬. ঘনরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৮শতক)

ক] হাকন্দ পুরাণ মতে   ময়ূরভট্টের পথে

জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।

খ] ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।

গ] স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।

ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্যকবি।।

রামাই পণ্ডিত এবং ময়ূরভট্ট সম্পর্কিত আলোচনার পর এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা সংক্ষেপে দেখে নেবো ধর্মসাহিত্যকথায় অন্যান্য মঙ্গলকবিদের অবদান প্রসঙ্গটি-

১] আদি রূপরাম- কবি ময়ূরভট্টের পর সম্ভবত খ্রিষ্টীয় ১৫শতকে আদি রূপরামই সর্বপ্রথম ধর্মমঙ্গলগান রচনা করেছিলেন। যদিও তাঁর ‘ধর্মপাঁচালী’র কোনও পুথি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তাই তাঁর প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও আমরা নিঃসংশয় হতে পারিনা। কিন্তু কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলির রচনায় ময়ূরভট্টের পাশাপাশি সমসাময়িক এই রূপরামের নামোল্লেখ দেখা যায়; মাণিকরাম এঁকে আদি রূপরাম নামে চিহ্নিত করেছেন। তবে ‘বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম’-পদে মাণিকরাম যে ইত্যাদি-অর্থে

রূপরাম-আদি কবিদের স্মরণ করেছেন, আচার্য সুকুমার সেনের এমন দাবিও অসমীচীন নয়। কারণ ধর্মমঙ্গলকাব্যধারায় রূপরাম নামে দ্বিতীয় কোনও কবির সন্ধান পাওয়া যায়নি; রূপরামের ভণিতায় এযাবৎ যেসমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি সবই পরবর্তীকালের এক এবং অদ্বিতীয় ধর্মমঙ্গলকবি রূপরাম চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে হয়---তবু এমনটাও ঘটতে পারে যে নামসাদৃশ্যহেতু আদি রূপরামের রচনার কিছু অংশ হয়তো পরবর্তী কবির রচনায় স্থান পেয়েছে! তাই বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে আদি রূপরামের কাব্যপরিচয় উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।

২] খেলারাম চক্রবর্তী- আদি রূপরামের পর প্রাচীনতার নিরিখে সম্ভবত আসে খেলারামের নাম। পরবর্তী কোনও কবির রচনায় তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও, তাঁর কাব্যের রচনাকাল নির্দেশক পুষ্পিকাটি থেকেই তাঁর সময়কাল সম্পর্কে অনুমান করা যায়। হারাধন দত্ত বা নগেন্দ্রনাথ বসু খেলারামের বেশ কিছু পুথি দেখেছিলেন, কিন্তু কালের গর্ভে সব পুথিই আজ নিরুদ্দেশ। হারাধনবাবুর দেখা পুথিটিতে কবির স্বহস্তলিখিত একটি পদ পাওয়া গেছে, যেটি থেকে আমরা তাঁর সময়কাল সম্পর্কে ধারণালাভ করতে পারি-

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।।

ভুবন অর্থে চতুর্দশ আর বায়ু ঊনপঞ্চাশ; সুতরাং ১৪৪৯শক অর্থাৎ ১৫২৭-২৮খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কবি তাঁর কাব্যরচনা আরম্ভ করেছিলেন।

৩] মাণিকরাম গাঙ্গুলি- সময়পর্বের হিসেবে এরপরেই আসে মাণিকরাম গাঙ্গুলির নাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০সালে মাণিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যরচনাকাল নিয়ে বিদগ্ধমহলে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। মুদ্রিত গ্রন্থে তাঁর রচনার সমাপ্তিকাল নির্দেশক পদটির পাঠান্তর থেকে লিপিকর প্রমাদজনিত এই বিভ্রান্তির জন্ম; স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বা আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখরা গ্রন্থের ভাষা, বংশলতা বা প্রাচীন পঞ্জিকার হিসেব মিলিয়ে তাঁকে আনুমানিক ১৬(মতান্তরে ১৮)শতকের মধ্যবর্তীকালীন বলে দাবি করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বা

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতো গবেষকরাও ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিতে মাণিকরামের সময়কাল নিরূপণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মাণিকরামের কাব্য অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের মতোই ২৪টি পালায় সম্পূর্ণ। প্রথমে স্থাপনা পালায় গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, ধর্মের বন্দনা, মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজার কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে এবং পরবর্তী ২৩টি পালায় নায়ক লাউসেনের বীরত্বগাথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীনত্বের কারণে কয়েকটি স্থানে কাব্যকাহিনির স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে, যেমন আগেই বলেছি আমরা যে মার্কণ্ড মুনির কথা প্রাচীনতর ধর্মসাহিত্যের উপজীব্য ছিল। আবার গৌণ চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেও পরবর্তী কবিদের সঙ্গে মাণিকরামের দুস্তর সময়-ব্যবধান স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪] রূপরাম চক্রবর্তী- মাণিকরামের সমসাময়িককালেই সম্ভবত রূপরাম চক্রবর্তীর আবির্ভাব, কারণ মাণিকরামের কাব্যের কয়েকবছর পরেই আনুমানিক **১৬**শতকে রূপরামের কাব্যটি রচিত হয়। তবে বিভিন্ন পুথিতে পুষ্পিকার পাঠান্তরের কারণে শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল অথবা সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কালনির্ণয়ের মধ্যে (মতান্তরে আনু. ১৭শতকের মধ্যপর্ব) মতানৈক্য দেখা যায়। রূপরামের কাব্যের বিপুল প্রচারের কারণে ভাষাবিচারে তাঁর সুনির্দিষ্ট কালনিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তবে মাণিকরাম গাঙ্গুলি এবং রূপরামের কাব্যের বেশ কিছু অংশে হুবহু আক্ষরিক মিল দেখা যায়; এক্ষেত্রে উভয়েরই আদর্শ কবি আদি রূপরাম কিনা প্রশ্ন জাগে। ইছাইবধ পালাটি দেখেও সন্দেহ জাগে হয়তো উভয় সমসাময়িক কবিই ময়ূরভট্টকে আত্মসাৎ করে কাব্যরচনা করেছেন; আদি রূপরাম বা ময়ূরভট্টের পুথি আবিষ্কৃত না হলে এ ধোঁয়াশা কাটবে না।

একথা সত্য যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের যে বিচিত্র কাহিনি সম্ভার, তা বহুলাংশেই রূপরামের কল্পনাপ্রসূত। তাঁর কাহিনিবয়নে আছে যেমন অপরিসীম এক মহাকাব্যিক বিশালতা, স্বর্গে-মর্ত্যে অবাধ মেশামেশি---তেমনই তার পরতে পরতে রয়েছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বিশদ প্রতিফলন। রূপকথাধর্মিতা বা অলৌকিক উপাদানের আতিশয্য কিছু পরিমাণে দেখা গেলেও অখণ্ড সমগ্রতায় ও একতায় একটা সাম্যাবস্থা বজায় থেকেছে, কখনোই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। গৌড়েশ্বর, রঞ্জাবতী এবং

কর্পূর চরিত্র তিনটি তাঁর কাব্যে সবচেয়ে জীবন্তরূপে ধরা দিয়েছে নিঃসন্দেহে। এছাড়া বীররসাত্মক যুদ্ধপ্রসঙ্গ থেকে কোমল হাস্যরস- সবরকম বর্ণনাতেই কবি স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবির আত্মকথাটিও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের আত্মকাহিনির সঙ্গে রূপরামের তুলনা টেনে সুখময়বাবু দেখিয়েছেন, কৃত্তিবাসের আত্মকথা যেমন অজস্র তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, মুকুন্দের রচনাকে বলা যেতে পারে দুঃখ-যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী ব্যঞ্জনাগর্ভ বহিঃপ্রকাশ। আর-

"এঁদের আত্মকাহিনীকে যদি সাগরের সঙ্গে তুলনা করি, রূপরামের আত্মকাহিনীকে তুলনা করতে হবে একটি নিটোল শিশিরবিন্দুর সঙ্গে।"[৫]

৫] শ্যাম পণ্ডিত- শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের বীরভূম অঞ্চলে মূলত প্রচলিত ছিল। এই কবি রচিত একটিমাত্র অসম্পূর্ণ পুথির বিষয়ে জানা যায়। ১৬২৫শকে অর্থাৎ ১৭০৩-০৪সালে অনুলিপিকৃত বিশ্বভারতী-সংগৃহীত এই ধর্মমঙ্গল পুথিটির(নং ৪০৮)প্রথমাংশে শ্যাম পণ্ডিতের ভণিতা মেলে মাত্র। পুথিতে কবিপরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায়না, তবে উপাধি দেখে মনে করা হয় তিনি ধর্মপূজক ছিলেন- ধর্মদাস হিসেবে ভণিতায় কবির উল্লেখও পাওয়া যায়। আবার এও হতে পারে, এই ধর্মদাস পৃথক কোনও ব্যক্তি। স্থানীয় জনশ্রুতি-নির্ভর কাহিনির বয়ন, বীরভূম অঞ্চলকেন্দ্রিক কাব্যের ঘটনাস্থান। কবিত্বশক্তি উচ্চাঙ্গের বলা চলে না, দেবতাই মহিমান্বিত হয়েছেন আদ্যন্ত। শ্যাম পণ্ডিতের একাব্যের নাম 'নিরঞ্জন-মঙ্গল'-

নিরঞ্জন-মঙ্গলের অপূর্ব বন্দনা।
আদর করিয়া ভাই শুন সর্বজনা।।

৬] সীতারাম দাস- সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সন্ধিক্ষণের কবি সীতারাম দাস। ১৬৯৮-৯৯সাল নাগাদ ধর্মমঙ্গল এবং ১৭০৮-০৯সাল নাগাদ মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন তিনি। বিস্তৃত বংশপরিচয় ও আত্মবিবরণ কবির কাব্যের অন্যতম সম্পদ বলা চলে। তিনি বাঁকুড়া অঞ্চলের কবি, বর্ণে কায়স্থ। পিতৃমাতৃকুলের সবিশেষ বংশলতিকা, গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর কথা, দেবী ভবানীর স্বপ্নাদেশে ধর্মনিরঞ্জনের

সংকীর্তনের আদেশলাভ এবং তারপর জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় সন্ন্যাসীবেশী শ্রীধর্মরাজের সাক্ষাৎলাভ তাঁর কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে বর্ণিত হয়েছে। রচনারীতি সরল, পাণ্ডিত্য ও আলংকারিক পারিপাট্যবর্জিত, অনেকখানি প্রাচীন পাঁচালির লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে; কাহিনি বা চরিত্রের উত্থান-পতনও গতানুগতিক ধাঁচে সাবলীলভাবে এগিয়েছে।

৭] রাজারাম দাস- চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণার শিখরবালি গ্রামের অধিবাসী কবি রাজারাম দাস। কাব্যে তাঁর দীর্ঘ আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থরচনাকাল- 'পক্ষ পক্ষ রস মহী শক সম্বৎসর' অর্থাৎ ১৬২২শকে বা ১৭০০খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কাব্যটির আদ্যন্ত খণ্ডিত একখানি পুথি শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার কয়াল সংগ্রহ করেছিলেন-- যেটিকে কেবলমাত্র হরিশ্চন্দ্র পালার পুথি বলা চলে এবং এই পালাটিকেই কাব্যে 'জাগরণ পালা' বলা হয়েছে। প্রচলিত হরিশ্চন্দ্র পালার সঙ্গে রাজারামের রচনার বিশেষ মিল নেই। ভক্ত লুইচন্দ্রের বিপদের সময় আতুরমূর্তিতে ধর্মরাজ তাকে দর্শন দিয়েছেন একাব্যে। যদিও ধর্মমঙ্গল কাব্যের জাগরণ পালা বলতে মূলত পশ্চিমোদয় পালাকেই বোঝায়, তবু কবি হয়তো এই একটি পালাই রচনা করেছিলেন বলে একেই জাগরণ পালা বলে নির্দেশ করেছেন। হরিশ্চন্দ্র পালা ধর্মসাহিত্যের প্রাচীনতম কাহিনি, তাই আমাদের মনে হয় কবি হয়তো প্রাচীনতারই অনুগামী ছিলেন। তবে কাহিনির রূপকথাধর্মী বয়নে বেশ অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথাগত ঐতিহ্যচ্যুত অসম্পূর্ণ রচনা হলেও এই কাব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ ভাগীরথীর পূর্বতীরে রচিত হয়েছিল যে গুটিকয়েক ধর্মমঙ্গল কাব্য, রাজারামের কাব্য তাদের মধ্যে অন্যতম।

৮] রামদাস আদক- রামদাস আদকের কাব্যের নাম 'অনাদি-মঙ্গল'; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩৪৫বঙ্গাব্দে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন বলবেন-

"ইহার বারো আনাই রূপরামের পুঁথির বস্তু, শুধু ভণিতা রামদাসের"[৬]।

কাব্য-সম্পাদনায় বসন্তবাবু কোনও পুথির উল্লেখ করেননি, কাব্যরচনাকাল হিসেবে জানিয়েছেন ১৫৮৪শক অর্থাৎ ১৬৬২সালের ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির কথা। রামদাসের বংশধরদের বাড়ি থেকে তাঁর রচিত নানান পালার পুথি পাওয়া গেছে বিচ্ছিন্নভাবে। প্রত্যেক পালার আলাদা আলাদা

ক্রমিকসংখ্যা। আত্মকথার শেষাংশ খণ্ডিত। কাব্যের ভাবে ও ভাষায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নেই। রূপরাম এবং রামদাস প্রায় সমসাময়িক হওয়ায় উভয়ের রচনার কালক্রম নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কবি কৈবর্ত-বংশীয়, হুগলী জেলায় তাঁর আদিনিবাস। কাব্যে তিনি যে রাজা প্রতাপনারায়ণের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ; এখান থেকেই তাঁর সময়কাল সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কাব্যে জানা যায়- যখন শাসকের অত্যাচারে ও ঋণভারে জর্জরিত হয়ে ভাগ্যের পরিহাসে কবি গৃহত্যাগী, পলাতক, নিদারুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও অসহায়, তখন দিব্যকান্তিরূপে স্বয়ং ধর্মরাজ (ঝাড়গ্রামের কালুরায়)পিপাসার্ত কবিকে জল্ পান করিয়ে সুস্থ করে তোলেন এবং আত্মপরিচয় দিয়ে কাব্যরচনার আদেশ দেন।

৯] যাদুনাথ বা যাদব পণ্ডিত- যাদবরাম নাথ বা যাদুনাথ একখানি ধর্মপুরাণ রচনা করেছিলেন, যেটি প্রকাশ পায় ১৯৫৮সালে বিশ্বভারতী ‘সাহিত্য প্রকাশিকা’র ৩য় খণ্ডে। কাব্যের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র হরিশ্চন্দ্র-মদনার কাহিনি, তারপরেই ‘জাগরণ সমাপ্ত’ এবং কাব্যটিও শেষ। এখানে লক্ষণীয়- যাদুনাথের কাব্যে আদিকবি হিসেবে কোথাও ময়ূরভট্টের উল্লেখ নেই, পরিবর্তে ধর্মমঙ্গলের স্রষ্টা হিসেবে রয়েছে রামাঞি পণ্ডিতের প্রশস্তি। তাঁর ধর্মপুরাণের সম্পাদক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল। অধ্যাপক মণ্ডল ছাড়াও সুকুমার সেন বা সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত-গবেষকরা নানান তথ্য-প্রমাণ-সূত্র ও কবিকৃত ভণিতা থেকে তাঁর কাব্যরচনাকাল নির্ণায়নে প্রয়াসী হয়েছেন(১৫৯১ মতান্তরে ১৬৯১খ্রিষ্টাব্দ)।

১০] ঘনরাম চক্রবর্তী- সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ ধর্মমঙ্গল রচয়িতা হলেন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। অখণ্ড পুথির সন্ধান পাওয়া না গেলেও বিপুল প্রচারের জন্য তাঁর কাব্যেরই সর্বাধিক সংস্করণ প্রকাশিত। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে তাঁর রচনাকাল নির্দেশক হেঁয়ালিটি পাওয়া যায়-

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।।
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।

সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।

যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।।

সুতরাং, ১৬৩৩শক অথবা ১৭১১-১২সালের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে কাব্যরচনা সমাপ্তির ইঙ্গিত স্পষ্ট। বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। বংশপরিচয় পাওয়া যায় সবিস্তারে। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র সম্ভবত তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন, কৃতজ্ঞতাবশে কাব্যে তাঁর কল্যাণকামনা করেছেন ঘনরাম; কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো সভাকবি হওয়ার সৌভাগ্য হয়তো ঘনরামের হয়নি- তাই রাজাদেশে কাব্যরচনার কোনও উল্লেখও কাব্যে পাওয়া যায়না। বরং কাব্যরচনার মূলে টোলের অধ্যাপক শিক্ষাগুরুর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার কাব্যে উচ্চারণ করেছেন কবি। তাঁর কৃপা ও আদেশই কবির কাছে দৈবাদেশতুল্য, তাই অন্য কোনও দেবতার স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গও কাব্যে উল্লিখিত হয়নি। কোনও রাজা নয়, পরিবর্তে এই গুরুই তাঁকে ‘কবিরত্ন’ উপাধি দিয়েছিলেন-

নিজ গুণে করি যত্ন   নাম দিলা কবিরত্ন

কৃপাময় করুণা-আধান।।

ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর কাব্যের নায়ক লাউসেন চরিত্রায়নে সেই প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বভাবকবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের সার্থক মেলবন্ধন তাঁর কাব্যকে অনন্যতা দান করেছে; কাব্যের ভাষা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, মার্জিত এবং আলংকারিক গুণান্বিত। ছন্দোরীতির বৈচিত্র্য, অনুপ্রাস-প্রয়োগ, প্রবচনের ব্যবহার, চরিত্রায়নে অভিনবত্ব, পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ ইত্যাদি বিষয়ে ভারতচন্দ্রের পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন ঘনরাম নিঃসন্দেহে। বাংলার সাংসারিক জীবনচিত্র বর্ণনায় যে সুগভীর জীবনবোধ, সমাজ-বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নিপুণ দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঘনরাম সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

১১] প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়- দ্বিজ প্রভুরাম নামে একজন কবির ভণিতাযুক্ত একটি ধর্মমঙ্গলের পুথি পাওয়া যায়, যদিও সমগ্র কাব্যটি পাওয়া যায়নি- মুদ্রিত আকারে প্রকাশও পায়নি। আনুমানিক ১৬৬৬খ্রিষ্টাব্দে পুথিটি অনুলিখিত, কোনও কোনও অংশের অনুলিখনকাল আবার ১৭১০নাগাদ। সংক্ষিপ্ত

বংশপরিচয়ের পরেই কবি ভণিতায় এবং গ্রন্থসমাপ্তিতেও বারবার নিজেকে ক্ষুদি রায়ের(ধর্মঠাকুর)সেবক বলেছেন। মল্লরাজ গোপালসিংহের রাজত্বকালে তাঁর পাঁচালি রচনা; দ্বিজ রামচন্দ্র এবং প্রভুরাম প্রায় সমসাময়িক। মল্লভূমের আলিগচিন্যা গ্রামে কৃষক ব্রাহ্মণ পরিবারে কবির জন্ম এবং নিরঞ্জনের স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা।

১২] রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চামোট গ্রামনিবাসী কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে দ্বিজ রামচন্দ্রও মল্লরাজ গোপালসিংহের আমলে অনাদ্যমঙ্গল রচনা করেছেন(১০৩৮মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭৩২-৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর কয়েকটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। অত্যন্ত সাধারণভাবে সহজ সরল পাঁচালির ভঙ্গিতে কাহিনির বর্ণনা; মার্জিত ভাষাপ্রয়োগ, চিন্তাভাবনা তত্ত্বঘেঁষা। কবিত্বের তুলনায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর তাঁর কাব্যকে কোনও বিশেষত্ব দিতে পারেনি। গোকুলনগরের ধর্মরাজ শঙ্খাসুরের কৃপায় তাঁর একাব্য রচনা। পুস্তকাকারে যদিও কাব্যটি প্রকাশিত হয়নি; 'সাহিত্য সংহিতা' ৮ম খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে কানাড়ার সম্বন্ধ পালা পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর কাব্যের প্রথম গায়েন হলেন আনন্দ পণ্ডিত।

১৩] নরসিংহ বসু- নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল আজও অপ্রকাশিত। কাব্যে তিনি যে আত্মকথা লিখেছেন, তাতে কবিপরিচয় ছাড়াও তৎকালীন জীবনযাপনের ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায়। কীর্তিচন্দ্র রায়ের আমলে কবির পিতৃপুরুষের নিবাস বর্ধমান জেলায় হলেও শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর ভাগ্যান্বেষণে নানা দেশে রোজগারের আশায় কবিকে ঘুরতে হয়েছে। নানান ভাষায় পারদর্শী নরসিংহ বিদ্যাবুদ্ধিবলে অবশেষে বীরভূম জেলার তৎকালীন নবাব আসফউল্লাহ্ খানের দরবারে উকিলের পদ পেয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে নিঃসন্দেহে এটি সম্মানযোগ্য উচ্চপদ। ফলে নওয়াব দরবারে সামন্তদের প্রতাপ, রাজস্ব দাখিলের কঠিন নিয়ম, জমিদার ও প্রজাদের অবস্থান এসবকিছুর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস কবির কাব্যের অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীবেশী অনাদ্যের আজ্ঞায় তাঁর কাব্যরচনা। কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন-'শক শশীপিঠে ঋতু ভুবনেতে রস' অর্থাৎ ১৬৩৬শক বা ১৭১৪খ্রিষ্টাব্দ। সংস্কৃত, পারসী, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি নানান ভাষায় বিশেষ জ্ঞানার্জন করলেও সুবৃহৎ

কাব্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করেননি কবি। সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি, মার্জিত শব্দচয়ন তাঁর কাব্যকে শিল্পগুণান্বিত করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পবিত্রভূমি চাঁপাই-এর বিষয়ে কৌতুককর কাহিনি একাব্যে সংযোজন করেছেন কবি।

১৪] সহদেব চক্রবর্তী- সহদেব চক্রবর্তী কালুরায়(ধর্মরাজ)-এর স্বপ্নাদেশে **১১৪১**বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র অর্থাৎ **১৭৩৫**সাল নাগাদ ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনা শুরু করেন বলে লিখেছেন। তাঁর কাব্যটির নাম অনিলপুরাণ-

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব তপফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে।।
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলে যুগপতি।।

হুগলী জেলার বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে কবি সহদেব ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সহদেবের ধর্মমঙ্গলে কিন্তু লাউসেনের কাহিনি অনুপস্থিত। প্রাচীনতর ধর্মসাহিত্যের বৈচিত্র্যময় উপাদানগুলি বরং তাঁর কাব্যে দেখা যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর পুত্র লুইচন্দ্রের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই লৌকিক শিবের প্রাচীন কাহিনি, পৌরাণিক শিবকথা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধাচার্যদের জীবনকথা, এমনকি পৌরাণিক দেব-দেবীদের নানান উপকথা তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। নাথসাহিত্যের প্রভাব তাঁর কাব্যে স্পষ্ট; সামগ্রিকভাবে কাব্যকথা বিচার করার উপায় নেই বললেই চলে কারণ কিছু স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে কাব্য-অবয়বে। ঘটনা সন্নিবেশের ধারাবাহিকতা, চরিত্রায়ন এসব গুরুত্ব না পেয়ে অসংলগ্ন কিছু উপকরণ সংকলনের চেষ্টা করা হয়েছে বলা চলে।

তবে সহদেবের রচনার অন্যতম বিশেষত্ব ছিল তাঁর সহজ সরল মর্মস্পর্শী কাব্যভাষাপ্রয়োগ। সে ভাষা স্বভাবকবিত্বের আতিশয্যে অনেকাংশেই গ্রাম্যতা দোষে-দুষ্ট; তবে আদ্যন্ত পণ্ডিতি মার্জিতভাষা না হলেও বৈষ্ণব কবিতার মতো সরস ভঙ্গিতে কাব্য গতি পেয়েছে।

১৫] গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়- দ্বিজ গোবিন্দের কাব্যের জাগরণ পালার একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথিসংখ্যা ৫৩৫); এর কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম খণ্ডে প্রকাশও পেয়েছে ১৯১৪সাল নাগাদ। ধর্মকে তিনি 'সবিতা' বলে বন্দনা করেছেন। কিন্তু কবিপরিচয় বা রচনাকাল সম্পর্কে কোনও উল্লেখ তাঁর কাব্যে মেলেনি। তাই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে ১৫দশ শতকের মানুষ বলে দাবী করলেও, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ১৭-১৮দশ শতকের কবি বলে মনে করেছেন; সুনিশ্চিত কালনিরূপণ সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর রচনাশৈলীতে প্রাচীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। ১৮দশ শতকের কোনও কবির প্রভাব, ভাষাপ্রয়োগ বা চরিত্রায়নে আধুনিক পারিপাট্য তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। পরিবর্তে লক্ষ করা যায় গ্রাম্যতা, স্বভাব-সারল্য, সাবলীল পরিবেশনভঙ্গি। সুদীর্ঘ বন্দনায় কবি ময়ূরভট্টের প্রতি আভূমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

১৬] হৃদয়রাম সাউ (সাহু)- কবি হৃদয়রাম সাউ বা সৌ-এর কাব্যের জাগরণ পালাটি (পশ্চিম উদয় পালা) বিশ্বভারতী 'সাহিত্য প্রকাশিকা'র ৫ম খণ্ডে ১৯৬৬সালে প্রকাশ পেয়েছিল। ১১৫৬বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৯সালে কাব্যটি রচনা সম্পূর্ণ করেন কবি। কবি জাতিতে শুঁড়ি; নিবাস বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে। মাতৃপিতৃহীন বালক হৃদয়রাম মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়েছেন। গৃহদেবতা চাঁদরায়ের(ধর্মরাজ) সেবার অংশ পাওয়া নিয়ে মামাদের সঙ্গে বচসা হওয়ায় গৃহত্যাগ করে মনের দুঃখে গ্রামের প্রান্তস্থ তুলসীপুকুরে কবি আত্মহত্যা করতে যান। সেই মুহূর্তেই স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁকে দেখা দেন এবং ধর্মনিরঞ্জনের একটি মূর্তি অজয় নদের সিদিয়াদহ থেকে উদ্ধারের আদেশ দেন। সেই মূর্তি নিয়ে কবি বীরভূম জেলার নানুরের কাছে উচকরণ গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ধর্মের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মঙ্গলগান রচনায় সচেষ্ট হন। উচকরণে কবির বংশধরেরা আজও বাস করেন বলে জানা যায়।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব হৃদয়রামের কাব্যে অত্যন্ত প্রবল। ভাষা সংস্কৃতবহুল, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। গৌরবন্দনা, দেশমালাবন্দনা, গণেশবন্দনা ও ধর্মবন্দনার পর কাব্যের আখ্যান ভাগের সূচনা। গতানুগতিক রীতিতেই কাব্যের পরিকল্পনা এগিয়েছে। কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদীবন্ধের ব্যবহার লক্ষণীয়। স্থানবিশেষে শুদ্ধ, সরল ও সু-অন্বয়ী গদ্যের ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়কর। আরাধ্য ধর্মঠাকুরকে কবি শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রূপের সঙ্গে একাকার করে দেখেছেন। বৈষ্ণবধর্মের বিপুল প্রভাবের ফলেই হয়তো একাব্যের সর্বত্র হরিভক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট।

১৭] দ্বিজ কবিরত্ন- রঘুনাথ-সুত দ্বিজ কবিরত্নের ভণিতায় একটি খণ্ডিত ধর্মমঙ্গলের পুথি পাওয়া গেছে। পুথিটি অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলের সংগৃহীত। গ্রন্থরচনাকাল জানা যায়না। প্রাপ্ত পুথিতে কেবলমাত্র শালে ভর পালা, জালন্দা পালা, সুরীক্ষা ও হস্তিবধ পালা রয়েছে।

১৮] শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র- 'কবিচন্দ্র' ভণিতায় মধ্যযুগের বিভিন্ন কবি নানান বিষয়ক পাঁচালি লিখেছিলেন। আবার আলোচ্য কবি শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রও একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর নামে একটি ধর্মমঙ্গল কাব্যও পাওয়া যায়। সংগৃহীত খণ্ডিত একখানি পুথিতে কবির ভণিতায় আদ্য ঢেকুর, নয়নী, ইছাইবধ, জাগরণ ও পশ্চিমোদয় পালা পাওয়া গেছে। প্রথম তিনটি পালা সংগ্রহ করেছেন শ্রীমতি চিত্রা দেব এবং শেষ দুটি পালার সংগ্রাহক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ধর্ম এবং শিব তাঁর রচনায় একাকার হয়ে গেছেন। সম্ভবত তাঁর অনাদিমঙ্গলের রচনাকাল ১৮দশ শতকের প্রথমার্ধ-

শ্রীকবি শঙ্কর ধর্মের কিঙ্কর

পাঁচালী প্রবন্ধ ভণে।

১৯] রামকান্ত রায়- রামকান্ত রায় ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার ১৮দশ শতকের একদম শেষপর্বের কবি। 'এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে' কাব্যরচনা আরম্ভ করে বাষট্টি দিনে 'বারমতী' সাঙ্গ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এর পূর্বে জাগরণ পালার কিছু অংশ তাঁর লেখা সম্পন্ন হয়েছিল। কাব্যটির রচনাকাল ১১৫৭/১১৯৭/১১৭৯বঙ্গাব্দের হিসেব নিয়ে মতভেদ আছে যদিও, তবু কবির উল্লেখ থেকে বিষয়টি দেখে নেওয়া যাক-

এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে।

আরম্ভ করিনু শুক্ল একাদশী দিনে।।

মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে।

বারমতী সাঙ্গ হল্য বাষট্টি দিবসে।।

রামকান্ত রায়ের কাব্যটি আজও অপ্রকাশিত থেকে গেছে। বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরস্থ সেহারা গ্রামে কবির নিবাস ছিল। বিস্তৃত বংশপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস কাব্যের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। গতানুগতিক ধারায় পূর্বজ কবিদের অনুকরণেই গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটি অত্যন্ত বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, আধুনিকতার ছোঁয়াও তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট।

২০] ধর্মদাস বৈদ্য- কবি ধর্মদাস বৈদ্যের পুথির নাম অনাদ্যমঙ্গল। জামতি থেকে সংগৃহীত হয় একাব্যের জাগরণ পালাটি। তারপর সেটি বিশ্বভারতী(পুথিসংখ্যা ৮১৪)থেকে অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় ১৩৭৩বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৬৬সালে 'সাহিত্য প্রকাশিকা'র ৫ম খণ্ডে প্রকাশ পায়। তবে জাগরণ পালার শেষাংশে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পশ্চিম-উদয় পালা এবং স্বর্গারোহণ পালা দুইটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাহিনির একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি নির্দেশ করেছে। পূর্বজদের অনুসরণে ধর্মদাসও বলেছেন কাব্যে ধর্মনিন্দা করলে পাপের পরিণতিতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হতে হয়। তাঁর কাব্য নিঃসন্দেহে নানান ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং বহুমুখী কবিত্বগুণের পরিচায়ক। গতানুগতিক কাহিনির কাঠামো বজায় রেখেও ঘটনাগত বৈচিত্র্যে ও বাচনভঙ্গিমায় কাব্যটিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন কবি; চরিত্রগুলির মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের প্রবণতা দেখিয়ে তাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন অনায়াসে। পৌরাণিক কাহিনির প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন বর্ণনার স্থানে স্থানে। আবার লোকজীবনে প্রচলিত নানান প্রবচনকেও সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের উপস্থাপনায় তুলে এনেছেন। ভাষার ওপর অদ্ভূত এক অধিকার ছিল কবির, যেকারণে তৎসম শব্দকেও অবলীলায় অনভিজাত শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। চরিত্রায়ন প্রসঙ্গে বলা যায়- কাব্যে বর্ণিত ঘটনাক্রমে কালু ডোম যখন শুঁড়িগৃহে উপস্থিত হয়েছে, তখন শুঁড়ির আত্মগোপন এবং শুঁড়িনীর কপটতার বিবরণটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের ধূর্ত বণিক মুরারি শীল ও তার স্ত্রীর খলচরিত্রের প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দেয়। আবার পাশাপাশি, কানাড়া-চরিত্রের সতীন-কোন্দলের তীব্র যন্ত্রণা তৎকালীন বাঙালির সমাজজীবনের জীবন্ত দলিল হিসেবে ধরা দিয়েছে বলা যায়। বরং কবি কালুডোমের চারিত্রিক পৌরুষকে অনেকাংশে খর্ব করেছেন অন্যান্যদের তুলনায়। কাপুরুষ কালুডোমের চরিত্রের পাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বীরাঙ্গনা লখাই-চরিত্রকে। কবি ঘনরামের লখাইও ছিলেন বীর্যবতী, কিন্তু যেন খানিক দ্বিধান্বিতা; অথচ ধর্মদাসের লখাই আদ্যন্ত

সাহসিকতায় ও ব্যক্তিত্বের ছটায় ভাস্বর। স্বামী-পুত্রের প্রতি নারীসুলভ স্নেহ-মমতা তার যেমন আছে, তেমনই আছে অবিচল কর্তব্যবোধ। সকলকে যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত করেছে, প্রয়োজনে একমাত্র পুত্রকেও যুদ্ধে এগিয়ে দিয়েছে; জগদ্দল পাথর ভেদ করে রণরঙ্গিনী বাঘিনীরূপে আবির্ভূত হয়েছে সে শত্রুপক্ষের সামনে। বস্তুতপক্ষে ঘনরামকে শ্রেষ্ঠকবির শিরোপা দেওয়া হলেও ধর্মদাস বৈদ্যের কবিত্বগুণ ঘনরাম-অনুসারী হয়েও কোথাও কোথাও বা ঘনরাম-অতিক্রমী হয়ে উঠেছে বলা চলে।

২১] রামনারায়ণ- কবি রামনারায়ণের কাব্যের খণ্ডাংশ ইছাইবধ পালার পুথি পাওয়া গেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত(পুথিসংখ্যা২৪৫৪)এই পুথিটির লিপিকাল ১১৯৩বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬খ্রিষ্টাব্দ; পালাগানের কিছু অংশ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম খণ্ডে প্রকাশিতও হয়েছে। কবি নিজে ছিলেন শাক্ত। পুথিতে কবির বিশদ কোনও পরিচয় মেলেনা। রচনাশৈলীতে আধুনিকত্বের ছোঁয়া এবং কাব্যভাষার মার্জিত উপস্থাপন ও সুপরিকল্পিত পারিপাট্য দেখে মনে করা হয় তিনি ১৭-১৮দশ শতাব্দীর কবি।

২২] বিশ্বনাথ দাস- বিশ্বনাথ দাসের ধর্মপুরাণের ‘নিশিজাগরণ’ পালাটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী ‘সাহিত্য প্রকাশিকা’র ৫ম খণ্ডে। প্রকৃতপক্ষে এটি কিন্তু জাগরণ পালা নয়, ধর্মমঙ্গলকারদের রচিত প্রথাগত কাব্যধারার অনুসরণেই পশ্চিম-উদয় পালার অনুরূপ রচনা বলা চলে। কাব্যকথাও প্রায় অভিন্ন; মৌলিকত্ব বা কবিত্বের প্রকাশ বিশেষ দেখা যায়না। তবে কাব্যের অন্যান্য পালার সন্ধানও পাওয়া যায়না। কাহিনির পরিসর যেমন সংক্ষিপ্ত, ভাষাও সহজ সরল অনাড়ম্বর।

২৩] নিধিরাম গাঙ্গুলি কবিচন্দ্র- কবিচন্দ্র উপাধিধারী আর এক ধর্মমঙ্গলের কবি হলেন নিধিরাম গাঙ্গুলি। তাঁর কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। কবির ভণিতায় শালে ভর পালার একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথি নং২৬৬১)। কবিকল্পনায় ধর্মরাজ ও দিবাকর অভিন্ন কল্পিত হয়েছেন। আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে দেবতা ও মানুষকে সমানভাবে কাহিনিতে ফুটিয়ে তুলেছেন নিধিরাম।

২৪] মদনদাস- কবি মদনদাসের ধর্মমঙ্গলে বৈচিত্র্যের সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। তিনি কেবলমাত্র লাউসেনের কাহিনি অবলম্বন করেই তাঁর কাব্যরচনা করেননি, ধর্মমঙ্গলের উপসংহারে যে বারো জনের

বারোপূজার প্রসঙ্গ রয়েছে- কবি তাঁদের কাহিনিও লিপিবদ্ধ করেছেন কাব্যে। মেদিনীপুর জেলা থেকে খণ্ডিত পুথি উদ্ধার করা গেছে; পত্রসংখ্যা ১৪। বন্দনা, সৃষ্টিপত্তন, ভোজরাজা ও ধূসদত্ত বণিকের কাহিনির কিছু অংশ প্রাপ্ত পুথিতে দেখা যায়। মাত্র ১৭বছর বয়সে ধর্মরাজের কৃপালাভ করে কাব্যরচনায় নিমগ্ন হন কবি। আত্মকথায় কবি আরও জানিয়েছেন-

ধর্মের কৃপাএ নাম কবিত্ব প্রকাশি।
শুকুলি কুলেতে জন্ম ডিঙ্গালনিবাসী।।
জনক কেশবদাস হরিপ্রিয়া মাতা।
সারদা নামেতে তার সুধীর বনিতা।।৭ক

২৫] অন্যান্য কবি- 'বাইশ কবি মনসা'র মতো বিভিন্ন কবির রচনার সমাহারে রচিত একটি 'বারোয়ারি ধর্মমঙ্গল'-এর পুথি পাওয়া গেছে (বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা১৫৩০)। যদিও যাঁদের নামে পুথিটি গাঁথা হয়েছে, সেইসব কবিদের মধ্যে প্রত্যেকে আদৌ ধর্মমঙ্গলের কবি কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গেছে। তাছাড়াও ধর্মদাস বণিক, দ্বিজ রাজীব, দ্বিজ ভবানন্দ, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ বা দ্বিজ জিতরামের মতো বেশ কিছু কবির নাম আমাদের আলোচনার বাইরে থেকে গেলো- যাঁদের লেখা কোনও না কোনও পালার খণ্ডিত পুথি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যেমন দ্বিজ রাজীব বা দ্বিজ ভবানন্দের লেখা গোলাহাট পালার পুথি অথবা দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের লাউসেনচুরি পালার খণ্ডাংশ অথবা দ্বিজ জিতরামের গৌড়যাত্রা পালা বর্ণনার পুথি সংগৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত ডঃ আহমদ শরীফের পর্যবেক্ষণটি উল্লেখ্য- অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলকারদের নামের সঙ্গেই 'রাম'-শব্দটি যুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, এটি হয়তো ধর্মপূজার আদি প্রবর্তক ও প্রচারক রামাই পণ্ডিতের নামের প্রভাবজ[৭]। মোটামুটিভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনার পর দেখা যাচ্ছে, কাব্যগুলির উৎপত্তি ও প্রসারলাভের অঞ্চলগুলি রাঢ়বঙ্গের বিশেষ কিছু জেলাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। কবিদের নিবাস, গায়েন বা লিপিকর সংক্রান্ত তথ্যগুলি খেয়াল করলেই বোঝা

যায় যে ধর্মপূজার প্রচার মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মানভূম, ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি স্থানে সামান্য প্রসারলাভ করলেও সেইসব স্থানে কোনও কাব্যরচনার ধারা দেখা যায়না[৮]।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সময়পর্বের ভিন্নপ্রবণতার কবিদের সৃষ্টিতে ধর্মসাহিত্যের কাব্যকাহিনির কাঠামো লক্ষ করলে দেখা যাবে- প্রাচীন বাংলার নিজস্ব পুরাণকথা এবং সেইসম্পর্কিত সাহিত্যধারাগুলির মূল উৎস কোথাও যেন শ্রীধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যগীতের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। ধর্মরাজের কাহিনি, দেবী মনসার কাহিনি এবং মীননাথের কাহিনির ত্রিমুখী ধারা কোথাও যেন একাকার হয়ে মিশেছে শ্রীধর্মনিরঞ্জনের মঙ্গলগানে। একটি রেখচিত্রের সাহায্যে সংযোগসূত্রটি নির্দেশ করে আলোচ্য প্রসঙ্গের ইতি টানা যেতে পারে-

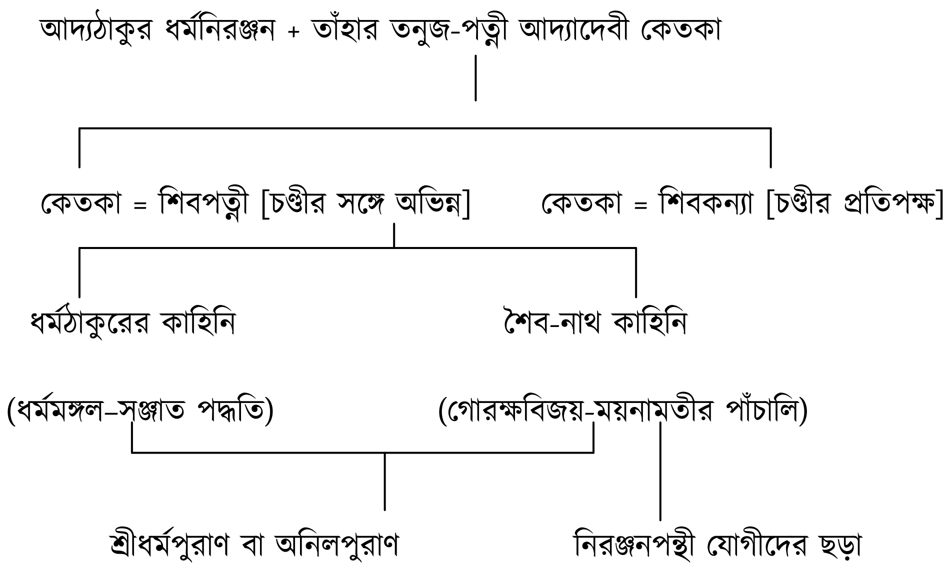

তথ্যসূত্র

১. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড- ৯ম সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ ৫৬

২. নগেন্দ্রনাথ বসু, শূন্য-পুরাণ, মুখবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, মাঘ ১৩১৪

৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃষ্ঠাঃ ৬৭

৪. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল, নিবেদন অংশ, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা- সিরিজ ২, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪

৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল [অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পা.], রূপরামের কাব্যের সাহিত্যমূল্য, ভারবি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১১

৬. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (অপরার্ধ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠাঃ ১৭১

৭. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [প্রথম খণ্ড], নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ৪৩৯

৮. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা.লি. ও সপ্তর্ষি প্রকাশন উদ্যোগ, প্রথম যৌথ প্রকাশ- মে ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৬২৭

চতুর্থ অধ্যায় :

প্রাপ্ত পুথির বিভিন্ন উপকথা

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাপ্ত পুথির বিভিন্ন উপকথা

বর্তমান সম্পাদিত পুথিপাঠে আমরা বেশ কয়েকটি উপকথা তথা আখ্যানভাগের অংশ দেখতে পাবো, যেগুলির উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু অংশ প্রাপ্ত পুথিতে পাঠান্তরসহ পৌর্বাপর্যহীনভাবে পুনরাবর্তিত হয়েছে। লক্ষ করলে বোঝা যায়, আখ্যানগুলি কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত কাহিনি নয়। বরং শ্রীধর্মরাজের পূজার প্রচলন ও প্রচারের জন্যই ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে তাঁর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই গল্পগুলির বয়ন। ফলে একথা বলা যেতে পারে, ধর্মমঙ্গল কাব্য তৈরির পূর্বেই এই আখ্যানগুলির জন্ম। এইরকম বিশেষ কয়েকটি আখ্যান বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

প্রথমেই আসি, মার্কণ্ড মুনির কুষ্ঠরোগমুক্তির কাহিনি প্রসঙ্গে। অথর্ববেদের কাহিনিতে গঙ্গাকে আমরা শান্তনঋষির (মহাভারতোক্ত শান্তনু রাজা নয়) পত্নীরূপে দেখতে পেয়েছি। গল্পটি এইরকম- দৈত্যদের বশীভূত করার জন্য স্বর্গের দেবগণ যখন দৈত্যসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন সেখানে রন্ধনকার্যের জন্য তাঁরা শান্তনঋষির কাছে এসে গঙ্গাকে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান। ঋষির শর্ত ছিল রন্ধন সেরে দিবাভাগেই যেন প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু কার্যকালে শর্তভঙ্গ হলে তিনি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় স্বয়ং মহাদেব গৃহহারা গঙ্গাকে আশ্রয় দিতে নিজের কুটিরে নিয়ে আসেন এবং তারপরেই তিনি গঙ্গাকে ঘরে রেখে ধর্মরাজের উপাসনা করার জন্য রওনা হন বল্লুকা নদীর তীরে। ইতিমধ্যে শুভ্র নিরঞ্জন শ্রীধর্ম দেবাদিদেবের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হন তাঁর কুটিরের সামনে। কণ্ঠস্বর শুনে গৃহান্তরাল থেকে উঁকি দিয়ে গঙ্গা তাঁকে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে গঙ্গার মস্তকদেশ পরিণত হয়েছিল শ্বেতবর্ণে। সেই থেকে গঙ্গার অন্যনাম হয় ধবলমুখী। কথিত আছে, শুভ্র নিরঞ্জন আদিদেবের চাক্ষুষ সংযোগে যিনিই আসতেন, তিনিই নাকি হয়ে যেতেন শ্বেতবর্ণধারী। আলোচ্য কাহিনিভাগে ধর্মরাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মার্কণ্ড মুনির ধবলমুখধারণ আমাদের ধবলমুখী গঙ্গার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আমাদের প্রাপ্ত পুথিটিতে আখ্যানটি এইরকম, নানান দ্রব্য-উপচার, ধুপ-দীপ-বাদ্যের অশেষ আয়োজন সহযোগে ধর্মরাজের উদ্দেশে একাগ্রচিত্তে রামপণ্ডিতকে যজ্ঞোপাসনা করতে দেখে ঋষি মার্কণ্ড

কপিলমুনিকে উপহাস করে বলেছিলেন এসব মহাযজ্ঞের আয়োজন ভণ্ড, মিথ্যা; রামের অবতাররূপে লোকের জাতিনাশ করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন সময় স্বর্গপথে বিমানে চেপে যাচ্ছিলেন স্বয়ং ধর্মরাজ। মার্কণ্ডের নিন্দাবানী কর্ণগোচর হতেই ক্রোধে ক্ষুব্ধ হলেন প্রভু। তাঁর ভয়ঙ্কর অভিশাপে তৎক্ষণাৎ কেঁপে উঠলো মার্কণ্ডমুনির দেহ, ধর্মরাজের কোপদৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডল হয়ে গেলো শঙ্খবরণ অর্থাৎ সাদা। বক্ষদেশে, গলায়, কালকূটী মহাকুষ্ঠ ছোবল মারলো ঋষিকে [দ্রষ্টব্যঃ চিত্র-২]। গলন্ত কুষ্ঠ ক্রমে শরীরের দুই পাশ থেকে জর্জরিত করে ফেললো তাঁর সারা দেহকে। কপিল মুনি তাঁকে দোষারোপ করে বললেন, দেবাদিদেব ধর্মরাজের নিন্দা তিনি কেন করলেন? সেই পাপেই এই পরিণতি হলো বুঝি মার্কণ্ডের। সকল দেবের দেবাধিপতি তিনি, সমস্ত জগত তাঁর সেবা করে ধন্য হয়- তাঁর চরণে আশ্রয় নিলে তবেই বুঝি মার্কণ্ডের এই ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। মার্কণ্ড বললেন তাঁর জর্জরিত দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই পথ চলার, কপিল যেন তাঁকে শীঘ্র ধর্মরাজের শরণে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। অবশেষে প্রভুর চরণাশ্রয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন কপিল, প্রভুর চরণবন্দনা করে কৃপাপ্রার্থনা করলেন মার্কণ্ড। শুধু তাই নয়, শ্রীধর্মঠাকুরের পূজাপ্রচারের দায়িত্ব নিয়ে নিজের পাপস্খালন করতে চাইলেন তিনি। আরও বললেন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারযুগ ধরে মদ-মাংস-সুরাদি বিস্তর উপচারে পিষ্টক-পরমান্ন-ক্ষীরসহ বারমতির আয়োজন করে গৃহভরণ করাবেন তিনি শ্রীধর্মের উদ্দেশে। তাঁর প্রার্থনায় মৃদু হাসলেন রামপণ্ডিত; ধর্মরাজকে তিনি শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানাতে সন্তুষ্ট হলেন শ্রীধর্মরাজও। তিনি বললেন, এহেন নিন্দা যদি পুনর্বার ভুলক্রমেও করেন মার্কণ্ড, দ্বিতীয়বার আর তিনি সে অপরাধ ক্ষমা করবেন না; অধিকতর কঠিন বীভৎস মহাব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে গলে-পচে, পোকায় খেয়ে মার্কণ্ডের নিদারুণ জীবনাবসান ঘটবে, একথা যেন তিনি বিস্মৃত না হন। একথা বলে ঋষির অঙ্গে হস্তস্পর্শ রেখে তাঁর ব্যাধির নিরাময় ঘটালেন স্বয়ং নিরঞ্জন। শ্রীধর্মের কৃপায় সর্বাঙ্গসুন্দর দেহ পেলেন মার্কণ্ড, ঊর্ধ্ববাহু তুলে আপনিই নেচে উঠলেন সানন্দে। অবশেষে প্রতিশ্রুতিমতো শুভক্ষণে ঢাক-ঢোল-বাদ্য সহযোগে গৃহভরণ অনুষ্ঠান শুরু করলেন মার্কণ্ড; তপস্বী-পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন তিনি। ভক্তবৃন্দের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করলেন এবং সর্বাঙ্গে মাখলেন ঋষি তপোধন। এখানেই মার্কণ্ড-পুরাণকথার পরিসমাপ্তি। সম্পাদিত পুথির(বিশ্ব. ১২৯) ৪৮ থেকে ৫৩ সংখ্যক পত্রে এ কাহিনির সম্পূর্ণ বর্ণনা মিলবে।

ময়নাগড় সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে এবিষয়ের ছিন্নসূত্রটি জানা যায় প্রায় অনুরূপ সাদৃশ্যেই-

"ওঁ ষোল সহস্র গতি লয়ে শ্রীরামাই পণ্ডিত ধর্মপূজা করিবারে যান। সেই পথ দিয়া ঋষি মুনি মার্কণ্ড যান, ধুপে ধূলায় ধর্মঘর দেখিবারে পান। কহেন মার্কণ্ড মুনি, শুন হে কপিল মুনি, কিসের শুনি জয় জয়কার। বলে মিথ্যাই আলম চাঁদা, মিথ্যাই বাজনা বাজে, মিথ্যাই ধম্ম উজল। ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে মুনি মার্কণ্ড যান জর বলি বোধ হয় ঋষি মুনির গায়। অষ্টকূট চেলি শূল ব্যাধি মুনি মার্কণ্ড স্থান। আদ্যের ধবল দিল মুনির মুখেতে জাঁতিয়ে। রামাই পণ্ডিত বলে মধুর পুষ্কর্ণি দিয়ে পিষ্টের জাঙ্গাল। মধু মাংসে এ ঘর ভরিবে একাকার। গতি ভকতের উচ্ছিষ্ট মুনি কুড়ায়ে খাবে। তবে তো মার্কণ্ড মুনি অমর পদ পাবে।।"[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর নিবন্ধে অনবধানতাবশত উক্ত অংশের অর্থোদ্ঘাটনে কিঞ্চিৎ প্রমাদ ঘটিয়েছেন। তিনি পাঠগ্রহণ করেছেন ধর্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করেন [প্রকৃতপাঠ হবে- ধর্মরাজের উদ্দেশে আয়োজিত যজ্ঞের নিন্দা করেন মুনি মার্কণ্ড]। ফলে সেইসূত্রে নিবন্ধে তাঁর সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাতেও থেকে গেছে ভ্রমের রেশ। আমাদের সম্পাদিত পাঠের আখ্যানেও তার সমর্থন মেলে। শাস্ত্রীমহাশয়ের পাঠপ্রমাদটি নিম্নরূপ-

"তবেই তো দেখা যাইতেছে, ধর্মঠাকুর যজ্ঞনিন্দা করেন। এইকথা বলিয়াছিল বলিয়া মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠ হইল। ধর্মঠাকুরের নাম আদ্য, তিনি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন।... তবে এই ঘোর শূন্যবাদী যজ্ঞনিন্দাকারী 'ললিত অবতার' কে?

...এসকল ব্যাপারই লুপ্ত বৌদ্ধধর্মের কথা মনে করিয়া দেয়। তারপর ধর্মঠাকুরের সিংহলে খ্যাতি বড় অধিক; তিনি যজ্ঞ নিন্দা করেন; এ দুইটী কথাতেও তাঁহাকে বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া মনে হয়।"[২]

ধর্মরাজের কৃপায় কুষ্ঠরোগ নিরাময় প্রসঙ্গে যেকথা না বললেই নয়- তা হলো সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত 'সূর্যশতক'-এর রচয়িতা ময়ূরভট্টের কথা। হ্যাঁ, যিনি ধর্মমঙ্গলকথার আদিকবি বলে পরিচিত, সেই ময়ূরভট্ট। হাকন্দপুরাণে ইনিই প্রথম কাব্যনায়ক লাউসেনকে দিয়ে আত্মমুণ্ডচ্ছেদ করিয়ে সূর্যদেবতা

অর্থাৎ ধর্মঠাকুরকে প্রসন্ন করার আখ্যান রচনা করেছিলেন; পশ্চিমে-উদয় পালা বা জাগরণ পালা হিসেবে যার খ্যাতি। কিংবদন্তী অনুযায়ী জানা যায়, সূর্যশতক রচনা করে তিনি নাকি কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বালমভট্টের সূর্যশতকটীকায়[৩] এই কাহিনিটি এরকম- রাজা হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণে ময়ূরভট্ট তাঁর রাজধানীতে পৌঁছলে স্বতন্ত্রভবনে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সকালবেলা স্নানান্তে পার্শ্ববর্তী প্রাসাদের সোপানে সদ্য সুপ্তোত্থিতা এক সুন্দরী নারীমূর্তি দেখে ময়ূরভট্টের কবিত্ব জন্মায় এবং তিনি সেই নারীকে নিয়ে অষ্টক রচনা করে ফেলেন। পরে তিনি জানতে পারেন সেই ভবন তাঁর নিজের জামাতা কবি বাণভট্টের এবং কাব্যে উদ্দিষ্ট ওই সুন্দরী রমণী আর কেউ নন- স্বয়ং তাঁরই কন্যা! অজান্তে স্বীয় কন্যাকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখায় এবং অনুচিত ভাষণের পাপকর্মের জন্য তাঁর দেহে কুষ্ঠরোগ বাসা বাঁধলো। তিনি স্থির করলেন, সূর্যোপাসনায় দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত করবেন। রাত্রিশেষে শিষ্যকে নিয়ে গোপনে নগরের বাইরে শিপ্রানদীর তীরে এক বটগাছের নীচে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সূর্যবন্দনা করেছিলেন তিনি। সেখানেই নাকি তিনি সূর্যশতক মুখে মুখে রচনা করেছিলেন এবং শিষ্যটি শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করেছিল। শেষ শ্লোক রচনার পরই সূর্যদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁর রোগ নিরাময় করেছিলেন। এছাড়া অভিশাপগ্রস্ত কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগমুক্তির ক্ষেত্রে সূর্যের তপস্যার কথা তো আমরা সবাই জানি। এভাবেই যুগে যুগে সূর্যোপাসনা তথা ধর্মপূজার সঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি নিরাময়ের লোকবিশ্বাসটি পরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে।

এবারে আসি রাজা হরিশ্চন্দ্র ও মদনার আখ্যানে। সম্পাদিত পুথিপাঠে এই সুপরিচিত প্রাচীনতম ধর্মমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনিটিও একবার আবর্তিত হয়েছে; ইতিহাসকে আশ্রয় করে কবিকল্পনায় এর পরিবেশন হয়েছে সাহিত্যিক। গল্পটি এইরকম, অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মপূজা করে পুত্রসন্তানের বর পেলো এই শর্তে যে ছেলের নাম রাখতে হবে লুহিচন্দ্র বা লুইচন্দ্র এবং তাকে বলি দিতে হবে শ্রীধর্মের চরণে। হরিশ্চন্দ্র ধর্মরাজের এই কঠিন শর্তে সম্মত হলে জন্ম হয় লুইচন্দ্রের। একদিন বালক লুই ধর্মের বাহন উল্লুককে অজান্তে আঘাত করলে সে শ্রীধর্মের শরণাপন্ন হয়। প্রভু তখন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে হরিশ্চন্দ্রের কাছে গেলেন পরীক্ষা নিতে এবং পুত্রের মাংস রান্না করার আদেশ দিলেন একাদশীর পারণের জন্য। রাজা ও রানি শোকাকুল হয়ে প্রাণাধিক প্রিয় রাজপুত্রকে আগলে রাখলেন এবং কটুবাক্যে অপমান করলেন সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী তখন পূর্বশর্তের কথা তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন।

এমতাবস্থায় সর্বসমক্ষে লুইচন্দ্র আত্মবলিদানে প্রস্তুত সেকথা জানান। প্রতিশ্রুতিমতো হরিশ্চন্দ্র ও মদনা পুত্রকে বলি দিয়ে তার মাংস রান্না করে সন্ন্যাসীকে নিবেদন করলে প্রভু স্বমূর্তিধারণ করলেন এবং তাঁদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে লুইচন্দ্রকে পুনর্জীবন দান করলেন। অধ্যায় শেষে সংযোজিত ৩নম্বর চিত্রে এই অংশের বর্ণনা রয়েছে।

উক্ত কাহিনির সঙ্গে মহাভারতের শিবি রাজার পুত্র বলিদানের উপাখ্যানের আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনিতে এই শিবি রাজার দানশীলতার বিভিন্ন কাহিনি রয়েছে, যেগুলি থেকে হয়তো শিবিরাজ সম্পর্কে মহাভারতোক্ত এমন কাহিনির কল্পনা। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকারের এই মতটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম যে লাউসেনের কাহিনি ধর্মসাহিত্যে প্রবেশ করার পূর্বেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনির উদ্ভব। ডঃ ইন্দুভূষণ মণ্ডল বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত কাহিনিগুলির লৌকিক উপাদান আলোচনা সূত্রে আলোচ্য কাহিনিটি সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন-

"অতএব সঙ্গতভাবেই বলা যায়, ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিশ্চন্দ্র পালার উৎসভূমি পুরাণ বা মহাভারত নয়; লৌকিক জাতক উপাখ্যানই এর উৎসকেন্দ্র এবং জাতকের শিবিরাজাই এই কাব্যের হরিশ্চন্দ্র।"[৪]

এরপর আমরা চলে আসবো আমাদের পুথিপাঠের সবচেয়ে বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যানটিতে। সম্পাদিত পাঠের আদ্যন্তে এ কাহিনির বিভিন্ন অংশ একাধিকবার পৌর্বাপর্যহীনভাবে ঘুরে ফিরে সংযোজিত হতে দেখা গেছে। শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা এবং তৎসংলগ্ন একটি আকর্ষক কাহিনি- জাজপুরের অত্যাচারী ধর্মরক্ষক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পাসানসিংহ বা পাসাসিংহের আখ্যান।

নিরঞ্জনের উষ্মা-র আখ্যানটি শূন্যপুরাণ পাঠের শেষাংশ হিসেবে আমাদের সকলেরই জানা; এই আখ্যানটির প্রেক্ষিত ছিল- জাজপুরের ষোলশত ঘর বেদব্যবসায়ী দুর্জন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অত্যাচারের চিত্র। বলপূর্বক অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায় করতেন এঁরা, যার ঘরে পেতেন না- অভিশাপ দিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতেন ধর্মরক্ষার নামে। বৌদ্ধ সদ্ধর্মীরা তাঁদের নির্যাতনে আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছিলেন দিনে দিনে। এইভাবে বেদোচ্চারণ করতে করতে চূড়ান্ত শাসন-শোষণ আর ক্ষয়ক্ষতি চালাতে থাকেন দ্বিজগণ। ধর্মের নামে এই ক্রমবর্ধিত অধর্মাচরণ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতিকার করার জন্য

বৈকুণ্ঠে প্রভু নিরঞ্জন স্বয়ং খোদারূপ ধারণ করলেন। মাথায় কালো টুপি আর হাতে ত্রিকচ কামান নিয়ে যবন-অবতারবেশে মর্ত্যে আগমন করলেন তিনি। বাকি দেবদেবীরাও তাঁর অনুগমন করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করলেন স্বেচ্ছায়- ব্রহ্মা হলেন মুসলমান ধর্মপ্রবর্তকরূপী মহামদ, বিষ্ণু হলেন খোদার দূত পয়গম্বর, মহেশ্বর হলেন বাবা আদমরূপী। গণেশ হলেন গাজী বা যোদ্ধা, কার্তিক ছদ্মবেশ নিলেন ধর্মবিচারক কাজীর আর সাধু মুনিরা হয়ে গেলেন মুসলমান ফকির বেশধারী। শেখ-রূপ নিলেন নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র হলেন পণ্ডিত মৌলানা আর চন্দ্রসূর্যাদি দেবেরা পদাতিক বেশে বাজনা বাজাতে বাজাতে মর্ত্যে অবরোহণ করলেন। শুধু দেবতারাই নন, দেবি চণ্ডীকেও আমরা হায়াবিবিরূপে এবং পদ্মাবতীকে নূরবিবিরূপে জাজপুরে প্রবেশ করতে দেখি। এভাবেই কৌশলে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীরা অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের উচিতশিক্ষা দিয়ে ধর্মনাশ করার কঠিন পণ নিয়ে মুসলমান দেবদেবীর বেশে পরিত্রাণ করতে এলেন বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের। এখানে লক্ষণীয়, হিন্দু দেবদেবীরা সম্মিলিতভাবে জাজপুরের হিন্দু ব্রাহ্মণদের শায়েস্তা করার জন্য নিজেরাই হিন্দুধর্মের নিশান যাবতীয় মন্দির অট্টালিকা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে মুসলিমবেশে ভয়ংকর ধ্বংসতাণ্ডব চালিয়েছিলেন। ভণ্ড দ্বিজকুল তখন পালানোর পথ খুঁজে পাননি। ধর্মের নামে অহংকার করা জাতিকে এভাবেই করুণ ধর্মসঙ্কটে ফেলেছিলেন ক্ষুব্ধ প্রভু শ্রীনিরঞ্জন, যেখানে পৈতে বাঁচিয়ে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করাটাই হয়ে পড়েছিল দুষ্কর। এরূপ বর্ণনা দিয়েই শ্রীরামাইয়ের লেখনীতে সুপরিচিত নিরঞ্জনের উষ্মা অংশের পরিসমাপ্তি।

গবেষণাকর্মে সম্পাদিত পুথিটিতে সংযুক্ত হয়েছে এর পরবর্তী আর একটি নতুন আখ্যান, আমাদের মতে যেটি প্রভু নিরঞ্জনের উষ্মা-প্রকাশের অন্তিম পর্যায় হিসেবে গুরুত্বের দাবিদার। এই অংশে বর্ণিত হয়েছে- জাজপুরের অত্যাচারী ব্রাহ্মণকুলের অধিপতি, সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী পাসানসিংহ বা পাসাসিংহকে কৌশলে গোমাংসভক্ষণ করিয়ে প্রভু নিরঞ্জনের মুসলমান ধর্মান্তরিত করানোর আখ্যান।

সংযোজিত এই বিশেষ আখ্যানটির সূচনাতেই জাজপুরের দ্বিজকুলের ব্রহ্মতেজের দাপটে সাধারণ প্রজার ধনসম্পত্তি কেড়ে আনার ঘটনায় পৃথকভাবে প্রভু নিরঞ্জনের রোষের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পাসানসিংহ ছিলেন সুচতুর ও পাশাখেলায় সুদক্ষ। তাই সুকৌশলে সেই পাশাখেলার মাধ্যমেই তাঁকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করেন প্রভু নিরঞ্জন। অন্যান্য দেবদেবীরা যখন জাজপুরের ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের তিলক মুছে দিয়ে, মন্দিরের পাষাণপ্রতিমা ভেঙে দিয়ে নির্মম ধ্বংসলীলা চালাচ্ছেন,

সেইমুহূর্তে যবনরূপী শ্রীধর্ম স্বয়ং গেলেন পাসানসিংহ রাণার গৃহদ্বারে। পরপর তিনবার হুঙ্কারে জয়ঘণ্টা নেড়ে উচ্চনাদে এমন ডাকলেন তিনি পাসানসিংহের নাম ধরে, যে দ্বিজশ্রেষ্ঠের বুক কেঁপে উঠলো। হুঙ্কারে প্রভু জানালেন যে তিনি পাশা খেলতে এসেছেন। তখন গৃহভ্যন্তর থেকে দ্বিজের আশঙ্কা- "না জানিয়ে কে বা আল্য খেলাইতে খেলা"!

দুয়ারে এসে ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে দ্বিজ তাঁর নাম-ধাম পরিচয় সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করলেন প্রথমে- "কোন জাতি কুল বট ঘোর তোমার কোথা"? শ্রীধর্মের কৌশলী উত্তর তিনি জাতিতে যবন, হজ-মক্কা প্রভৃতি তীর্থ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। অনাদ্যের ছদ্ম পরিচয়টি ছিল-

"মাতা পিতা দারা পুত্র নাহিক আমার।
জন্মাবধি আমার নাহিক ঘর দুয়ার।।"

লোকমুখে পাসানসিংহ রাণার পাশাখেলার জনপ্রিয়তার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে পাশা খেলার বাসনা নিয়ে তাঁর নাকি জাজপুরে আগমন! একথা শুনে আনন্দিত পাসানসিংহ লোভার্ত চিত্তে তৎক্ষণাৎ জানতে চাইলেন-এ খেলাতে বাজি রাখার প্রসঙ্গটি। হারলে যবনরূপী ধর্মরাজ প্রতি চালে কত পরিমাণে ধন বাজি রাখতে প্রতিশ্রুত হবেন? শ্রীধর্ম জানালেন দ্বাদশ মাণিক। কিন্তু প্রতি চালে উল্টোপক্ষের বাজি কী থাকবে? দ্বিজ জানান, গোধন ভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কী সম্পদ থাকতে পারে! প্রতি চালে তিনি ১০টি করে গাভিদানের শর্ত রাখলেন হারের বিনিময়ে। মৃদুহাস্যে তাতেই তুষ্ট হলেন মহাপ্রভু। অধ্যায়ান্তে সংযোজিত ৪সংখ্যক চিত্রটিতে এই পাশা খেলার প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট।

এরপর খেলা শুরু হলো উভয়ের সম্মতিতে। করের পাশা ফেলতেই প্রথম চালে পরাস্ত হলেন পাসানসিংহ। জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু দাবী করলেন দ্বিজের অঙ্গীকারের গোধন। আর একবার দ্বিতীয় সুযোগ চাইলেন চতুর পাসানসিংহ। ধর্মরাজ মৃদু হেসে সম্মত হলেন; এবারেও তাঁর মায়ায় হার হলো দ্বিজশ্রেষ্ঠের। তিনি মূর্ছা গেলেন শোকে। জ্ঞান ফিরতে পুনর্বার সুযোগ চাইলেন তিনি। প্রতিশ্রুতি বারংবার ভঙ্গের কারণে ক্রুদ্ধ হলেন ধর্মরাজ। ব্রাহ্মণের জাত-সম্মান হারানোর ভয় দেখাতেই দ্বিজ দৌড়ে পলায়ন করলেন। প্রভু বারংবার তাঁকে নিষেধ করলেন; শেষে প্রভুর মায়ায় বদ্ধ হলেন দ্বিজ- পালাতে পারলেন না আর। প্রভুর কৌতুক তখন অপার- তিনভাগ জাজপুরকেই ধর্মান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন

তিনি। বেদবিদ্যা ঘুচিয়ে অহংকারী দ্বিজ সম্প্রদায়কে কোরান পাঠ করানোর হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। এই বলে ক্রুদ্ধ হয়ে জাজপুর নগর তিনি ঘিরে ফেললেন তাড়াতাড়ি। নগরের সব ব্রাহ্মণ প্রভুর মা্যাবন্ধনে আবদ্ধ হলেন- পালানোর উপায় থাকলো না কারোরই। সকলকে মেরে ধরে বাঁধা হলো। পাসানসিংহের গোয়ালের দশটি উন্নত মানের সর্বসুলক্ষণযুক্ত গাভি বেছে বেছে আনা হলো ধর্মরাজের নির্দেশে।

পাটের দড়ির গাছিতে পিছন থেকে বাঁধা হলো পাসানসিংহকে। মাথা মুড়িয়ে, টুপি পরিয়ে, পশ্চিমমুখ করে মৌলানারূপী ইন্দ্র তাঁর কানে কানে কলেমা পড়ে শোনালেন জোর করে। মোল্লা ছুরি দিয়ে জবাই করলো গাভি। উত্তমপ্রকারে রন্ধন করা হলো সেই গোমাংস। ক্রুদ্ধ পদ্মাদেবী জব্দ করার জন্য অতিরিক্ত ঝাল বেটে দিলেন সেই রান্নায়। তারপর বলপূর্বক গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে ধর্ম নাশ করা হলো অহংকারী পাসানসিংহ ও দ্বিজকুলের। পৈতে খুইয়ে খোদাকে স্মরণ করতে হলো সকলকে, অনাদ্যের চরণে উচ্চারণ করতে হলো কোরান শরীফ। এভাবেই-“বামনে জবন করে দুনিআর নাথ”। গোঁসাই ভাবছেন জগতের বিচিত্র লীলা- একই ঈশ্বরের উপাসনায় কেউ করে রামনাম আর কেউ বা পড়ে কোরান!

সকল ব্রাহ্মণ এভাবেই ধর্মান্তরিত হলেন জগৎপতির লীলায়। মুসলমানাদি ১৮প্রকার জাত সৃষ্টি করলেন ত্রিভুবনেশ্বর- চতুর্দিকে হলো তাদের বসতি। মুসলমানদের মধ্যে কয়েকপ্রকার বৈচিত্র্য যেমন সৃষ্টি করলেন তিনি, তেমনই অন্যান্য ধর্মেও আনলেন বৈভিন্ন্য। বাহন উল্লুককে এই কাহিনি সবিস্তারে বলতে গিয়েই প্রভুর উচ্চারণ-

“আগু হয্যাছে হিন্দু পাছু মুসলমান।
হিন্দুকে পুরাণ দিল জবনে কোরআন।।”

উল্লুক এ সকল ঘটনা শুনে বিস্মিত হয়ে করজোড়ে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রভুর কাছে নিবেদন জানালো- প্রভু তো ‘দয়ার সাগর’ নামে বন্দিত, তবে কেন এমন নিষ্ঠুর কঠিন পণ তাঁর? কেন নিরীহ গাভিগুলির প্রতি এহেন অবিচার, হত্যালীলা? বলতে ত্রাসসঞ্চার হলেও সে জানিয়েছে, যেভাবে ব্রাহ্মণদের জাতিনাশ করলেন প্রভু সেকি তাঁর উচিতকর্ম ছিল! তিনি যেন আশু সকল অধর্ম তারণ করেন, প্রভুর নামোচ্চারণেই তো জগত-সংসারের সকল জীবের পাপোদ্ধার সম্ভব তাহলে তিনি কেন এত নির্দয়

হচ্ছেন! প্রভু সন্তুষ্ট হলেন উল্লুকের নিবেদনে। দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্র আহ্বান করলেন তিনি; সুরভিসহ সকল সুলক্ষণযুক্ত গাভিদের পুনর্জীবনদানের ইচ্ছায় সচেষ্ট হলেন নিরঞ্জন। তাঁর আহ্বানে যেখানে যত গাভিদের অস্থি ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে, একত্রিত হলো সেই স্থানে। সকলের শোক দূর হলো এই দেখে, আনন্দিত হলেন দেবতারাও। সকল একত্রিত অস্থিটুকরোর ওপর করস্পর্শ করলেন জগদীশ্বর। সব শাস্ত্র জড়ো করে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রসমূহ পাঠ করতে থাকলেন দেবগণ-

"দেবগণ ধরি গ্রন্থঃ   মৃত সঞ্জি পড়ে মন্ত্রঃ

দেখে আনন্দিত মাআধর।।"

এভাবেই যত অস্থি ছিল, মন্ত্রতেজে জড়ো হয়ে সন্ধি হলো- পঞ্চভূত নারায়ণ স্থানে স্থানে অঙ্গসন্ধি ঘটিয়ে দিলেন আর তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন স্বয়ং নিরঞ্জন। গাভি সুরভি প্রাণ ফিরে পেতেই জয় জয় শব্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন দেবদেবীরা। গাভিরা একে একে সবাই প্রাণ ফিরে পেলো। সর্বাঙ্গসুন্দর দেহে পুনর্জীবনলাভের পর উঠে দাঁড়িয়েই হাম্বারবে মুখর করে তুললো চতুর্দিক। তাদের বাছুরেরাও সানন্দে দুগ্ধপান করতে থাকলো। প্রভু ফিরে গেলেন নিজস্থান। এখানেই "জাজপুর পুস্তকলিখা সমাপ্ত" বলে শ্রীরামাই আখ্যানের পরিসমাপ্তি জানিয়েছেন।

পরিশেষে এই কাহিনির ঘটনাস্থল জাজপুরের অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যদিও আচার্য সুকুমার সেন কাহিনির পীঠস্থান হিসেবে উড়িষ্যার জাজপুরকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তবু এখানে শাস্ত্রীমহাশয়ের অনুসন্ধানটিও উল্লেখ করা আবশ্যিক-

"এই যে জাজপুরের নাম হইতেছে, এ কোন জাজপুর? উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুরে নহে, কারণ উড়িষ্যায় ধর্মঠাকুরের বড় একটা প্রাদুর্ভাব নাই। ইহা মাণিক গাঙ্গুলির জাজপুর। এখানে ধর্মের নাম দেহার, ইহা বঙ্গে, - রাঢ়ে।"[৫]

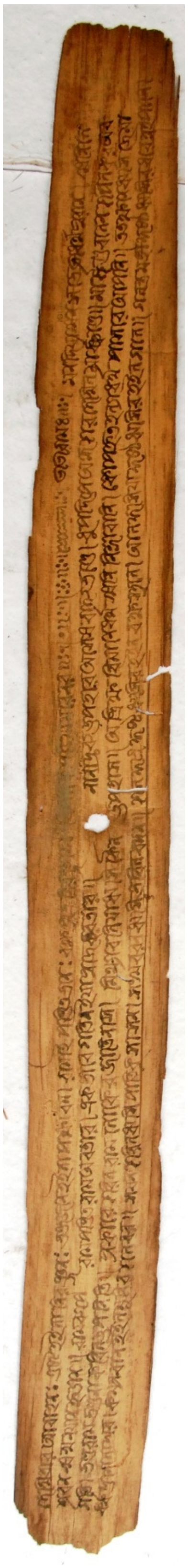

চিত্র- ২

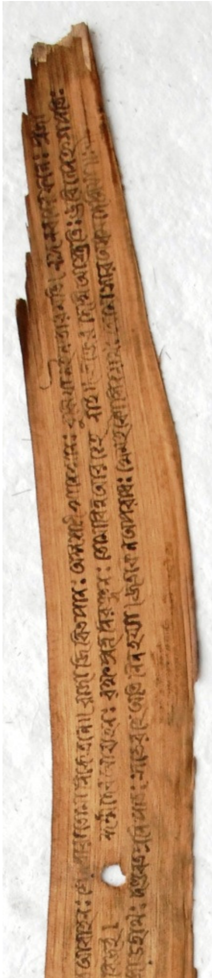

চিত্র- ৩

চিত্র- ৪

তথ্যসূত্র

১. আনন্দ ভট্টাচার্য (সম্পা.), শ্রীযুত রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, পৃষ্ঠাঃ ৫৩-৫৪

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা), ১৩০৪

৩. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃষ্ঠাঃ ১২৩

৪. ডঃ ইন্দুভূষণ মণ্ডল, বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠাঃ ৪৫

৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা), ১৩০৪

পঞ্চম অধ্যায় :

পুথি-পাঠ ও সম্পাদনা

পঞ্চম অধ্যায়

পুথি-পাঠ ও সম্পাদনা

১

৭ততোঞ্চ৩৪৮।।:: ততো নিরঞ্জনপূজাপুষ্পযতনে।।:।।

ধন্য বলি কলিকালঃ অধর্মের অবতারঃ

চন্দ্রকেতু নামে নরপতি।

প্রচারিতে অভিলাষেঃ বসিয়া তাহার [১]পাষে[১]

[২]সপ্নে[২] কহেন অর্ধরাতি।।

[২]সপ্ন[২] দেখিয়া রাজাঃ করেন ধর্মের পূজাঃ

দেহারা রচিল [৩]সুভক্ষণে[৩]।

সুবর্ণ কনক যুতেঃ বেতের পতাকা [৪]ঊড়েঃ[৪]

হরসিত দেখি প্রজাগণে।।

হরসি দেখিতে পানঃ নানা দ্রব্য ভারেভারঃ

[৫]ঊপণিত[৫] হইলা সেইস্থান।

ধর্মবোধক আনিঃ হরসিত নৃপমুনিঃ

পূজা করে অতি ধুমধাম।।

সঙ্গে [৬]জত[৬] ভক্তগণঃ দেব কৈল আবাহনঃ

আসন করিল [৭]কুসাসনে[৭]।

পাটাফোঁটা শুদ্ধধুতিঃ জোড় করে করি স্তুতিঃ

আচমন কৈল [৩]সুভক্ষণে[৩]।।

ধুপদিপনিরাজনাঃ ছিল রাজা [৬]জত[৬] জনা

[৮]---[৮] রচিল ঠাঞী।

কর্পূর তাম্বুল [৬]জতঃ[৬] তাহা বা বলিব কতঃ

হরসিত পণ্ডিত রামাঞী।।:।।

১। পাশে ২। স্বপ্নে ৩। শুভক্ষণে ৪। উড়েঃ ৫। উপনীত ৬। যত ৭। কুশাসনে ৮। (অস্পষ্ট)

১ক

রামাঞি পণ্ডিত কহে [১]পুজি[১] ধর্মপায়।।
পাসানসিংহ বলে তুমি [২]আস্যাছ[২] খেলিতে।
হারিলে চালের প্রতি ধন দিবে কতে।।
ধর্ম বলে ধরা মোর হয়ে [৩]জতধিক[৩]।
চালি প্রতি ধন দিব [৪]দ্বাদসমাণিক[৪]।।
আপনার কথা আমি কহিনু তোমারে।
আপনি হারিলে দান কিবা দিবে মোরে।।
দ্বিজ বলে আমি [৫]জদি[৫] হারি তব ঠাঞি।
হারিলে মানিয়া আমি দিব [৬]দস[৬] গাই।।
ইহা বিতরে আমার অন্য নাঞি ধন।
ভাল ভাল বলে সায় দিল নিরঞ্জন।।
লোভে নষ্ট হয়ে দ্বিজ ঋণ সর্বলোকে।
পত্তন করিল খেলা পরম কৌতুকে।।
[৭]পেলিতে[৭] করের [৮]পাসা[৮] হইল ছায়া চারি।
প্রথম চালেতে হইল ব্রাহ্মণের হারি।।
[৯]জিনিঞা[৯] কহেন ধর্ম পাসানসিংহ ভাই।
আপনার [১০]অঙ্গিকার[১০] দেহ [৬]দস[৬] গাই।।
পাসানসিংহ বলে ফের পুনর্বার।
একবেণী দান দিব [১১]তারহী[১১] বিচার।।
[১২]সুনিঞা[১২] দ্বিজের কথা কহেন ঠাকুর।
হাসিয়া হাসিয়া কথা কহেন মধুর।।
[১৩]মায়ায়ে হইআ[১৩] বদ্ধ না জানে কারণ।
সন্ধান হইয়া [১৪]মুচ্ছ্যা[১৪] হইলা বামন।।
[১৫]উঠিয়া[১৫] কহেন তারে কথা পুনর্বার।
তোমায়ে আমায়ে খেলা খেলি আরবার।।
[১৬]কোপযুত হয়্যা[১৬] গোসাঞি কহিছেন কথা।
কতই গোঙর তেঞি বামনের সুতা।।
আপনার দেখি তেঞি কহিলি জবান।
গোঙাব কাফের তেঞি কহিলে ইমান।।

বিরূপ [১৭]দেখিআ[১৭] দ্বিজ পালাইয়া [১৮]জায়[১৮]।
পালায় পালায় বলি ডাকে ধর্মরায়।।
না পালয় দ্বিজ বলি ধর্মরায়।
প্রভুর মায়ায় বদ্ধ [১৯]জাত্যে নাঞি[১৯] পায় ।।
বামনে ডাকিয়া প্রভু কহে করিয়া কৌতুক।
তিনভাগ জাজপুর করিব [২০]ওতুক[২০]।।   .।। .।। .।। .।। .।। .।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। পূজি ২। আসিয়াছ ৩। যতধিক ৪। দ্বাদশমাণিক ৫। যদি ৬। দশ ৭। ফেলিতে ৮। পাশা ৯। জিনিয়া (জয় করিয়া) ১০। অঙ্গীকার ১১। তারবধি ১২। শুনিয়া ১৩। মায়ায় হইয়া ১৪। মূর্ছা ১৫। উঠিয়া ১৬। কোপযুক্ত হয়ে ১৭। দেখিয়া ১৮। যায় ১৯। যেতে নাহি ২০। যৌতুক?

২

বেদবিদ্যা ঘুচাইয়া পড়াব কোরান।
নিশ্চয় কহিল তোরে [১]ইথে নহে আন[১]।।
এত বলি ধর্মরাজ মহাক্রোধ করে।
জাজপুর নগর বেড়িল তরাতরে।।
নগরে সমস্ত [২]জত[২] আছিল ব্রাহ্মণ।
ধরিয়া পিতার [৩]পাসে[৩] করেন বন্ধন।।
পালাতে না পারে কেহ ধর্মের মায়ায়।
মারিয়া ধরিয়া [৪]সভে[৪] রাখেন তথায়।।
একভাই দ্বিজগণে বান্ধিয়া তথাই।
পালের বাছিয়া ভাল আনে [৫]দস গাই[৫]।।
পাটের দড়ায় তারে পাছাতে বান্ধিয়া।
পড়িল পশ্চিমমুখে [৬]নিদয়া[৬] হইয়া।।
ইন্দ্র আপনে তিহো হইয়া মৌলনা।
কানেতে ধরিয়া তার [৭]সুনাল্য[৭] কলিমা।।
হাথে ছুরি মোল্লা বসিলা তথাই।
বিচমোল্লা বলে গাই করিল [৮]জভাই[৮]।।
হাথে সূত্র করি জাত্য কসাই [৯]শৃজিল[৯]।
হাথে ছুরি গাই ছাড়িতে লাগিল।।
হিরা নাম গজা ভাঙ্গা সিরা নাম গজা।
[১০]চোতুরসম[১০] ঊরস ফেপা আতুড়ি গুরুজা।।
ডোম গজা বীরহাঁড়ি হেড়ার প্রধান।
পিছা পরজা আগা আর পঞ্চযান।।
সোন খালি হেড়া কসাই কৈল সোন ঠাঞী।
ইহা পাকাইতে ভাল মুদকি চাই।।
হাওাবিবি সাম তথি নিছিয়া [১১]পেলিল[১১]।
জগাই মাধাই [১২]--------------[১২]।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। এতে নয় অন্য ২। যত ৩। পাশে ৪। সবে ৫। দশ গাই ৬। নির্দয় ৭। শুনালো ৮। জবাই ৯। সৃজিল ১০। চতুরসম ১১। ফেলিল ১২। (অসমাপ্ত)

গজাননঞ্চ। গুহ্যং পুচ্ছঞ্চ পবনোজজ্ঘাপাদৌ মহেশ্বরঞ্চ। এষ সমস্তগাত্রা নিপুণাতু পুরুষোত্তমঞ্চ। অঁ আঁ নাসিকায়াঞ্চ ইঁ ঈঁ নোবনায়াঞ্চ। উঁ ঊঁ বস্তুয়োঞ্চ। ঋঁ ঋঁৃ ওষ্ঠয়োঞ্চ ৯ঁ ৯৯ঁ দন্তপঙ্ক্যাঞ্চ এঁ ঐঁ গণ্ডায়াঞ্চ। ওঁ ঔঁ পৃষ্ঠয়োঞ্চ। অওঁ জিহ্বায়াং। কং খং গং ঘং ঙং দক্ষিণচরণে। চং ছং জং ঝং ঞং বামচরণে। টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষিণজজ্ঘাদ্বয়ে। তং থং দং ধং নং বামজজ্ঘাদ্বয়ে। পং ফং বং ভং মং পুচ্ছে। যং জঠরে রং কটিভাগে লং ককুদি বং অষ্ট্রশ শং দক্ষিণপার্শ্বে ষং বামপার্শ্বে সং কণ্ঠাগ্র হং হৃদয়ে ক্ষং মস্তকে। ততঞ্চ পশোঞ্চকন্তে পশুগায়ত্রীং পশুপাশায়বিদ্যহে শিরশ্ছেদায়র্ধ। মহিতন্ধঞ্চ পশুঞ্চ প্রারাদয়াৎ।। ততঞ্চ পশুবীজমন্ত্রং মূর্ধানং সংস্পৃষ্টপঠেৎ। পশুপাসবিনাশায় হেমকূট স্থিরায়ঞ্চ। পরায়পরমোধিষ্ঠান হুঙ্কারায় নমোনমঞ্চ। ততোবিল্বমানাং পশোঃগণেবদ্ধাকন্তং পৃষ্ঠান্ধতাঞ্চনিবপঠেৎ।।

দেহবন্ধন মন্ত্রবিশেষ-

মহিষঞ্চং মহাবীরো ধর্মরাজস্যবাহনঞ্চ। ভঞ্জিতঞ্চপূজয়ামিত্বাং ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে।। ততঞ্চপূজা।। ওঁপশূনাং পলায়নমঞ্চ। ইতিগন্ধব। ওঁপশূনাং ক্রীং নমইতিপুষ্পং। ওঁপশূনাং ক্ষীং নমইতিধূপঞ্চ। ওঁপশূনাং ক্রীং নমইতিদীপঞ্চ। ততঞ্চ পাশাকণ্ঠে পশুগায়ত্রীরক্ষাসূত্রং বধ্বা দুঁ ইতি মন্ত্রেনাবগুণ্ঠা ধেনুমুদ্রয়াহমৃতীদ্ধতা ভগবতি কামিক্ষাদেবি ইয়ং গৃহৃগৃহৃক্রীং মহাযোগিনি বন্দিতচরণে ওঁ আং ক্রীং ক্রীং হ্রং ভৈরবরূপিণে কপর্দিনিকরালিনি বীং ক্ষীং ময়োপনীতং বনিংগৃহৃ মহাতৃপ্তিং কুরুথ্বাহেন্যস্থ পূজায় তমামৃত।। কুশতিলজলামাদায় নামাহদ্যেনাদি অমুকগোত্রঞ্চ শ্রীঅমুকদাসস্য সহদারাপনস্য সতবর্ষবিচ্ছিন্ন শ্রীনিরঞ্জনপ্রীতিকাম্যয়া ইমং মহিষং যমদৈবতং কামিক্ষাদেব্যৈ মহাঘোরময়ং কোটিযোগিনী পরিবৃতায়ৈ ক্রীং কামিক্ষাদেব্যৈ এতং মহিষং যমদৈবতং ঘাতয়িষ্যে। ততো মহিষমস্তকে হস্তং দণ্ডোপঠেৎ। মহিষদং মহাবীর সর্বাভীষ্ট প্রদায়কঞ্চ। দ্যুতিং মমপাপানি সর্বশত্রুস্বনাশয় পশুজন্ম প্রশুতোমি।

৩ক

তারে আজ্ঞা কৈল [১]সভে[১] খানা পাকাইতে।
আজ্ঞা পাইয়া দুইজনে চলিলা ত্বরিতে।।
হাত্যায়ে চড়িল্য হেড়া জান্যা দিল জান।
বিরিঞ্চির কোপে পদ্মা [২]বাট্যা দেই[২] ঝাল।।
[৩]উত্তম[৩] রন্ধন করি বিরিঞ্চি পাকাই।
[৪]সোয়াদ[৪] বুঝিতে সরা রাখেন জগাই।।
সুসার বুঝিল স্বাদ সরস নিরস।
খস্যাল হাজার হেড়া করিবার কস।।
বিছানা বিছায়্যা জগাই কহিল সাহেবে।
খানা [৫]তইআর[৫] হইল [৬]আস্য[৬] সাহেব তবে।।
তা [৭]সুনিঞা[৭] মহাপ্রভু আনন্দিত হইল।
হাজাম করিয়া স্রষ্টা বামনে [৮]---[৮] দিল।।
মাথা মুড়াইআ টুপি দিলেন মাথায়।
মুরিদ করিয়া কলিমা [৯]সিখাল্য[৯] সভায়।।
[১০]আনিঞা[১০] করার পানে ধোয়াইল হাথ।
বামনে [১১]জবন[১১] করে দুনিয়ার নাথ।।
খুইয়া গায়ের পৈতা [১২]স্মঙরে[১২] খোদায়।
একেলা ইমান করে সাহেবের পায়।।
একভাই কোরান পড়েন সব ঠাঞী।
তা দেখিয়া ভাবিছেন আপনি গোসাঞি।।
রামনাম করিল কেহ পড়িল কোরান।
কেহ বাধা দেয় কেহ বলে রহি মান।।
ব্রাহ্মণ [১৩]জেমন জেবা[১৩] ছিল [১৪]তেজিআন[১৪]।
সৈয়দ [১৫]সেকজাদা হইল মগল[১৫] পাঠান।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। সবে ২। বাটিয়া দেয় ৩। উত্তম ৪। স্বাদ ৫। তৈয়ার (তৈরি) ৬। এসো ৭। শুনিয়া ৮। (অস্পষ্ট) ৯। শিখালো ১০। আনিয়া ১১। যবন ১২। স্মরণ করে ১৩। যেমন যেবা ১৪। তেজিয়ান ১৫। শেখজাদা হইল মোঘল

৪

তবে প্রভু নিরঞ্জন [১]ত্রিদসের[১] নাথ।

[২]শৃজিলেন[২] [৩]মুছমান[৩] আদি আঠার জাত।।

চারিদিগে বসতি করিল স্থানে স্থানে।

রচিল [৪]দ্বাদস[৪] নাম ধর্ম্মের চরণে।।:।।::।।::।।৩।।::।।::।।::।।

তবে প্রভু কর তার দেব ভগবান।

[২]শৃজিলেন[২] [৩]মুছলমান[৩] জাতে খোরাসান।।

বগসিরা পাঠসিরা হল্যা দুইজনা।

বাপে পোয়ে কাটাকাটী [৫]খাত্যে২[৫] খানা।।

কুহুড়া কাবাড়ি মুগরা আর হাজাম।

[৬]সারিয়ান গাড়িআন না কল্য[৬] ইমান।।

দেবগণ রক্ষা প্রভু কৈল প্রতিদণ্ডি।

[২]শৃজিলেন[২] মহাপ্রভু আর খোট্টা সুণ্ডি।।

বৈদ্য মাস কাটা তারা দুই জাত।

[৭]জবন করিল শৃষ্টি[৭] [১]ত্রিদসের[১] নাথ।।

আগু হয়্যাছে হিন্দু পাছু মুসলমান।

হিন্দুকে পুরাণ দিল [৮]জবনে[৮] কোরান।।::।।::।।::।।৪।।::।।

উল্লুক কহেন বাণিঃ প্রজা জ্ঞান করি মানি

[৯]সুন[৯] প্রভু দেব নারায়ণ।

করিলে অমিত কর্ম্মঃ [৯]সুন[৯] প্রভু দেবধর্ম্মঃ

তোমারে করিয়ে নিবেদন।।

তুমি [১০]জে[১০] করিলে প্রভুঃ এমত করয়ে কভুঃ

দেবগণে লাগে চমতকার।

করিলে দারুণ পণঃ অসম্ভবে অকথনঃ

তুমি নাথ দয়ার সাগর।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। ত্রিদশের (ত্রিভুবনের অর্থে) ২। সৃজিলেন ৩। মুসলমান ৪। দ্বাদশ ৫। কাট্যে কাট্যে (কেটে খান খান অর্থে) ৬। সারিয়ান গাড়িয়ান না করিল ৭। যবন করিল সৃষ্টি ৮। যবনে ৯। শুন ১০। যে

৪ক

ত্রিপত্রঃ কণ্ঠ কর তার।২
[১]-----[১] প্রজাপতি।।
তবে মালাকার চলে সাজি [২]আকুড়ি[২] করে
পশ্চিমে মালঞ্চদর্শন।
রাত্রিবাস দূর করি অপর অম্বরপরি
প্রবেশিলা কুসুমকানন।।
উপনীত পুষ্পউদ্যানে।।
দিবাকরে হয়্যা নত নিরঞ্জনে হয়্যা চিত্ত
তোলে পুষ্প অনেক সন্ধানে।।
সাজি রাখি দিব্যস্থলে প্রথমে শ্রীফল তোলে
[৩]তৃঁপত্র[৩] টগর করবীর।
তোলি কালা কুসুন্দর সমীপত্র খরতর
আম জাম কেউদপত্র সার।।
বিরচে প্রসন্ন নানাজাতি।
অভয় ধম্মের পদ [৪]অতিসয়[৪] সুসম্পদ
কৃতার্থ হইলা দানপতি।।
নবীন আমলাপত্র তুলিয়া রাখিল মাত্র
তবে তোলে [৫]তুলুষী[৫] মঞ্জরি।
বাছি রাখি [৬]একভিতে[৬] আনন্দ হইয়া চিত্তে
প্রথমে তোলিল করবীর।।
মল্লিকা মালতিজাতি রঙ্গন টগরযুতি
সজিনা শিউলি কাঞ্চনানি।
দ্বরনিবান্ধবিকুন্দ তবে তোলি মুচুকুন্দ
তোচা তোলে অপর সিউলি।।
কুরচি দুই ডাবা তুলিআ রাখিল কিবা
পারিজাত তুলিল যতনে।
[২]আকুড়ি[২] করিয়া করে বাকসনা নাগেশ্বরে
তোলে গহনে গহনে।।
[৭]বাকস[৭] কাঞ্চনযুত অতিশয় সুসম্পদ
কনক চম্পক [৮]য়বিসার[৮]।

পুষ্পপাবন- ১। (খণ্ডিত) ২। আঁকড়ে ধরে ৩। ত্রিপত্র ৪। অতিশয় ৫। তুলসী ৬। একস্থানে অর্থে ৭। বাসক ৮। অভিসার

৫

বকুল পাটুলি দুই   সাজিতে তুলিয়া থুই।
তবে সে নামিয়া জলে   [১]ঊত্তম[১] কমল তোলে
[২]বাঞ্ছিয়া বাঞ্ছিয়া সতদল[২]।
অতিশয় জা[৩]----------[৩]   কুমুদ তুলিল
সঙ্গে নীললোহিত উৎপল।।
কুসুম রচিয়া [৪]জত[৪]   প্রভুর সাক্ষাতে দ্রুত
আনিয়া দিলেন [৫]সীঘ্রগতি[৫]।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপরি   মন্ত্রসন্ধান করি
[৬]পুষ্পসোধন[৬] [৭]কৈল তথি[৭]।।
পঞ্চতীর্থের দিয়া পয়   ভজ [৮]প্রভূ[৮] মহাশয়
[৬]পুষ্পসোধন[৬] কৈল সুখে।
রামাঞি পণ্ডিত কয়   ভজ [৮]প্রভূ[৮] মহাশয়
কৃপা কর ভক্তনায়কে।।**১১**।।

পুষ্পশোধন- ১। উত্তম ২। বাছিয়া বাছিয়া শতদল ৩। (অস্পষ্ট) ৪। যত ৫। শীঘ্রগতি ৬। পুষ্পশোধন ৭। করিল সেইস্থানে অর্থে ৮। প্রভু

৫ক

ইয়ং ধম্মদেবং স্মরামি।। আবাহনং।। আবাহয়াম্যহং ধম্মং অপিচ কালেজলময়েন বিশ্বেন রাত্রির্ণচ দিবানমেকমন্দারস্তত্রাবসরে জলমধ্যে জটামুকুটবিভূষিত একপুরুষঞ্চ পশ্যোস্মি শরীরমত্রায়চ্ছ শ্রীনিরঞ্জন ভট্টারক 'ইহাগচ্ছ২ ইহতিষ্ঠ২'[১] সন্নিহিতোভব সন্নিরুদ্ধোভব মম কৃতাং পূজাং গৃহাণারাধিষ্ঠানং কুরু।। আগচ্ছমগৃহেদেব সর্বসম্পত্তি হেতবে। পূজাং সমস্তাং সংপৃষ্ঠপ্রসীদ এষ সত্তমঞ্চ।। আবাহয়ামি মণ্ডপেদেবং যথাশক্তি নিবেদ্যতাং। কুরুস্ব মম কলগণং প্রণমামি সদা বিভুং।। ততঞ্চ ষোড়শোপচারপূজা।। তত্রায়ং ক্রমঞ্চ।। ।। ।।

১। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ

আসনং পাথমর্ত্যঞ্চ ততোআচমনীয়কং মধুপুর্ক স্নানজলং বস্ত্রভূষণচন্দনে। পুষ্পং ধূপশ্বদীপঞ্চ নৈবেদ্যাচমনীয়কং কর্পূরং স্বাদসং যুক্তং হরোভক্তিনমস্কৃতিঞ্চ।। এতে ষোড়শনির্দিষ্টা উপচারার্চনে সদা।। আদৌ আসনং গৃহীত্বো।। নির্মিতং 'কুসপত্রাদ্যেরাসনং'[১] সুমনোহরং। অনুকল্পয়নামদেবং অত্রতিষ্ঠয়র্থেপ্সিতং।। ইদমাসনং শ্রীধম্মায়নমঞ্চ।।১।। ইদংবারি মনোহারি শোভনং স্নিগ্ধমুত্তমং।১২। পাদ্যং গৃহ্নজগন্নাথ কৃপাং কুরুথ মামপ্রতি।।ঘ।। পাদ্যং শ্রীধম্মায়নমঞ্চ।।২।। তণ্ডুলাক্ষতসমাযুক্তং সর্পিপষেন পরিপ্লুতং। ভক্ত্যানুরূপতেজেয়ং গৃহানপরমেশ্বরঞ্চ।। এষোহর্ঘঞ্চ শ্রীধম্মায়নমঞ্চ।।৩।।

১। কুশপত্রাদ্যেরাসনং

[১]শ্রীরামচন্দ্রোরঘুবংসচন্দ্রঞ্চ[১] সমুদ্রমুত্তীর্য দশাননং যব উন্মূলযামাসস্বয়ং স্ববৃন্দৈঃ নিরঞ্জনং তং শিরষা নমাম্যহ।।২৭।। নীলাম্বরোয়ো বলভদ্ররূপী মহানবলীয়ান মুষলীহলায়ুধঞ্চ। দৈযোনপ্রলম্ব্যপ্রমুখান জঘান নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।২৮।। শ্রীবৌদ্ধরূপী করুণানিধানো হিংসাকুবৃত্তির্বরকর্মনিন্দা। যোদশায়ামাস সমস্তলোকে নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।২৯।। কল্কাশদ্বর্দ্ধশতনুং সিতাশ্বমারুস্তমেচ্ছানতি দ্বন্দ্বৈঃবা বাণ। জঘানখড়গেণ ভয়ঙ্করেণ শ্রীধম্মদেবং তমহংনমামি।।৩০।। চতুরসনং কুনিবতামষীশকৌমা। রকেয়ঞ্চ প্রথমাবতার। অবীকরদুর্গমতঞ্চে হেতোন্নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩১।। দেহং দ্বিতীয়ং পুরুষঞ্চ প্রমাণঞ্চ শ্রীনারদাখ্যং জনুজন্মলৌহপূর। শ্রীসাবেতগ্রন্থ বিরোধনার্থং যস্তং শরণ্যং শিরষানমামি।।৩২।। দণ্ডোহিয়োহত্রে বসুসূর্যমাসে গৃহেপ্রকাশং ভগবানুপেস্যে।

১। শ্রীরামচন্দ্রোরঘুবংশচন্দ্রঞ্চ

জ্ঞানং দদৌ শ্রীয়দ্বহৈহয়াদীন নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩৩।। জনিং সমাসাহাগতিং মুনীনাং যো দেবকী খলুককুমোন্মুখে। যোগংসশাংখং কৃপয়াদ্যুরোচষন্নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩৪।। গ্রহেগ্রহাৎ কেবলদুর্বিপাকাৎ যদস্বহত্রিকূটাদ্রি সরোবরাম্ভসি। গজেন্দ্রমাত্মোপম মাকরোষা নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩৫।। যঞ্চ সিদ্ধপীঠে বদরিকাশ্রমে শ্রীঞ্চ কবীন্দ্রমাত্মানমিভাস্যগ্রন্থং মহাভারত মাস্বতানী ন্নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩৬।। মহাসুখদেহেন মনোহরেন পিযূষদম্ভ শিরষানিবায়। ক্ষিরোদবৈদ্যপ্রাদ্বরভূন্মহাত্মা নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩৭।। যোমোহিনীং রূপমনং প্রসাদ্য ত্রৈলোক্য ক্রিং ক্ষোভিতসংকটাক্ষ। বিনাহয়ামসিদিতেন্তনূজনি নিরঞ্জনং তং শিরষানমামি।।৩৮।। আদ্যেযুগেযঞ্চ প্রথমং মহাত্মা শ্রীধম্মদেবং সহসাবতীর্য। ষন্মার্গদৃষ্টিংহি [১]---------[১]

১। (অসমাপ্ত)

রবিঃ দ্বাদশমূর্তিযঞ্চ সর্ববিঘ্নবিনাশকঞ্চ। কুরুস্বমমকল্যাণং সন্তুষ্টোভবসর্বদা।। দ্বাদশাদিত্যেভ্যোনমঞ্চ।। সুমেরাদিপর্বতেভ্যোনমঞ্চ।। সুমেরাদিপর্বতেয়ঞ্চ স্থিতে স্বস্থানমুত্তমং। পূজাংগৃহ্নুপ্রভোদেবো নিজমঙ্গলহেতবে।। সুমেরাদিপর্বতেভ্যোনমঞ্চ।। স্থিতিজম্বুদ্বীপাদি স্বস্থানস্থাপপূজয়ং নময়ৈবদীয়তেপুষ্পং নিজকল্যাণহেতবে।। জম্বুদ্বীপাদি সপ্তদ্বীপেভ্যোনমঞ্চ।। লবণাদি নিবিস্যশ্বনির্ণয়ঞ্চ সপ্তমেবচ। পূজিতেমেসদাগত মঙ্গলংকুরুতেমুদা।। লবণাদিসাগরেভ্যোনমঞ্চ।। স্বয়ম্ভুবাদি মনুভ্যোনমঞ্চ।। রবিবারাদিবারেভ্যোনমঞ্চ।। প্রতিপদাদি তিথিভ্যোনমঞ্চ।। বৈশাখাদিমাসেভ্যোনমঞ্চ।। বসন্তাদি ষড়তুভ্যোনমঞ্চ।। অযপাদি দ্বাদশসংক্রান্তিভ্যোনমঞ্চ।। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রেভ্যোনমঞ্চ।। বিস্কুম্ভাদি যোগেভ্যোনমঞ্চ।। রবাদিকরণেভ্যোনমঞ্চ।। সম্বৎসরেভ্যোনমঞ্চ।। যুগেভ্যোনমঞ্চ।। কল্পেভ্যোনমঞ্চ।। মন্বন্তরেভ্যোনমঞ্চ।। আত্মদেবতায়েনমঞ্চ কুলদেবতায়েনমঞ্চ।। সূর্যমণ্ডলায়নমঞ্চ সোমমণ্ডলায়নমঞ্চ।। বহ্নিমণ্ডলায়নমঞ্চ বস্ত্রায়নমঞ্চ।। বশিষ্ঠাদি ঋষিভ্যোনমঞ্চ।।

৮

গঙ্গায়ৈনমঞ্চ যমুনায়ৈনমঞ্চ ইতিসর্বত্রবোদ্ধব্যং বধাস্তেনমঞ্চ সর্বেভ্যোদেবেভ্যোনমঞ্চ গণপতয়েনমঞ্চ যাদবেন্দ্রায়নমঞ্চ গোবিন্দায়নমঞ্চ লম্বোদরায়নমঞ্চ গজাননায়নমঞ্চ মুষকবাহনায় মহাশেনায়নমঞ্চ।। সবজন্মেনমঞ্চ পার্বতীনন্দনায়নমঞ্চ সূর্যায়নমঞ্চ দিবাকরায়নমঞ্চ প্রভাকরায়নমঞ্চ মাত্রেনমঞ্চ দিব্যলোকেশায়নমঞ্চ বিষ্ণুচক্ষুষেনমঞ্চ ভাস্করায়নমঞ্চ কিরণোজ্বলায়নমঞ্চ দিব্যমূর্তয়েনমঞ্চ বিষ্ণবেনমঞ্চ গোপালায়নমঞ্চ শ্রীকৃষ্ণায়নমঞ্চ গোবিন্দায়নমঞ্চ নারায়ণায়নমঞ্চ মুকুন্দায়নমঞ্চ মাধবায়েনমঞ্চ মধুসূদনায়নমঃ ত্রিং বিক্রমায়নমঞ্চ বামণায়নমঞ্চ শ্রীরামচন্দ্রায়নমঞ্চ রামনাথায় পুণ্ডরীকাক্ষায় অযুতায় পীতাম্বরায় কেশবায় গরুড়ধ্বজায় উপেন্দ্রায় চতুর্ভূজায় প্রদ্যুন্মায় মহাদেবায় মহেশ্বরায় শিবায় হরয়ে ত্রিলোচনায় ত্র্যম্বকায়নমঞ্চ।। ।। ।।

শায়ককর্কটেচাক্ষুষং বিষ্ণুংসিংহে ভাস্করসংঙ্গকং। কন্যায়াং প্রভাকরোনাম মার্তণ্ডঞ্চতুলস্যচ।। কিরণোজ্বলং বৃশ্চিকেচ ধনুরাশৌরবিগ্রহং। মকরেসূর্যনামাচ কুম্ভেহর্কস্থলাভবেৎ।। দ্বাদশঞ্চদিব্যমূর্তীং প্রকাশংধম্মংউচ্চতে। এবং নন্দায়তে পৃষবৃথাদ্বস্যং সমুদ্ভবঞ্চ। পুরাণঞ্চ মতং এণং পূষতেদেবয়ন্ত্রতঞ্চ।। আদিত্যেঞ্চ প্রথমোনাম দ্বিতীয়ঞ্চদিবাকরঞ্চ। তৃতীয়োদিব্যলোকেশ শ্চতুর্থেবিষ্ণুচক্ষুষঃ।। পঞ্চমোভাস্করোনাম ষষ্ঠঞ্চেবপ্রভাকরঞ্চ। মার্তণ্ডং সপ্তমোনাম অষ্টমেকিরণোজ্বলঞ্চ।। নবমঞ্চরবিন্নাম দশমঞ্চসূর্যএবচ। অর্ক একাদশোনাম দ্বাদশোদিব্যমূর্তয়ঞ্চ।। দ্বাদশে তানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঞ্চ পঠেৎ। কাষিং কুষ্ঠং হরেতু সৃজায়তে হরতে ধ্রুবং।। ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসূর্যস্য দ্বাদশনামপাঠং সমাপ্তং।।০।। আদিত্যোয়নমস্তভ্যং প্রসীদমমভাস্করঞ্চ। দিবাকরনামাহস্তভ্যং [১]---------[১]

১। (অসমাপ্ত)

৯

প্রভাকরনমোহস্তুতে।। সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং [১]কাস্যপং[১] শুভং। [২]সতপদ্ম[২]ধরংদেবং তং সূর্যংপ্রণমাম্যহং।। লোহিতংরথমাকারং সর্বদেবনমস্কৃতং। সর্বপাপহরংদেবং তং সূর্যংপ্রণমাম্যহং।। হেংদেবরথসর্বস্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরং। সর্বপাপহরংদেবং তং সূর্যংপ্রণমাম্যহং।। পৃথিবীহে মাপস্তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেবচ। প্রভুহেং সর্বঙ্গানাথং তং সূর্যংপ্রণমাম্যহং। বন্ধকপুষ্পসংকাষং হারকুণ্ডলভূষণং। একচক্রধরংদেবং তং সূর্যংপ্রণমাম্যহং।। হেসূর্য বিশ্বকর্তারং [৩]জ্ঞানপ্রকাস[৩]মোদকং। মহাপাতকহরংদেবং তং সূর্যংপ্রণমাম্যহং।।০।। অথবৃক্ষছেদনবিধিঞ্চ।। পূর্বদিনে সাঙ্গয়োসহিত বৃক্ষসমীপমাগত্যে গোময়েনোপালপ্য সকৃৎ ভুক্ত্বাপরেহহনি ধম্মাধিকারী ভক্তজনেঞ্চসহ নানাকোলাহলং কৃত্বো বৃক্ষসমীপমাগয়েতমর্চয়েৎ।। ধম্মাধিকারী শুচিঞ্চ পবিত্রপাণিং রচন্তে উদঙমুখ পূর্ববজ্রাসনং শুদ্ধিং কৃতোসঙ্কল্পং কুর্যাৎ।। শ্রীবিষ্ণুন্নমোহয়া [৪------৪]

১। কাশ্যপং ২। শতপদ্ম ৩। জ্ঞানপ্রকাশ ৪। (অসমাপ্ত)

মুকেমাস্যমুকেপক্ষেহমুকতিথৌ শ্রীনিরঞ্জনভট্টারক চরণসরোজসন্নিধৌ [১]কাস্যপগোত্রস্য[১] দেযুলগদি[২]-----[২] মনোরথ সিদ্ধার্থং পঞ্চদেবতাপূজাতথা নিরঞ্জনপূজা গম্ভীরবৃক্ষপূজা বৃক্ষছেদনমহঙ্কবিস্যে।। ওঁ কুরুস্ব।। ওঁ জজ্জাগ্রত ইতিপঠেৎ।। ততশ্চস্নানং।। আং দৌতেশহরিদ্রয়া।। সুবাসম্লানভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাশ্চ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূন্নেনস্নানং [৩]সুদ্ধমনাময়ং[৩]।। স্বৈবস্বৈম্মন্ত্রেশ্চ স্নাপয়েৎ।। বৃক্ষমূলে ঘটস্থাপনং কৃত্বো গণেশাদিদেবতাশ্চ সংপূজ্য স্বৈবস্বৈম্মন্ত্রেরধিবাসয়েৎ।। নবদণ্ডং প্রজ্বলিতমাবাহয়েৎ।। বৃক্ষমহমারোপয়ামি আবাহয়ামি পাদ্যাদিনাপূজয়েৎ।। স্তুতিংপঠেৎ।।

১। কাশ্যপগোত্রস্য ২। (অস্পষ্ট) ৩। শুদ্ধমনাময়ং

১০

বৃক্ষরাজি নমস্তুভ্যং নমস্তে বৃক্ষরূপিনে অপরাধক্ষমংধেহি দেবরূপনমোহস্তুতে।। ভক্ত্যাকল্যাণহেতের্থং আগতোহসিমমালয়ে। বনস্পতি সমুৎপন্নং ব্রহ্মবেংহেমরূপিণং।। ততোলৌহদণ্ডংপূজয়েৎ।। আদৌপঞ্চামৃতেন স্নানঙ্কারয়েৎ।। তীক্ষ্ণধারায় লৌহদণ্ডায়নমঞ্চ মূলেব্রহ্মণেনমঞ্চ মধ্যেবিষ্ণবেনমঞ্চ অগ্রেরুদ্রায়নমঞ্চ কালিকালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়েনমঞ্চ।। ততো লৌহদণ্ডস্যধ্যানং।। লৌহদণ্ডং মহাতেজং দেবীশক্তি তবাণনে।। তীক্ষ্ণধার সদাপূষং শান্তিরূপ নমোহস্তুতে।। বৃক্ষপুত্র লৌহদণ্ড সৎকাম্য সিদ্ধ্যর্থং হন্তারং তরুপল্লবং।। শিবপ্রীতিং হিতার্থায় দেহিমে কার্যমুদ্ধরেৎ।।

১০ক

ততোনবদণ্ডং নীত্বো সর্বজনেঞ্চ সহবৃক্ষং প্রদক্ষিণী কৃত্বে পুষ্পাঞ্জলিং নীত্বোপঠেৎ।। শাখাচ্ছেদং শিরঞ্চস্নেহে নিছিদ্রে কাম্যজায়তে। [১]সন্যাসী[১] সর্বভক্তানাং তারয়েৎ সর্বসঙ্কটে।। পুষ্পাঞ্জলিং দত্বো প্রণমেৎ।। দেযুলগদি [১]সন্যাসীং[১] প্রতি গন্ধচন্দনেন ভূষয়িত্বো বৃক্ষংছেদয়েৎ।। ভক্ত্যা[১]সন্যাসী[১]জনেঞ্চ সহতাং শাখাং মস্তকে কৃত্বো কর্মকারস্য গৃহং গত্বো বিশ্বকর্মং পূজয়েৎ।। স্বেবস্বেম্মন্ত্রেঞ্চ স্নানং সমাপ্য পাদ্যাদিনা পূজয়েৎ।। বিশ্বকর্ম মহাস্থানং বিচিত্রং পাদযুগ্মকং। পূজিতং পাদপদ্মেণ নির্বিঘ্নং কর্মজায়তে।। বিশ্বকর্মনেনমঞ্চ তীক্ষ্ণধারায়নমঞ্চ সর্বশাস্ত্রায়নমঞ্চ মেঘাকারায়নমঞ্চ।। কর্মকারমর্চয়িত্বো তংবৃক্ষংসম পূজয়েৎ।। দেবগৃহে কেচিন্নিরাহারী কেচিৎফলাহারী বা সর্বনি ভোজয়েৎ।। ততোহদ্বীপশায়াং দেযুলগংসহ মুক্তায়াঞ্চ সুসজ্জ।।

১। সন্ন্যাসী/সন্ন্যাসীং

কৃতে প্রক্ষালনং কৃত্বো গম্ভারিপীঠোপরিমূর্ত্তিং স্থাপয়িত্বো তদ্বপরিবস্ত্রং পঞ্চদত্বোধিবাসং কারয়েৎ।। গন্ধপুষ্প ধুপদীপ নৈবেদ্যাদিনাতামর্চয়েৎ।। ততো নূতনমণ্ডপং কৃত্বো তামুৎসৃজেৎ।। পরদিনে প্রাতশ্চ স্নানাদি দেবপূজান্তং বিধায়পুষ্পান্যাহরেৎ।। যুগ্মপ্রহর ব্যতিরিক্তেন মালাপুষ্প ধুপদীপ নৈবেদ্যাদিনারাম্ভপূজয়েৎ।। চতুর্যানেন নিরঞ্জনং নীত্বো মুক্তাঞ্চ কোলাহলং কৃত্বো কম্মকার গৃহমাগয়ে কম্মকারং পূষাং কৃত্বো সর্ব[১]সন্যাসী[১]দ্রব্যং নীত্বো মত্বাং পুষ্করিণয়ত্বাং স্নাপয়েৎ।। ।। ।।

১। সন্ন্যাসী

ভট্টারক নমস্তুভ্যং নমঞ্চ পরমকারিণে। দেবীহস্তস্থিতোনিত্বেং অত্র রক্ষাং কুরুস্বচ।। ভট্টারকায়নমঞ্চ।। বাণেশ্বরায় পাদ্যাদি কংদর্পস্তুতিং পঠেৎ।। বাণেশ্বরায় নরকর্ণেবতারণায়। জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়। [১]কপ্পুর[১]গন্ধ সরনেন্দুজটাধরায় দারিদ্রদুঃখ দহনায় নমঞ্চ শিবায়।। পরশোরিহাগচ্ছ ইহয়ো বাহ্যপাদ্যাদি কংদর্পস্তুতিং।। পরশুদ্বেং মহাতী মুদ্রধরোভীষ্টঞ্চ জায়তে। রক্ষয়েন্মং সদা সস্ত্রদূষণাঞ্চ পতিতোজনেঞ্চ।। পরমবেনমঞ্চ।। অস্ত্রেয়োনমঞ্চ শস্ত্রেয়োনমঞ্চ।। রামায়নমঞ্চ।।০।। অথচ্ছাগস্তংচ্ছর্গবিধিঞ্চ।। আদ্যৌস্নানং।। বরাহী যমুনাগঙ্গা করতোয়াসরস্বতী কাবেরীচন্দ্রভাগাচ সিন্ধুভৈরবসাগরাঞ্চ।। ছাগস্যচপশোঞ্চস্নানে সন্নিধ্যমিহক।। রক্তমাল্যেণ বেষ্টয়িত্বো প্রোক্ষয়েৎ।। ওঁ অগ্নিঞ্চদনুন্নাসী ত্তেনাজয়ন্তসত্রতং লোকময়জয়ন্নিব সভেলোকো ভবিষ্যসি তংয়েহস্যসি পিবৈতাপঞ্চ।। ওঁ বায়ুঞ্চ পশুরাশীত্তেনায়জন্তঞ্চ সত্রতংলোক

১। কর্পূর

ময়জয়স্মিনবায়ুঞ্চ সভেলোকোভবিষ্যসি তংজেস্যসি পিবৈতাপঞ্চ।। ওঁ সূর্য্যঞ্চপশুবাসীত্তেণায়জন্তঞ্চ সত্রতং লোকময়জয়স্মিনসূর্য্যঞ্চ সভেলোকোভবিষ্যসি তংজেস্যসি পিবৈতাপঞ্চ।। ওঁ বাচন্তে সুন্ধ্যামি প্রাণন্তে সুন্ধ্যামি চক্ষুস্তে সুন্ধ্যামি শ্রোত্রন্তে সুন্ধ্যামি নাভিন্তে সুন্ধ্যামি মেচন্তে সুন্ধ্যামি চরিত্রন্তে সুন্ধ্যামি মনস্তাপগয়তাং প্রাণস্তাপগয়তাং চক্ষুস্তাপগয়তাং শ্রোত্রস্তাপগয়তাং মেচন্তোপগয়তাং নাভিস্তাপগয়তাং যত্তে ক্রুরং যদস্থিতং তত্তে নিষ্ঠায়তাং তত্তে সুদ্ধ্যন্ত সুমহোদ্যঞ্চ সমৃদ্ধ্যতে মেলং হিংসি বাঙমনশ্চাত্মাচয়ৎ পূর্বং যদস্থিতং তৎ সর্বমাপগয়তাং।। ইতিপ্রোক্ষপাদ্যাচমনীয়ং দত্বোগন্ধপুষ্পেন পূজয়েৎ।। ততঞ্চ।। শিরষিরুধির বদনায়েনমঞ্চ কপালে ঐঁ চণ্ডিকায়ৈনমঞ্চ কর্ন্নয়োঃ বৃহস্পতয়েনমঞ্চ চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিয়োথাংনমঞ্চ মুখনাসিকয়োঞ্চ সর্বস্বয়েনমঞ্চ জিহ্বায়াং অগ্নয়েনমঞ্চ গ্রীবায়াং উগ্রচণ্ডায়নমঞ্চ চতুষ্পদেষু মহাভৈরব্যেনমঞ্চ।।

১২ক

উদারবৈষ্ণব্যৈ পুচ্ছে রক্তদন্তিকায়ৈ সর্বাঙ্গে রুধিরবদনায়ৈ নমঞ্চ।। পুচ্ছেপৃষ্ঠেললাটেচ পার্শ্বয়োর্জ্জঘয়োস্তথা। মেচঞ্চসর্বগাত্রেষু মুঞ্চন্তু পশুদেবতা।। শিবঞ্চ [১]পুণাত্ত[১] গোবিন্দকন্বং বিষ্ণুঞ্চ [১]পুণাত্ত[১]তে। পৃষ্ঠং [১]পুণাত্ত[১]বৈকুণ্ঠঞ্চ কবচন্তন্তি গজাননঞ্চ।। গুহ্যং পুচ্ছঞ্চ পবণোজজ্ঘাপাদৌ মহেশ্বরঞ্চ।। এবং সমস্তং গাত্রাণিমুঞ্চ [১]পুণাত্ত[১]পুরুষোত্তমঞ্চ।। শৃঙ্গমধ্যে সিন্দুরং দত্বো পঠেৎ।। ছাগশৃঙ্গ গৃহীতোঽসি পশুদ্বেং বিপহীয়তাং। উপয়োগ স্বেয়াকার্যমষ্টম্যাঞ্চ সদেবহি।। ছাগদ্বেং পশুরূপেণ মমভাগ্যাদ্বপস্থিতঞ্চ। প্রণমামি ততঞ্চ সর্বংরূপিণং বলিরূপিণং।। চণ্ডিকাং প্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাসনঞ্চ। বৈষ্ণবীবিষ্ণুরূপায়বলে তুভ্যং নমোনমঞ্চ।। রক্ষার্থে পশবঞ্চ [২]শৃষ্টী[২] স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবাঞ্চ। অতস্বোং ঘাতয়িষ্যমি তস্মাদ্যস্তে [৩]--------[৩] ঐং হীং শ্রীং ইতিমন্ত্রেণবলে মুষ্ঠিজলং দত্বো মাস্কান্যা সংকুর্যাৎ।। [৪]কুষ[৪]তিলজলান্যাদায়।। শ্রীবিষ্ণুন্নমোহয়া [৫]-------[৫]

১। পুন্যাত্ম ২। সৃষ্টি ৩। (অস্পষ্ট) ৪। কুশ ৫। (অসমাপ্ত)

মুকেমাস্যমুকপক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীনিরঞ্জন শ্রীমতীকামিণাদেবি চরণসরোজসন্নিধৌ অমুকগোত্রস্যামুকদাসস্য সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং পঞ্চবিংশতিবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীনিরঞ্জন শ্রীমতীকামিণাদেবী প্রীতিকামশ্চ ইমং ছাগপশুমগ্নিদৈবতং শ্রীনিরঞ্জন কামিণাদেবেতুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে।। প্রতিনিষৌচেৎ।। তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যামি।। ততশ্চ পুটাঞ্জলি পূর্বো।। ইমং ছাগগৃহানবেং শক্তিহেতোদ্দিবৌকসাং। সর্বত্র রক্ষমাম দেবিচণ্ডিকায়েনমোহস্তুতে।। পশুয়োনিপ্রসুতোহসি পূজাহোমাদিকর্ম্মষু। তুষ্টাভবতুসাদেবী সমাংসরুধিরৈস্তব।। ততশ্চ পশোশ্চ কন্নৈগায়ত্রীং জপেৎ।। পশুপাষায় বিদ্যহে। শিরশ্ছেদায়ধীমহি। তন্নশ্চ পশুশ্চ প্রচোদয়াৎ।। ইতি

পশোশ্চ কন্নৈত্রিশ্চশ্রাবয়েৎ।। হিলিহিলিবহুরূপধরায়ৈ হুং ইমং পশুং প্রদর্শয়মুক্তিং নিয়োজয়স্বহী।। মহিষঘ্নি মহামায়ে দৈবেদর্পনিসুদনি। ছাগলেন বলির্দত্তো রক্ষমাম সর্বতশ্চ শিবে।। ততশ্চ খড়গপূজা।। সহস্রশীর্ষেতি স্নাপয়েৎ।। মূলেব্রহ্মণেনমশ্চ মধ্যেবিষ্ণবেনমশ্চ অগ্রেরুদ্রায়নমশ্চ পার্শ্বয়োশ্চ কালয়মাদ্যাং নমশ্চ কালিকালি বিকটদংষ্ট্রে স্ফেং স্ফেং স্ফেং ফেৎকারিনি খাদয় খাদয় ছেদয় ছেদয় সর্বদুষ্টান মারয় মারয় অস্মিন খড়গেন ছিন্ধি ছিন্ধি পিবাপররুধিরং স্ফেং স্ফেং ক্রীং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈনমশ্চ।। পুটাঞ্জলিং কৃত্বো।। ওঁ অষির্বিষসনশ্চ খড়গস্তীক্ষধারোদ্বরাসদশ্চ।। শ্রীগর্বোবিজয়শ্বেব ধর্মপালনমোহস্তুতে।।

ইথেষ্টোত্তরনামা ঐশ্বর্যমুক্তানিবেধসা। নক্ষত্রং কীর্তিকায়োগো গুরুর্দেবোমহেশ্বরঞ্চ। পিতা পিতা মহশ্বৈবদ্বেং মাসপালয় সর্বদা।। খড়গং হস্তেকৃত্বো হাংহুং ফডিয়েনেনমন্ত্রকৈঞ্চ খড়গং গৃহীত্বো বিমলখড়গেন ছেদয়েদ্বলিমুত্তমং।। রুধিরংগৃহীত্বো সৈন্ধবসঙ্কুলেঞ্চ রুধিরাস্য ঐং দ্রীং শ্রীং কৌষিকে রুধির আপগয়তাং।। শিরঞ্চপ্রদীপং প্রদাতব্যং।। শ্রীবিষ্ণুন্নমোহমামুকে মাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্যামুকদাসস্য সহদারাপত্যেস্যা ভাষা সিদ্ধ্যর্থং কামিন্যাপ্রীতিকামঞ্চ ইমং ছাগরুধিরং কামিন্যাদেব্যৌ সংপ্রদদে।। এবং শিরোঽপি।। ত্রিনেত্রেচ করালাস্যে মুণ্ডমালাবিভূষিতে। সর্বাসুর নিহন্তেদ্বেং খড়গখট্বাঙ্গধাবিণে।। মহিষঘ্নি মহামায়ে দৈবেদর্পনিসুদনি। ছাগলেন বলির্দগ্নি গৃহাণ হরবল্লভে।। ইমং ছাগবলিং দেবি গৃহাণকালরাত্রিকে। প্রীতাভব মহাকালী রক্ষমামং দেবিচণ্ডিকে।। ঘোররক্তে করালাস্যে মদ্যমাংস বলিপ্রিয়ে।

১৪ক

মনম্প্রিন্তং তপাস্বিন্তং সুস্যঞ্চ শোভনংততং। কলাপেনদ্ধায়তেজ্ঞানং নিরঞ্জনায়নমোহস্তুতে।। জ্ঞায়তেন জ্ঞায়তেবাপিয়ৎ কিঞ্চিৎ পূষতেময়া।। সম্প্রীতোভবদেবেশ নিরঞ্জনায়নমোহস্তুতে।।১৪।। ব্রতমিদং মহাদেবগৃহীতং পুরতম্বসরং।। নির্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্লোতিবেৎ প্রসাদাজ্জনার্দনঞ্চ।।১৫।। অদ্যমে সফলং জন্মজীবিতঞ্চ সুজীবিতং। যদঙ্ঘিমর পাদপদ্ম মধুরদ্যমবায়তে।।১৬।। জগতাং রূপিনে তুয়ং [১]--------[১] নমস্তে বিশ্বনাথায় সংসারস্থিতিহেতবে।।১৭।। [২]যগৎপ্রভুং[২] দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমং। স্তবন্নাম সহস্রেন পুরুষঞ্চ সততোত্থিতঞ্চ।।১৮।। [৩]----------[৩] মানস্তমেবচ।।১৯।। অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোক মহেশ্বরং। লোকাধ্যক্ষং স্তবান্নযেং সর্বশোভয়েৎ।।২০।। ব্রহ্মন্যং সর্বধম্মানাং লোকানাং কীর্তিবৰ্দ্ধনং।

১। (অস্পষ্ট) ২। জগৎপ্রভুং ৩। (অস্পষ্ট)

লোকনাথং মহদ্ভূতং সর্বলোকোদ্ভবোদ্ভবং।।২১।। এবমে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমোমতঞ্চ।। যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবেসর্বৈরঞ্চ সদা।।২২।। পরমংয়োমহন্তেজঞ্চ পরমংয়োমহত্তপঞ্চ। পরমংয়োমহদ্বরূপরমংয়ঞ্চ পরায়ণঞ্চ।।২৩।। দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাংয়োহব্যয়ঞ্চপিতা। যতঞ্চ সর্বানি ভূতানি ভবনত্যোদি যুগাগমে।।২৪।। যস্মিনঞ্চ প্রলয়ং যান্তি পুলরেব যুগক্ষয়ে। তস্যলোক প্রধানস্যয়গন্নাথস্য ভূপতেঞ্চ।।২৫।। নক্রো ধৌমচমাশ্চর্যং নালাভোনা শুভামতিঞ্চ। ভবন্তি কৃতপুষ্পগনাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে।।২৬।। সসুরাসুরগন্ধর্বং সয়ক্ষোরবরাক্ষসং। জগদ্বসেবর্ততীদং জগদস্যচ চরাচরং।।২৭।।০।। ইন্দ্রিয়ানিমনোবুদ্ধিঞ্চ সত্তং তেজোবলং ধৃতিঞ্চ। বাসুদেবাত্মকান্যাহুঞ্চ ক্ষত্রং ক্ষত্রকুত্রবচ।।২৮।। সর্বাগমানা মার্গরঞ্চ প্রধানং পরিকল্প্যতে। ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১----১ পারদণ্ডং পূজয়েৎ।। সংশ্রশীর্ষোত আশ্রয়ী যোদিনাস্মাপয়েৎ।। দণ্ডনাবাহয়েৎ।। বরদণ্ডং মহাতেজং উৎপাত্তমাগমস্তকে। কালবেকাল বিদ্যাতঞ্চ পুষ্করোবরুণস্তথা।। কনকোমাণিকশ্বেব ছায়াকৃত্যোৎপলস্যচ। এতনিনবদণ্ডং নমাম দেবগৃহে বিনির্মিতে। ঘৃতেখণ্ড সমাদায় তস্মৈসঋঞ্চদেবতা। সর্বাদেবসমাযুক্ত নানাভরণভূষিতে।। আযাহিময়ের্লোকেষু সান্নিধ্যমিহকম্পয়। ইমমষ্টমিদং পাদ্যং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।। দণ্ডবাহন।। শ্রীবাহয়াম্যহং দেবং ব্রহ্মানং কমলাসনং। দ্বিজমূর্তি ধরং দেবং চতুর্বেদধরস্তথা।। দণ্ডংদ্বেং ব্রহ্মাবেঞ্চবিষ্ণুরুদ্রেশদ্বেং প্রণেতামহঞ্চ। আযাহিময়েলোকেষু দণ্ডেহস্মিন সন্নিহিতোভব।। ইদময়্যামিদং পাদ্যং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।। ওঁ অগ্নিদূতং পূরোদধে হবাবাহসুপক্রবে। দেবানাং প্র২------২মিহং।। ইয়োগ্নং দণ্ডোপরিস্থাপয়েৎ।। কৃতাঞ্জলিঞ্চ পঠেৎ।। ইহৈবায়মিতবো জাতবেদাদেবেখো ইঋং বহন্ত প্রজানন।।

১। (অস্পষ্ট) ২। (অস্পষ্ট)

১৬

ইতিমন্ত্রেণ দণ্ডে খণ্ডং কুর্যাৎ।। অগ্নেদ্বেং কপিলনামাসি কপিলনাম্নেহগ্নয়ে পাদ্যাদিব্যং কুর্যাৎ।। [১]-----[১] অনন্তাত্মজেকালদণ্ড [২]ইহাগচ্ছ[২] ইয়োবাহ্যপূজয়েৎ।। স্তুতিং চম্পকপুষ্পং নীত্বোপঠেৎ।। কালদণ্ডং মণ্ডলাকারং প্রাপ্নঞ্চ স্বর্ণভূতলে। ওঁঙ্কারবদনং দেবং কালদণ্ডং প্রণমাম্যহং।। কলিঙ্গ[৩]দেসো[৩]ৎপন্নায়ানন্তাত্মজায় কালদণ্ডায়নমঞ্চ।। অস্ত্রেদ্বেং পিঙ্গলনামাসি পিঙ্গল নাম্নেহগ্নেয়েবেকালদণ্ডে ইহাগচ্ছ ইয়োবাহ্য পূজয়েৎ।। স্তুতিং।। বেকালদ্বেং স্থূলকায়ং কৃষ্ণবর্ণং মহাবলং। রক্তবস্ত্রধরংদেবং বেকালদণ্ডং প্রণমাম্যহং।। বাসুদেবাত্মজায় সিন্ধু[৩]দেসো[৩]ৎপন্নায় বেকালদণ্ডায়নমঞ্চ।। পুষ্করদণ্ডেহগ্নেদ্বেং ধূম্রনামাসি। [৪]------[৪] পদ্মনাভাত্ম জায়পুষ্করদণ্ডে ইহাগচ্ছেয়োবাহ্য পূজয়েৎ।। স্তুতিং।। পুষ্করদণ্ডং স্বপ্নবর্ণাভং হারকেয়ুরভূষিতং। কোটিসূর্য সমংতেজং বিশ্বকম্মে করস্থিতং।। কাঞ্চনয়ামাহং।।

১। (অস্পষ্ট) ২। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ৩। দেশো ৪। (অস্পষ্ট)

মগধ[১]দেসো[১]ৎপন্নায় মহাপদ্মাত্মোজায় বরুণদণ্ডায়নমঞ্চ।। বরুণদণ্ডেহগ্নেদ্বেং শিখিনামাসি। শিখিনাম্নেহগ্নয়ে [২]ইহাগচ্ছ২[২] ইয়োবাহ্য পূজয়েৎ।। স্তুতিং।। কনকদ্বেং মহাকায়ং পীতবস্ত্রং চতুর্ভূজং। জটামুকুটধারীচ কনকং প্রণমাম্যহং।। রত্নদ্বীপনিবাসায় তক্ষকাৎ অজায়গৌতমগোত্রায় কনকদণ্ডায়নমঞ্চ।। মাণিকদণ্ডেহগ্নেদ্বেং হাটকনামাসি ভৃগুগোত্রায় হাটকনাম্নে [২]ইহাগচ্ছ২[২] ইয়োবাহ্য পূজয়েৎ।। স্তুতিং।। রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ ষড়ভূজঞ্চ চতুর্মুখং। কৃষ্ণবস্ত্রধরংদেবং মাণিকং প্রণমাম্যহং।। কলিঙ্গনাগাৎমেজায় ভোজকটক[১]দেসো[১]ৎপন্নায় ভৃগুগোত্রায় মাণিকদণ্ডায়নমঞ্চ।। ছায়াদণ্ডেহগ্নেদ্বেং ব্রহ্মণামাসি।। ব্রহ্মনাম্নি ইয়ংযে [২]ইহাগচ্ছ২[২] ইয়োবাহ্য পাদ্যাদিব্যং কৃত্বোস্তুতিং।। ছায়াদণ্ডং সহাস্যঞ্চ মাণিকাদি বিভূষিতং ঊর্ধ্বমুখে সহাস্যস্বেচ্ছায়েয়ং প্রণমাম্যহং।। শঙ্খনাগাৎমেজায় মলয়[১]দেসো[১]ৎপন্নায় জৈমিনিগোত্রায় ছায়াদণ্ডায়নমঞ্চ।।

১। দেশো ২। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ

১৭

হৃতদণ্ডেহগ্নেদ্বেং তেজনামাসি ভরদ্বাজগোত্রায় কলিঙ্গনাগাৎত্মজায় সৌরাষ্ট্র[১]দেস[১]নিবাসায় পাদ্যাদিব্যাং স্তুতিং।। হৃতদণ্ডং মহাকায়ং ধুম্রবর্ণং মহাবলং। পঞ্চাননং ত্রিনেত্রঞ্চ হৃতদণ্ডং প্রণমাম্যহং।। কলিঙ্গনাগাৎমেজায় মগধ[১]দেস[১]নিবাসায় হৃতদণ্ডায়নমঞ্চ ওঁ পরদণ্ডেহগ্নেদ্বেং [২]হুতাসন[২]নামাসি পৌলম্যগোত্রায় কদ্রুনাগাৎমেজায় উৎপলদণ্ডায়নমঞ্চ পাদ্যাদিব্যং কৃত্বোস্তুতিং।। কৃষ্ণবর্ণং দ্বিমুখঞ্চ সুরঞ্জননয়নোজ্বলং। নমন্তং প্রণমাম্যহং।। সূর্যকুসুমবাসায় কদ্রুনাগাৎত্মজায় পৌলম্যগোত্রায় উৎপলদণ্ডায়নমঞ্চ।। সর্বজনাঞ্চ পুষ্পং গৃহীত্বোপঠেৎ।। নবদণ্ডং মহাকায়ং সর্বাভীষ্টং বরপ্রদং। আয়ুরারোগ্য [৩]-----[৩] দিনবদণ্ডপূজা সমাপ্তয়ে।। অথ [৪]-----[৪] বিধিঞ্চ।। মহাকালদেব্যর্ষি বিরাটগায়ত্রী সো ইন্দ্রোদেবতা শান্তিধম্মনিজপে বিনিয়োগঞ্চ।।

১।দেশ ২।হুতাশন ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট)

১৭ক

[১]-------------[১] হবে দূর।

সেকথা [২]সুনিলেন[২] [৩]----[৩]পূর।।

এতেক ভজন যদি করিল দানপতি।

স্বর্গেতে জানিল প্রভু দেব যুগপতি।।

[৪]----[৪] কৃপা কর কৈল দেব দিবাকর।

চল চল [৫]জাব সীঘ্র মরত ভীতর[৫]।।

হাতে পুষ্পজল লয়্যা ভজে দানপতি।

[৬]-----[৬] জানিলেন [৭]-----[৭] ধনপতি।।

[৮]------------[৮] করেন উদ্দেশ।

সাজ সাজ [৯]জাব[৯] রথ মরত প্রবেশ।।

এতেক [১০]সুনিঞা[১০] তবে কাশ্যপকুমার।

বিচিত্র সাজায়ে রথ করি অঙ্গীকার।।

রজতকাঞ্চন দ্রব্য রচিল মনোহর।

থরে থরে দিল কিছু পরশপাথর।।

কুসুম [১১]রচিৎ কৈল[১১] সকল বিমান।

[১২]জেখানে জে[১২] লাগে দিল করিয়া প্রমাণ।।

সপ্তাশ্ব বহে রথ পাইয়া [১৩]------[১৩] ।

ছন্দবন্ধ করিয়া রাখিল [১৪]------[১৪]।।

দিবাকর দেখি যদি এত রথসাজ।

কহিতেন প্রভু দেব দিনরাজ।।

দানপতি পূজা করে অতি [১৫]সুদ্ধমতি[১৫]।

দেখিয়া আসিব তার কেমন ভকতি।।

অরুণ কহেন [১৬]সুন[১৬] দেব দিবাকর।

[১৭]--------[১৭] [১০]সুনিঞা[১০] সবার।।

শ্রীরাম [১৮]পণ্ডিৎ[১৮] কহেন কর অবধান।

জীব উদ্ধারিতে প্রভু করিলা পয়ান।।

১। (অস্পষ্ট) ২। শুনিলেন ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। যাব শীঘ্র মরত (মর্ত্য) ভিতর ৬। (অস্পষ্ট) ৭। (অস্পষ্ট) ৮। (অস্পষ্ট) ৯। যাব ১০। শুনিয়া ১১। রচিত করিল অর্থে ১২। যেখানে যে ১৩। (অস্পষ্ট) ১৪। (অস্পষ্ট) ১৫। শুদ্ধমতি ১৬। শুন ১৭। (অস্পষ্ট) ১৮। পণ্ডিত

১৮

ওঁঙ্কার শব্দব্রহ্ম ভজ একমনে।

একথা কহিলে [১]----[১] দেয় [২]সমনে[২]।।

সাজিল বিনোদরথ করে ঝলমল।

আরোহণ করিলেন প্রভু দিবাকর।।

[৩]উত্তরিলাসিয়া[৩] প্রভু দেবতা সভায়।

সুরগুরু আদি কবি [৪]সভে[৪] আছে তায়।।

কহিতে লাগিলা তবে দেব দীনপতি।

মরত [৫]ভীতরে[৫] [৬]---[৬] হবেন বাম্মতি।।

[৭]জানিএগ্রা[৭] আসিব চল ভকতি তাহার।

সুবাহনে চাপিল [৪]সভে[৪] দূর আগুসার।।

আদিত্য বচনে [৪]সভে[৪] চলিলা বোধৎ।

গগন মণ্ডলে আসি হইল উদিৎ।।

দেখিতে পাইল সে [৮]-----[৮] হর।

[৯]-------------[৯] [৫]ভীতর[৫]।।

গাজনের বাদ্য সেবা দেখিয়া ভকতি।

সন্তুষ্ট হইলা [১০]জত[১০] দেব মহামতি।।

সকল দেবতা আসি হইলা সদয়।

আবাহন পায়্যা কহে [১০]জত[১০] পরিচয়।।

শ্রীরাম পণ্ডিৎ কহে সূর্য আগুয়ান।

[১১]-------------[১১] প্রভু নিরঞ্জন।।

[১২]--------------------------[১২] ।

শিশুপুত্র [১৩]----------[১৩] অধিষ্ঠান।।

[১৪]যোড়[১৪] হাতে পণ্ডিৎ [১৫]করএ[১৫] নিবেদন।

অবধান কর প্রভু দেব নিরঞ্জন।।

১। (অস্পষ্ট) ২। শমনে ৩। উত্তরিলা আসিয়া ৪। সবে (সবাই) ৫। ভিতরে/ভিতর ৬। (অস্পষ্ট) ৭। জানিয়া ৮। (অস্পষ্ট) ৯। (অস্পষ্ট) ১০। যত ১১। (অস্পষ্ট) ১২। (অস্পষ্ট) ১৩। (অস্পষ্ট) ১৪। জোড় ১৫। করে

১৮ক

ওঁ কয়ানিশ্চিত্রা ভুবদূতী সদাবৃক্ষশখা কয়াসচিস্যয়াবৃতা কস্বো সদ্যোমদানাং মংহিষ্টোমচ্ছদন্ধ ১--------১ বীণাসবিতাজ ২------২ বা সূতয়ে ।। ওঁ স্বস্তিমঞ্চ ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা বক্রস্তিনমূষা বিশ্ববদার স্বস্তিমঞ্চ৩---৩ নেমিস্বস্তিনো বৃহস্পতিকুর্বন্তি।। ৪----------৪ বোধিবৃক্ষ।। শান্তি পৃথিবী শান্তি শান্তিরেব শান্তি সামাশান্তির্বেষাঞ্চশান্তি বনস্পতঞ্চ শান্তি অষ্টোশান্তি প্রদর্বীত মহাপাতকনাসনং যত এবাগতং পাপং তত্রৈব ৫----৫।। মহালক্ষ্মীন্নমোহস্তুতে ৬----৬ সদা।। শ্রীসাফল্য রামপণ্ডিত দাসমদ্ধৃত।।

১। (অস্পষ্ট) ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। (অস্পষ্ট) ৬। (অস্পষ্ট)

১৯

নমঞ্চ শ্রীকৃষ্ণায়।।

ওঁকার মুখে [১]জদি[১] হয় [২]পরকাস[২]।
শ্রবণে সকল [৩]দুষ্খ[৩] পাপের [৪]বিনাস[৪]।।
হাতে জবা আতপ তণ্ডুল পয় লয়্যা।
দানপতি রহিল রাউলের মুখ চায়্যা।।
ভরিয়া দেখিলাঙ কেহো না করে নিস্তার।
[৫]সুন[৫] দিবাকর [৬]---[৬] ধম্ম গাজনে আগুসার।।
গাজন দুয়ারে বাদ্য নানামত বাজে।
সেবকেরে কৃপা কর দেবের দেবরাজে।।
সাঁ সুরভক্ত্যা লয়্যা ভুঞ্জিল দানপতি।
বলিতে না পারি [৭]পূন্ন করেন বাম্মতি[৭]।।
ইহাতে সদয় [১]জদি[১] হও দিননাথ।
আগুসার কর প্রভু ছায়া সঙ্গীসাথ।।
পূর্ব্বেতে [৮]সেতাই[৮] আদি আছিল পণ্ডিৎ।
ভজিতে তোমারে প্রভু হইতে উদিৎ।।
তা [৯]সভার[৯] বাণী প্রভু করিয়ে ভজন।
সেবকেরে কৃপা করি কর আগমন।।
মীন ক্ষীরদ নানা ভজে যে কমলে।
কৃপা করি আগমন করহ গাজনে।।
ওঁকার স্তুতিভক্তি বিষ্ণু শ্রীচরণে।
[১০]--------------------------[১০]।।

১। যদি ২। প্রকাশ ৩। দুঃখ ৪। বিনাশ ৫। শুন ৬। (অস্পষ্ট) ৭। পূর্ণ করেন বারমতি (বারো মতি অর্থে) ৮। শ্বেতাই ৯। সবার ১০। (অসমাপ্ত)

১৯ক

অনেক [১]জাতনা[১] ক্লেশ পায়্যা দানপতি।
কহিতে না পারে করে [২]পূন্ন বাম্মতি[২]।।
তোমার মহিমা প্রভু কে কহিতে জানে।
দয়া করি আগুসার করহ গাজনে।।
সত্যযুগের মহিমা জানিয়া মুনিঋষি।
করিল অনেক সেবা মনেতে প্রশংসি।।
ত্রেতাযুগে মহাপূজা কৈল সর্বলোকে।
[৩]সভার[৩] সম্পদ হইল না হইল [৪]সোকে[৪]।।
আপনা জানায়্যা পূজা লইলে দ্বাপরে।
কলিকালে কৈল্য সেবা বিচিত্র সংসারে।।
কিঞ্চিৎ [৫]উদ্দিস[৫] প্রভু জানি নরগণে।
জানিয়্যা না জানে কেহো না [৬]করেঽর্চনে[৬]।।
তবেত কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে [৭]জার[৭] বিষয়ে।
কলি ভবে বদ্‌ধ সব না জানে তোমারে।।
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসিল যথা জ্ঞানবান।
কেহো না কহিতে পারে রূপের ব্যাখ্যান।।
সকল সংসার তুমি সকল [৮]শৃজন[৮]।
[৩]সভার[৩] পালন তুমি সকল তারণ।।
মুক্তিগতি নহে সব [৯]জীবেঽনুগত[৯]।
এ তিন ভুবনে প্রভু ফির অবিরত।।
দশ [১০]দিগে[১০] আছ তুমি অন্তরীক্ষ গগনে।
শৈলে সমুদ্রে রাজে মন্ত্রের বিধানে।।

১। যাতনা ২। পূর্ণ বারমতি ৩। সবার ৪। শোকে ৫। উদ্দিশ (উদ্দেশ অর্থে) ৬। করে অর্চনে (অর্চনা অর্থে) ৭। যার ৮। সৃজন ৯। জীবে অনুগত ১০। দিকে

২০

অমরাদি কত আর পত্র পুষ্প [১]জত[১]।
সর্ব্বব্যাপী হয়্যা প্রভু ফির অবিরত।।
হেন দ্রব্য [২]নাঞিঃ[২] কিচ্ছু এ [৩]তিনি ভুবনে[৩]।
কহিতে না পারে কেহো আছ কোন স্থানে।।
পূর্ব্বেতে [৪]অনাদিস্য[৪] অনেক পণ্ডিৎ।
অর্চ্চনা করিবামাত্র হইতেন উদিৎ।।
স্থলে [৫]------------------[৫] মতি।
তোমার চরণ বিনু অন্য [২]নাঞিঃ[২] গতি।।
অধম জানিয়্যা প্রভু কর পরিত্রাণ।
উর প্রভু নিরঞ্জন হও অধিষ্ঠান।।
নরমতি হয়্যা ভক্তি পূজা কেবা জানে।
আগুসার কর প্রভু আপন গাজনে।।
উজ্জ্বলিত ধূপদীপ সুসজ্জ উপহার।
তোমার গমনে [৬]সুনি[৬] জয়জয়কার।।
মুরতি আকুতি ভক্তি কিচ্ছুই না জানি।
অনাথ দেখিয়্যা কৃপা কর চূড়ামণি।।
সহস্র মুখেতে গান করেন অনন্ত।
চারিমুখে ব্রহ্মা [৭]জার[৭] না পাইলেন অন্ত।।
ষড়ানন ছয় মুখে [৮]গায়িয়্যা[৮] কথিত।
গরিমা না হইল মনের বাঞ্ছিৎ।।
পরিমাণ [২]নাঞিঃ[২] হয় কীরূপে ভজিব তোমায়।
পতিত জনেরে স্তুতি করিতে জুয়ায়।।

১। যত ২। নাহি ৩। তিনভুবনে (ত্রিভুবনে অর্থে) ৪। ? ৫। (অস্পষ্ট) ৬। শুনি ৭। যার ৮। গাহিয়া

২০ক

[১]-------------------------[১] ।

কর্পূর তাম্বুল [২]জত[২]   তাহা বর্ণিব কত

[৩]------------------[৩] ।।

নিত্য দিনে ফলাহারঃ   আনন্দে নাহিক ওরঃ

ভক্তগণে নিজ গুণ গায়।

পুষ্পাঞ্জলি লৈয়াঃ   আনন্দিত হইয়া

[৪]---------[৪] রথের পায়।।

[৫]জয়২[৫] নিরঞ্জনঃ   [৬]জার শৃষ্টী[৬] ত্রিভুবনঃ

অধিষ্ঠান হও এই স্থানে।

তেজ প্রভু নিজস্থলঃ   আপন আসনে মোরঃ

স্মরণ করয়ে ভক্তজনে।।

ভক্ত রহস্য লভয়ঃ   ত্রিভুবনে অথ পায়ঃ

[৭]জাহা[৭] হইতে আদিত্য [৮]প্রকাস[৮]।

দেবজন কোষা তেজেঃ   একচিত্তে গায় পূজেঃ

অঙ্গকুষ্ঠ [৯]দারিদ্র বিনাস[৯]।।

কলির [১০]মজ্জ্যাদা সুনিঃ[১০]   [১১]সরণ হইলাং[১১] আমিঃ

ইথে প্রভু কর পরিত্রাণ।

মন্ত্র তন্ত্র আবাহনঃ   নাঞি জানি বিসর্জনঃ

কেবল ভরসা [১২]তুয়া[১২] নাম।।

১। (অস্পষ্ট) ২। যত ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। জয় জয় ৬। যার সৃষ্টি ৭। যাহা ৮। প্রকাশ ৯। দারিদ্র্যবিনাশ ১০। মর্যাদা শুনিঃ ১১। স্মরণ হইলাম অর্থে ১২। তোমার অর্থে

২১

১-------------------------১

গেল তারা তোমার নিকেতন।।
রাজা জীবিৎবান অঙ্গ [২]কাটী[২] খানে খান
বুঝিয়া লইল তার মতি।
নন্দনবনের ফুলে পূজা কৈল সুরকুলে
কুমুদবান্ধব [৩]সচীপতি[৩]।।
[৪]জার[৪] পুত্র যুধিষ্ঠির সমরপণ্ডিৎ বীর
রাজ্যসহ করিল [৫]বিজই[৫]।
কূর্ম্মদেবে আরোহণ রক্ষ প্রভু নিরঞ্জন
তোমা বিনে আর কেহ [৬]নাঞি[৬]।।
ভক্তের দেখিয়্যা স্তুতি উরিলেন যুগপতি
জয়জয় এ তিন সংসারে।
[৭]সভে[৭] বল হরি হরি আনন্দে বদন ভরি
কোলাহল গাজনদুয়ারে।।
প্রদক্ষিণ জোড়হাত দণ্ডবৎ [৮]প্রণিপাৎ[৮]
[৭]সভে[৭] রহে অতি ন্যূন হয়্যা।
[৯]জত কৈল[৯] অপরাধ ক্ষেমহ কৌষিকনাথ
আমা ছার অধম দেখিয়্যা।।
দেখি তার আবাহন তুষ্ট হইল্যা নিরঞ্জন
ভক্তজনে হইলা পক্ষবল।
শ্রীরামাঞি পণ্ডিৎ ভনে রক্ষ প্রভু নিরঞ্জনে
বিপাকে পড়িয়্যা মরে নর।।

মন দিয়্যা [১০]সুন[১০] [৭]সভে[৭] শ্রীধর্ম্মপুরাণ।
[১০]সুনিলে[১০] শ্রবণসুখ নয়ান জুড়ান।।
রামরূপে রামাঞি পণ্ডিত রামঅবতার।।

হরিশ্চন্দ্র আখ্যানের সমাপ্তি ও মার্কণ্ড আখ্যানের সূচনাংশ- ১। (অস্পষ্ট) ২। কাটি (কাটিয়া অর্থে) ৩। শচীপতি ৪। যার ৫। বিজয়ী ৬। নাহি ৭। সবে ৮। প্রণিপাত (প্রণাম) ৯। যত করিল ১০। শুন/শুনিলে

২১ক

শক্তি হইতে দেবাদেবী জীবের [১]শৃজন[১]।

সংক্ষেপেতে কহিলাঙ এই [২]শৃষ্টি[২]র পত্তন।।

ব্রহ্মারে দিলেন ভার জীবের [১]শৃজনে[১]।

বিষ্ণুকে কহিলা [৩]প্রভূ[৩] জীবের তারণে।।

জীবের আহার লাগি শিবে দিলা ভার।

আমারে কহিলা [২]শৃষ্টি[২] করিতে সংহার।।

[৪]সভাকার[৪] অধিকার দিয়্যা নিরঞ্জনে।

আপনে রহিলা [৩]প্রভূ[৩] গোলক ভুবনে।।

শক্তি বলেন [৩]প্রভূ[৩] করি নিবেদন।

জীবের আহার তুমি করহ [১]শৃজন[১]।।

[৫]-----[৫] কহিলে সেইসঙ্গে [৬]সুনগ ভবানি[৬]।

[৭]আপুনি ধর‍্যাছ[৭] নাম [৮]জগতজননি[৮]।।

তোমা [৯]বৈ[৯] কেহো [১০]নাঞি[১০] সংসারের সার।

মা [৯]বৈ[৯] পুত্রেরে দয়া কেবা করে আর।।

তাহার কারণ তুমি [৪]সভাকারে[৪] প্রসন্ন।

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। সৃজন/সৃজনে ২। সৃষ্টির ৩। প্রভু ৪। সবাকার/সবাকারে ৫। (অস্পষ্ট) ৬। শুন গো ভবানী ৭। আপনি ধরিয়াছ অর্থে ৮। জগত জননী ৯। বই (বিনা) ১০। নাহি

২২

লক্ষ্মীরূপা নারায়ণী হইবেন ওদন।।
ভবানী বলেন শিব [১]সুন[১] বিবরণ।
ফলমূলে [২]নাঞি[২] হব জীবের ভরণ।।
ফলমূলে [২]নাঞি[২] হব জীবের পোষণ।
পৃথিবীতে [৩]শৃজ[৩] ধান্য জীবের কারণ।।
এত বলি শিবদুর্গা বসি একাসনে।
দুই পুত্র বসিলেন গুহ গজাননে।।
[৪]ইথিমধ্যে[৪] আকস্মাৎ হইয়্যা ক্ষুধারূপ।
সাক্ষাতে বালক দুই কৃষাণু স্বরূপ।।
দৃষ্টিমাত্র ক্ষুধায় আকুল দুই [৫]শিষু[৫]।
ক্ষোভে মরি আগো মাথা যে দেহ কিচ্ছু।।
এত বলি দুই ভাই ধরিল [৬]আচল[৬]।
ক্রন্দন করেন [৭]দুহে[৭] ক্ষুধায় বিকল।।
বসন ধরিয়্যা [৭]দুহে[৭] করে টানাটানি।
তা দেখিয়্যা হাসিছেন প্রভু শূলপাণি।।
দুর্গা বলেন তুমি হাস কোন সুখে।
ক্ষুধায় [৮]কান্দএ[৮] পুত্র [২]নাঞি[২] তোমা দুঃখে।।
শক্রাসন খায়্যা তোমার উঠ্যাছে তরঙ্গ।
ক্ষুধায় কান্দে যে পুত্র বস্যা দেখ রঙ্গ।।
কিছু [৯]আন্যা[৯] খেতে দেহ [৮]কান্দএ[৮] কুমার।
শিব বলেন তোমা বিনে নয় [১০]----[১০] ।।

ধান্যের জন্ম- ১। শুন ২। নাহি ৩। সৃজ ৪। ইতিমধ্যে ৫। শিশু ৬। আঁচল ৭। দোঁহে (দুইজনে) ৮। কান্দে (কাঁদে) ৯। আনিয়া ১০। (অসমাপ্ত)

২২ক

শ্রীশ্রী ধর্ম্মায়নমঞ্চ।।

হুঙ্কার শব্দ গোসাঞের [১]জত[১] দূর [২]জায়[২]।

পঞ্চম পাতক সব দূরেতে পালায়।।

অবধান করিয়্যা [৩]সুনহ[৩] সর্ব্বজন।

[৪]উচ্চস্বরে[৪] বলহ [৫]জয়২[৫] নিরঞ্জন।।

অতঃপর [৩]সুনহ[৩] বাছা [৬]শৃষ্টি[৬] উপাখ্যান।

[৩]সুনিলে[৩] শ্রবণসুখ পাপী পরিত্রাণ।।

পরম পবিত্রকথা শ্রীমতী প্রস্তাব।

[৭]শেবিলে[৭] তাহার পদ চতুর্ব্বর্গলাভ।।

বারেক প্রসন্ন যদি [৮]হএন[৮] চঞ্চলা।

অসাধ্য নাহিক কিচ্ছু কহিলাম সারা।।

পরম [৯]জে[৯] ব্রহ্মনৈ বিষ্ণুর হৃদয়ে।

বিশেষে বুঝিবে তবে কহিলে না [১০]হএ[১০]।।

[১]জত[১] দেখ শক্তি বিনে সকলি বিফল।

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। যত ২। যায় ৩। শুনহ/শুনিলে ৪। উচ্চস্বরে ৫। জয় জয় ৬। সৃষ্টি ৭। সেবিলে ৮। হন ৯। যে ১০। হয়

২৩

শক্তি [১]জারে[১] বাম সেই সদাই বিফল।।
সহস্র গুণেতে যদি কেহ হয় [২]ধিরা[২]।
লক্ষ্মী হত হইল্যে কেহো নাঞি চায় ফিরা।।
ধনহীন বিদ্যাহীন সকলের হীন।
লক্ষ্মী কৃপা [৩]কৈল্যে সভে বাঞ্চে[৩] সর্বদিন।।
লক্ষ্মীর কৃপায় দেখ উপজয়ে ধম্ম।
দানব্রত পূজাচর্যা বিধিমত কম্ম।।
বিশেষে জানিবে তিঁহো [৪]সভাকার[৪] প্রাণ।
রক্ষণ পোষণ হেতু হল্যা অধিষ্ঠান।।
[৫]জবে প্রভূ[৫] নিরঞ্জন অনাদি ঈশ্বর।
নির্লিপ্ত পুরুষ [৬]প্রঁসভা অগোর[৬]।।
তাঁহা পর আর কেহো নাহিক দ্বিতীয়।
প্রকৃতি পুরুষ তিঁহো একে হৃদয়।।
লীলারঙ্গ [৭]শৃষ্টি[৭] লাগি বিভেদ হইয়্যা।
প্রকৃতি পুরুষ তিঁহো [৮]---[৮] করিয়্যা।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহাতে [৯]উৎপতি[৯]।
দেখিয়্যা সন্তুষ্ট অতি পুরুষ প্রকৃতি।।
[১০]সত্ত্বরজতম[১০] তিন দিলেন বিবর্তি।
করেন ত্রিদেব তাই করি অতি কীর্তি।।

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। যারে ২। ধীরা ৩। করিলে সবে বাঁচে ৪। সবাকার ৫। যবে প্রভু ৬। ? ৭। সৃষ্টি ৮। (অস্পষ্ট) ৯। উৎপত্তি ১০। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ (ত্রিগুণ)

২৩ক

সেই ধনে তুষ্ট হন শ্রীধর্ম্মঠাকুর।
দেবীমুখে এত বাক্য [১]সুনি[১] পঞ্চানন।
[২]জেসব[২] বলহ তাহা করিব [৩]শৃজন[৩]।।
কিন্তু তুমি বীজরূপা হইবে উদয়।
করিব কৃষির কর্ম্ম যদি ভাল হয়।।
শিবমুখে এত কথা [১]সুনি[১] গিরিসূতা।
পুলকে পূর্ণিৎ তনু হল্যা আনন্দিতা।।
শিব বলেন শব [৪]শৃষ্টি[৪] সকল তোমার।
বুঝিয়্যা করহ কার্য মনে আপনার।।
চরাচর আদি করি তোমার সঞ্চয়।
বুঝিয়্যা করহ কার্য [৫]জেবা[৫] মনে লয়।।
ত্রিগুণধারিনি তুমি অখিলের মাতা।
দুই পুত্র শান্ত না করাহ গিরিসূতা।।
তোমার প্রসঙ্গে [৬]জেইজন[৬] করে ভাব।
সদয় হইয়্যা তার বাঞ্ছা কর লাভ।।
শ্রীধর্ম্ম হুঙ্কার বেদ [৭]জে[৭] করে শ্রবণ।
[৮]অবস্য[৮] সে জন পায় বৈকুণ্ঠ গমন।।
[৯]ভবানি সঙ্কর[৯] তুষ্ট গুহ গজানন।
প্রসন্ন [১০]হএন তারে জত[১০] দেবগণ।।
পঞ্চম পুরাণ কহেন শ্রীরাম পণ্ডিৎ।
রচিলেন বাণী শ্রীপুস্তক মনোনীৎ।।০।।
এই ত প্রস্তাব কহি পূর্ব বিবরণ।
মন দিয়্যা [১]সুন[১] সবে পূর্ব বিবরণ।।
শ্রীধর্ম্ম বার্মতি ঘরে ধর্ম্মের প্রস্তাব।

১। শুনি/শুন ২। যেসব ৩। সৃজন ৪। সৃষ্টি ৫। যেবা ৬। যেইজন ৭। যে ৮। অবশ্য ৯। ভবানী শঙ্কর ১০। হন তারে যত

২৪

[১]জেইজন[১] ইহা [২]সুনে[২] হয় বাঞ্ছালাভ।।
ভবানী কহেন কথা [২]সুন[২] প্রভু শিব।
কৃষিকম্ম কর গিয়্যা রক্ষা পাউক জীব।।
যত্র জীব তত্র শিব শিবব্রহ্মময়।
জীব ত্রাণ হেতু কর [৩]চাসের[৩] সঞ্চয়।।
অন্নব্রহ্ম ভজিলে পাই পরাপর ব্রহ্ম।
[৪]জাহাতে[৪] হইব অন্ন কর সেই কর্ম।।
ছিল অল্প পোষ্য তোমার হইল আপার।
অন্ন আহার করি দেহ না চলে সংসার।।
অঙ্গশোকে [৫]নাঞি[৫] [৬]সয্যা[৬] মাখ তুমি গায়।
বিভূতিভূষণ অঙ্গে মোকে [৫]নাঞি[৫] সয়।।
ধান্য [৭]চসিলে[৭] ভাল সুখে অন্ন খাব।
[৭]চসিলে[৭] কাপাস ভাল বস্ত্র পরিব।।
[৮]তীল শষ্যা চস[৮] তৈল হইব বিলক্ষণ।
তব পায় মহাপ্রভু করি নিবেদন।।
[৯]মুদ্গা মটোর বুট মাষ মূসুর[৯]।
[১০]জব চাস আগে জায়্যা[১০] কর মহেশ্বর।।
ইক্ষু চষি কর আগে হব পঞ্চামৃতে।
নিবেদন করি প্রভু তোমার সাক্ষাতে।।
[২]সুন[২] প্রভু দিগম্বর কৃষির ভূষণ।
ফালের অগ্রেতে হএ নানা [১১]আওজন[১১]।।
[২]সুনিয়্যা[২] ভবানী বাণী প্রভু কীর্তিবাস।
কহেন দেবীর [১২]--------------[১২] ।।

১। যেইজন ২। শুনে/শুন/শুনিয়া ৩। চাষের ৪। যাহাতে ৫। নাহি ৬। শয্যা ৭। চষিলে ৮। তিল সরিষা চষ ৯। মুগ মটর বুট মাস মুসুর ১০। যব চাষ আগে যাইয়্যা (গিয়া) ১১। আয়োজন ১২। (অসমাপ্ত)

২৪ক

[১]---------[১] [২]শময়েতে[২] উপবাস
দেখিতে পাইবে ধর্ম্মধ্বজা।।
বল্লুকা পত্তন করি যথা ধম্ম অবতরি
হেমঘটে করিবে স্থাপন।
দিয়া ঘৃত মধুখণ্ড পূজি নিত্য নবদণ্ড
সংযোগিয়া পূজিত ব্রাহ্মণ।।
করিয়া অনেক যত্ন জাল্যা দিল নবরত্ন
অষ্টাঙ্গ করিহ ভেদন।
অগ্নি উপরগতি খুর অঙ্গিবাণ কতি
ভজি ধম্ম করিহ জপন ।।
জয়তি জয়জয় সানন্দ সর্বময়
মুক্তার গন্ধাধিবাস।
সানন্দে দানপতি পূজেন বার্ম্মতি
মনে হইয়া [৩]উন্ধাস[৩]।।
রূপিয়া রামকলা [৪]গাথিয়া[৪] বনমালা
বেষ্টিত করি চারিভিতে।
[৫]সন্যাস[৫] ভক্তগণে ভজিল নিরঞ্জনে
কৌতুকি হয়্যা চারিভিতে।।
পণ্ডিত চারিজনে করি শুভ ক্ষণে
সঙ্গতি বিপ্রগণ।
মণ্ডপে আসি [৬]সভে[৬] বান্ধিয়া ধম্মদেবে
বসিল করিয়া আসন।।
[৭]বসিষ্ঠ সঙ্গ আলা[৭] নারদ [৮]সুভবেলা[৮]
[৯]প্রাসর আলা[৯] মুনিবরে।
বসিয়া ব্যাসদেবে কহেন মুনি সবে
মানহ ঋষি হেমন্তেরে।।
মঙ্গল জয়ধ্বনি করিয়া ভৃগুমুনি
গৌতম সঙ্গে আইলা [৬]সভে[৬]।
বসিয়া বৃহস্পতি আপুনি চারিমতী

বেষ্টিত করি ধম্মদেবে।।

পণ্ডিত চারিজন   গাএন সঙ্কীর্তন

পাতিয়া নানা আয়োজন।

পবিত্র হইয়া মতি   বসিলা দানপতি

সঙ্গতি করি ভক্তগণে।

স্থাপিয়া গজাননে   পণ্ডিত বিপ্রগণে

পূর্ণিত কৈল গঙ্গাজলে।।

তাম্বুল লইয়া করে   [১০]জতেক[১০] মুনিবরে

করে বেদগান উচ্চস্বরে।।

মুক্তার অধিবাস- ১। (খণ্ডিত) ২। সময়েতে ৩। উল্লাস? ৪। গাঁথিয়া ৫। সন্ন্যাস ৬। সবে ৭। বশিষ্ঠ সঙ্গ আইলেন (এলেন অর্থে) ৮। শুভবেলা ৯। ? ১০। যতেক

২৫

করিয়া [১]সুভক্ষণে[১]   বস্যায়া নিরঞ্জনে
সঙ্কল্প করিল রচন।
আসন অঙ্গুরি মাল্য   দিয়া ভূরি করিল
প্রভুর বরণ।
ধুতি কর্তা দানপতি   মুক্তা আনি তথি
বসিলে করিয়া আচ্ছলে।।
করিয়া স্বরভেদ   ব্রাহ্মণ গান বেদ
করিলা গন্ধাধিবাস।।
মহীগন্ধশীলা   ধান্য দূর্বামালা
মধু ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর   কজ্জল কর্ণপুর
শঙ্খ দিল যথাবিধি।।
সিদ্ধান্নকাঞ্চন রোপ্য   তাম্বুল [২]সরষপ[২]
মুকুর ছয়াল্য চামর।
হরিদ্রা জারক   মনে হয়্যা সুখ
সূত্র দিল নানা অম্বর।।
[৩]প্রসস্ত[৩] পাত্র করে   যতেক মুনিবরে
মুক্তার করিল বন্দনা।
করজোড় হইয়া   পঞ্চরত্ন দিয়া
প্রসন্নে করিল রচনা।।
পুরীর [৪]জত নারি[৪]   বেষ্টিত মুক্তা করি
সাবিত্রাদি সত্যভামা।
মেনকা শচী মেধা   সানন্দে গিরিসূতা
লোপামুদ্রা সপ্তরামা।।
সপ্তআয় [৫]---------------[৫]

মুক্তার অধিবাস- ১। শুভক্ষণে ২। ? ৩। প্রশস্ত ৪। যত নারী ৫। (অসমাপ্ত)

২৫ক [প্রায় অনুরূপ পাঠসাদৃশ্য-২৫]

মহীগন্ধশিলা   ধান্য দূর্বামালা
উত্তম ফল দিল দধি।
ঘৃত [১]জে[১] স্বস্তিক   দিলেন [২]উপালিক[২]
সিন্দুর শঙ্খ যথাবিধি।।
কজ্জল গোরচন   অমূল্য কাঞ্চন
রোপ্য অঙ্গুরি যত্র।
[৩]তাম্রশর্ষপ[৩]   মুকুর মহারূপ
হরিদ্রা জারক বস্ত্র।।
প্রশস্ত পাত্র করে   [৪]জতেক[৪] মুনিবরে
মুক্তায় করিল অর্চনা।
পঞ্চরত্ন লয়্যা   জোড়কর হয়্যা
মুক্তায় করিল বন্দনা।।
ঋষির [৫]জত নারি[৫]   বেষ্টিত মুক্তা করি
সাবিত্রি আদি সত্যভামা।
মেনকা শচী মেধা   আর গিরিসূতা
লোপামুদ্রা আদি রামা।।
সমস্ত [৬]আঁয়[৬] মেলি   দিলেন হুলাহুলি
এক হয়্যা [৭]সভে[৭] চিত্তে।
পণ্ডিত দ্বিজ বলে   করিয়্যা সমাদরে
বেষ্টিত করি লৈয়্যা সূত্রে।।

মুক্তার অধিবাস- ১। যে ২। উপালিক ৩। ? ৪। যতেক ৫। যত নারী ৬। এয়ো ৭। সবে

২৬

১---------------১ ।

২---২ মিষ্টান্ন রাজে   ৩---৩দামামা বাজে

৪------------------------------৪ ।।

৫---৫বাদ্য পূরে   আনন্দ কুতুহলে

দিলেন ৬---------৬।

শ্রীরাম পণ্ডিৎ   রচিল সঙ্গীৎ

৭------------৭।।

৮--------------------------৮

৯----৯ নিজরূপ ধরি।

অস্যাহ দানপতি   করহ নানা স্তুতি

পবিত্র হইল তোর গারি।।

আনহ কুশাসন   বসিতে ১০--- ।

----------------------------১০ ।।

১। (খণ্ডিত) ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। (অস্পষ্ট) ৬। (অস্পষ্ট) ৭। (অস্পষ্ট) ৮। (অস্পষ্ট) ৯। (অস্পষ্ট) ১০। (অসমাপ্ত)

২৬ক

পূজার বিধান [১]জত   সভে[১] লয়্যা অভিমত

চলিলেন ধম্মে স্তুতি করি।

শুক্রবরুণে মেলি   [২]সূবন্ন[২] দোলে করি

মুক্তা লইল কান্ধে করি।।

লইয়্যা [৩]জাইতে[৩] মুক্তা   বিষ্ণু ধরিল ছাতা

মহাদেব চামর ঢুলায়।

চন্দ্র সূর্য বিশ্বকর্ম   স্মরণ করিয়্যা ধম্ম

[৪]আগু২[৪] নৃত্য করি [৩]জায়[৩]।।

ত্রিদশের অধিকারি   পণ্ডিতের রূপ ধরি

চলিলেন মঙ্গল গাইয়া।

চতুম্মুখে প্রজাপতি   শঙ্খ বাজাইয়া তথি

দেবী [৩]জান[৩] [৫]জয়২[৫] দিয়্যা।।

[৬]জতেক[৬] অমরা নারী   সভে [৩]জায়[৩] ব্রত করি

গন্ধর্বেতে করিল আসন।

আনন্দের নাহিক [৭]ওর[৭]   নৃত্যগীতে হয়্যা ভোর

কোলাহল [৮]অতী অনুপাম[৮]।।

সঙ্গে জাত করি সঙ্গে   [৯]প্রভূর[৯] প্রসঙ্গ বঙ্গে

[১০]সীঘ্র[১০] গেলা বল্লুকার [১১]কুলে[১১]।

বল্লুকার [১১]কুলে[১১] গিয়্যা   মনে [১২]আনন্দীৎ[১২] হয়্যা

মুক্তা নামাইল লৈয়্যা জলে।।

তবে দেব নিরঞ্জন   মুক্তার [১৩]কৈল্য[১৩] স্নান

তবে স্নান কৈল দেবগণ।

স্নান করি উঠি তটে   মুক্তা রাখিল ঘাটে

[১২]পাল্টীল[১২] স্নানের বসন।।

[১৩---১৩] পালন করি   মনে ভাবে দেবহরি

আসন করিল কুশাসনে।

পণ্ডিৎ পড়েন মন্ত্র   সবে জপে সেই তন্ত্র

পূজা কৈল দেবদ্বিজগণে।।

মুক্তার অধিবাস- ১। যত সবে ২। সুবর্ণ ৩। যাইতে/যায়/যান ৪। আগু আগু ৫। জয় জয় ৬। যতেক ৭। শেষ বা পরিসীমা অর্থে ৮। অতি অনুপম ৯। প্রভুর ১০। শীঘ্র ১১। কূলে ১২। আনন্দিত ১৩। করিল অর্থে ১৪। পাল্টিল (পাল্টাইল) ১৫। (অস্পষ্ট)

করিয়্যা অনেক স্তুতি   পূজা কৈল যুগপতি
কায়মন হইয়্যা [১]একচিৎ[১]।
শ্রীধম্মপুরাণ গাথা   অপূর্ব [২]জাহার[২] কথা
বিরচিল রামাঞি [৩]পণ্ডীৎ[৩]।।০।।
[৪]সুন[৪] রাজা পূজার বিধান।
[২]জারে[২] ব্রহ্মা হরিহর   পূজা করে নিরন্তর
কে রাজা [৫]নেত্রীহীনসন্ধান[৫]।।
আরম্ভ করিতে পূজা   অবধান কর রাজা
নানাজাতি চাহিএ প্রসূন।
নীর ক্ষীর মধু দধি   পঞ্চামৃত যথাবিধি
পূজিবারে নিরীহ নির্গুণ।।
আম নিএ চারি সতী   জয়ধ্বনি দিতে তথি
অঙ্গসঙ্গ দ্বাদশ ভক্ত্যা।
আলম দ্বাদশবায়   ঢাক ঢোল বাদ্য প্রায়
পুঞ্জিৎ সঙ্গের সঙ্গিতা।।
আতপ তণ্ডুল উড়ি   জবাপুষ্প ছয়কুড়ি
সূর্য অর্ঘ্য সংযুক্ত মাণিক।
সংযোগিয়্যা একবর্ণ   ভক্ষণার্থে হবিষ্যান্ন
পুরোহিৎ করহ তালিকা।।
আমিষ বণিতাপন্ন   শয্যার শয়নচূন্ন
বর্জিবে [৬]জাবৎ[৬] কর পূজা।
ফলমূল করি [৭]আস[৭]   [৪]সুন[৪] ইথে উপবাস
দেখিবে পাইবে ধম্মরাজা।।
বল্লুকা পত্তন করি   [৮]জথা[৮] ধর্ম অবতরি
হেমঘট করিবে স্থাপন।
দিয়্যা ঘৃত মধুখণ্ড   পূজা নিতি নবদণ্ড
সংযোগীয় পণ্ডিৎ ব্রাহ্মণ।।

১। একচিত্ত ২। যাহার/যারে ৩। পণ্ডিত ৪। শুন ৫। ? ৬। যাবৎ ৭। আশ ৮। যথা

২৭ক

তুমি [১]জারে[১] বামহস্ত তার রক্ষা [২]নাঞি[২]।
ভক্তের কামনা [৩]পুন্ন[৩] করহে গোসাঞি।।
অনাদ্য দেবতা প্রভু তোমার [২]নাঞি[২] জন্ম।
পদ [২]নাঞি[২] হস্ত [২]নাঞি[২] [২]নাঞি[২] চক্ষু কান।।
[২]নাঞি[২] মুখ শব্দ প্রভুর [৪----৪] হইলে।
মুখ চক্ষু নাসা কান আপুনি সে কৈলে।।

১। যারে ২। নাহি ৩। পূর্ণ ৪। (অস্পষ্ট)

২৮

[১]--------------[১] অনাদ্যের পায়।

ভক্তনায়কে ধম্ম হবে বরদায়।।০।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর [২]---------[২]।

[৩]------[৩] [৪]জাব[৪] না দেখি উপায়।।

[৫]তীন[৫] ভাই [৬]রোদন্তি[৬] করেন ক্ষীরোদের [৭]কুলে[৭]।

বৃদ্ধরূপে মহাশয় [৮]-------[৮]।।

মুখ হইতে [৯]বার্য়াইল[৯] চতুষষ্ঠী পুরাণ ।।

চারিবেদ সহিৎ দিলেন [৫]তীন[৫] জনে।

পুরাণদে [১০]--------------------[১০]।।

১। (অস্পষ্ট) ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। যাব ৫। তিন ৬। রোদন (ক্রন্দন বা কান্না অর্থে) ৭। কূলে ৮। (অস্পষ্ট) ৯। বেরাইল (উচ্চারিত হল অর্থে) ১০। (অসমাপ্ত)

২৮ক

[১]জয়২[১] ধ্বনি [২]সুনি জত পাপিগণ[২]।
বিমানে চাপিয়্যা [৩]সভে[৩] করিলা গমন।।
তেজিয়্যা দক্ষিণ দ্বারে করিলা গমন।
পূর্ব দ্বারেতে [৪]গিঞা[৪] দিল দরশন।।
পূর্ব দ্বারেতে আছেন সূর্য প্রহরি।
দেখিয়্যা আপুনি [৩]সভে[৩] জোড়কর করি।।
রামাই পণ্ডিৎ কহে [৫]সুনগ[৫] আপুনি।
পূর্ব দ্বারেতে [৬]জাহ[৬] দিয়্যা জয়ধ্বনি।।
পূর্ব দ্বারেতে মুক্ত করিলা উল্লুক।
গাজন দ্বারেতে আছেন শ্রীধর্ম্মঠাকুর।।
শ্রীধর্ম্মঠাকুর দেখেন গরুড় প্রহরি।
দেখিয়্যা আনন্দ [৩]সভে[৩] বলেন হরি হরি।।
শ্রীরাম পণ্ডিৎ বলেন [৫]সুনগো[৫] আপুনি।
পূর্ব দ্বারেতে দেখহ ধর্ম্মের পদ দিয়্যা জয়ধ্বনি।।

১। জয় জয় ২। শুনি যত পাপীগণ ৩। সবে ৪। গিয়া ৫। শুন গো ৬। যাহ

২৯

ধম্মেতে [১]জাহার[১] মতি ধম্ম করে স্তুতি।
[২]অবস্য[২] সে জনের হয় ধম্মলোকে গতি।।
টীকা প্রতিষ্ঠান [৩]জত[৩] করে [৪]জেইজন[৪]।
[২]অবস্য[২] পায় সে ধম্ম নিকেতন।।
আরবার মুক্ত হল্য ব্রত হল্য সার।
শ্রীধম্ম গাজনে দেহ জয় জয়কার।।০।।
আপুনি গো পাল্য সবে গুরুর বচন।
একমন হয়্যা [৫]জে[৫] পূজিবে নিরঞ্জন।।
একমাসে হব আপুনি চারি শনিবার।
ব্রত করি [৬]উজ্জাপন[৬] করিবে ধম্মের দ্বার।।
শুক্রবার দিনে আপুনি করিবে পালন।
ভাজা পোড়া তিক্ত মিঠা করিবে পালন।।
শনিবার কর্য়া [৭]উজাবে[৭] ধম্মের ভবন।
আতপ তণ্ডুল লবে প্রসূন চন্দন।।
শনিবারে একচিত্তে ভজে [৫]জে[৫] বা নর।
নিজস্থান ছাড়া [৮]----------------[৮]।।

১। যাহার ২। অবশ্য ৩। যত ৪। যেইজন ৫। যে ৬। উদযাপন ৭। উদযাপন করিবে অর্থে ৮। (অসমাপ্ত)

২৯ক

বরুণ[১]---[১] ব্রক্ষনমসি বরুণস্যসজ্জনিস্থো বরুণস্য[২]---[২] বরুণস্য হৃতদন্মসিবরুণস্য ঋতসদনমাসীদঞ্চ।।

নিরঞ্জনায়নমঞ্চ।। অথ ঘটস্থাপনমন্ত্রাঞ্চ।। ওঁ দূরসিভূমিরস্যদিতরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধ্বীং পৃথিবীংয়চ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংষী।।১।। ওঁ ধান্যমসি ধেনুদেবান প্রাগায় বোধগণায়ত্বো দানায়ত্বো দীর্ঘমনুপ্রসূতি মায়ুষেধাং দেবেবিঞ্চ সবিতাদিরম্যপাণি পৃতিগৃহ্নাত্বে ছিদ্রেণ পাণিনা চক্ষুষে ত্বোং মহীনাং পয়োসি।।২।। নমো আজি ঘৃকণসং মধ্যাত্মা বিঁন্বিন্ধবঞ্চ পুনরুয়্যা নিবর্তশ্ব দানঞ্চ সহস্বো রধুক্ষরুধাবাপয়শ্বতী পুনম্মাবিশতাদ্রয়ি।।৩।। অশ্বত্থেবো নিসূদনং পন্তেব্বদিতস্থতাঞ্চ অগ্নজুদ্ধৎ কিনাসন্নয়ৎ সনরথপুরুষং।।৪।। যাঞ্চ ফনিনীয়াসফলায়াশ্ব পুষ্পিনী বৃহস্পতি প্রসূতাস্তানো মুঞ্চদ্বেং গুহসঞ্চ।।৫।। স্থিরোভববিভঙ্গ আসুর্ভব বায়বধ্বনি সূপ্পকান সূপপর্ণ পূরিয়বাহনঞ্চ।। ইতিস্থিরীকরণং।। অথ পঞ্চদেবতাঞ্চ পূজয়েৎ।। শ্রীবিষ্ণু নঁমোহদ্য অমুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীনিরঞ্জন

১। (অস্পষ্ট) ২। (অস্পষ্ট)

৩০

ততোরামায়নমঞ্চ।।

আস্যহ দানপতিঃ　　করিয়া জোড় নতিঃ

ঐকান্তিক হয়্যা চিত্তে।

শস্য রোপ্য আনিঃ　　করহ নিছনি

অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথে।।

রবির নন্দনঃ　　[১]মহিসবাহনঃ[১]

কালদণ্ড লই [২]হাথে[২]।

[৩]মুদ্গুর মুসলঃ[৩]　　[৪]পুরুস[৪] বিবরণঃ

সঙ্গি সব [৫]জত[৫] সাথে।।

করির [৬]উপরঃ[৬]　　দেখ পুরন্দরঃ

অমর [৫]জতেক[৫] সঙ্গে।

পারিজাত মালঃ　　কণ্ঠে [৭]সোভে[৭] ভালঃ

কস্তুরি চন্দন অঙ্গে।।

অদিতি নন্দনেঃ　　দেখত [৮]পচ্চিমেঃ[৮]

কুমুদ ইন্দু কর [৯]আসে[৯]।

হাসেন কমলঃ　　[১০]উর[১০] দিবাকরঃ

সৌর তিমির গ্রাসে।।

অরুণ নন্দনঃ　　হংস [১১]আরহণঃ[১১]

দণ্ড [১২]কুমুণ্ডল ধারি[১২]।

করি জোড় [২]হাথঃ[২]　　ভজহ [১৩]জিবননাথঃ[১৩]

মহিমা বর্ণিতে না পারি।।

বিহঙ্গ [৬]উপরঃ[৬]　　দেখ দামোদরঃ

শঙ্খ চক্র গদা সেতু।

গলে হাড়মালঃ　　অর্দ্ধচন্দ্র ভালঃ

দেখহ বলদকেতু।।

১। মহিষবাহনঃ ২। হাতে/হাতঃ ৩। মুগুর মুশলঃ ৪। পুরুষ ৫। যত/যতেক ৬। উপরঃ ৭। শোভে ৮। পশ্চিমেঃ ৯। আশে ১০। উর (আবির্ভূত হও) ১১। আরোহণঃ ১২। কমণ্ডলু ধারী ১৩। জীবননাথঃ

মৎস্যবাহনঃ   দেখ সর্বজনঃ

কুবের ধনের রাজা।

কুরঙ্গ বাহনঃ   দেখহ পবনঃ

ইঙ্গিৎ করে পূজা।।

গোগজ বাহনঃ   তাহার ভক্ষণঃ

দূত পরায়ণ মিত্র।

তরি সর্প অজঃ   দেখিতে বিরাজঃ

[১]সুচরিত[১] জনে সত্র।।

[২]সক্রু[২] যাহার   বৈরি ভাবি মনেঃ

গোসুতা দেখহ আর।

[৩]সিরে সসিকলাঃ[৩]   গলে হেমমালাঃ

চরণে নূপুর তার।।

সিন্দুরে মুণ্ডিতঃ   বিন্দুরে খণ্ডিতঃ

[৪]গণেস মুসার[৪] পতি।

দেখহ [৫]সড়াননঃ[৫]   [৬]সেধহ[৬] কারণঃ

[৭]সিখির[৭] বাহনে পতি।।০।।

বাম [৮]গামিনিঃ[৮]   দেখহ [৯]বিনাপানিঃ[৯]

সিন্দুরে বহুলে [১০]জার[১০]।

অজিত বল্লভাঃ   সঙ্গে [১১]অলিসোভাঃ[১১]

কণ্ঠে মণিময় হার।।

ধবল আসনঃ   ধবল বসনঃ

ধবল পতাকা ছাতা।

[১২]সেত[১২] চামরঃ   অতি মনোহরঃ

[১২]সেত[১২] [১৩]চান্দয়া[১৩] তথা।।

[১৪]মকুতা[১৪] প্রবালঃ   তাহে [১৫]সোভে[১৫] ভালঃ

১। সুচরিত্র অর্থে ২। শক্র ৩। শিরে শশিকলাঃ ৪। গণেশ মুষার ৫। ষড়াননঃ ৬। সাধনা করহ অর্থে ৭। শিখির ৮। গামিনীঃ ৯। বীণাপাণিঃ ১০। যার ১১। অলিশোভাঃ ১২। শ্বেত ১৩। চাঁদোয়া ১৪। মুক্তা ১৫। শোভে

স্বস্তিনপূষাবিশ্ববেদাঞ্চ স্বস্তিনস্তীক্ষ্নোহরিষ্টিনেমি

পৃথিবী বরুণস্য ধম্মণা বিস্কভিতে অজরেদূরিবেতসা।। ততঞ্চ স্বস্তিকং।। নমঞ্চ স্বস্তিন ইন্দ্রৌবৃদ্ধঞ্চশ্রবা স্বঁস্তিনো বৃহস্পতিকুধাতু।। ততঞ্চ সিন্দূরং।। নমঞ্চ সিন্ধোরিবপ্রাধ্বনে সূঘনাসোধাতঞ্চ প্রমীয়পতয়ন্তি জিহ্বাঘৃতস্যধারা অরুয়োনবা [১---১]কাচ্চাতিসূনস্মিভিঞ্চ পিন্নমানঞ্চ।। ততঞ্চ শঙ্খঞ্চ।। নমঞ্চ প্রতিশ্রুত কায়াউডুনং ঘোষায় ভয়মন্তায় বহুবাদিনমনন্তায় মূকং শব্দায় উডুম্বরামঘাতং মহসেবীণাবাদং ক্রোষযীয় তূনধ্ব নবরস্পরায় শঙ্খধ্বংবনায়বন [২---২]তোবন্যায়পাপং।। ততঞ্চ কজ্বলং।। নমঞ্চ সমিন্ধোঞ্জনকৃদরং মতীনাং ঘৃতমগ্নেমধুমৎ পিন্নমাব বাজী বহুবাজিনঞ্চ জাত্তবেদাঞ্চ দেবাস্তার্ক প্রিয়মাষধস্থং।। ততোরোচনা।। নমো যুঞ্জন্তি রুধ্নমরুষং[৩--৩] চিন্তেরোচনাদিবি।। ততোহন্নং।। নমোহন্নপতেহন্নস্যব পুরুষস্যনদ্যুষ্টাবৈরি প্রদাতারতার্য উজ্জলোংধেহি দ্বিপদেশং চতুস্পদে।। ততঞ্চ সুবর্ণঞ্চ।। নমোহিরণ্যমণ্ডঞ্চ সমবর্ততাগ্রে দূতস্য একঞ্চ [৪------৪] ।।

১। (খণ্ডিত) ২। (খণ্ডিত) ৩। (খণ্ডিত) ৪। (খণ্ডিত)

১---১তেষাং কস্মৈ দেবায় হবিষাবিধেন।। ততোরৌপ্যং।। নমঞ্চ তেজোসি শুক্রয়স্য ঘৃতমসিধামনামাসি প্রতিপদেবোনাবুস্তং দেবয়জন।। ততস্তাম্রং।। নমসশৌজস্তাম্রাঙ্কন উৎবভ্রঞ্চ সুমঙ্গলয়েচেনং অভিতোদিকুঞ্চ শৃতা সহযোগেনাংহে ২---২মহে।। নমোরক্ষোহনো বঁনগহনঞ্চ প্রেক্ষামি বৈষ্ণবান্রক্ষোহনো বনগহনো বনয়ামি বৈষ্ণবানরক্ষহনো বনগহনো হরস্বেনামি বৈষ্ণবানরক্ষোহনো বনগহনৌ উপধাবামি। বৈষ্ণবীরক্ষোহনো বনগহনৌ ৩---৩হামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসিবৈষ্ণবাস্থঞ্চ।। নমোসাদ্ধঞ্চেন রজসা বর্তমান নিবেশ যন্নমৃতং যদ্বক্তাৎ।। হিরণ্যয়েন সবিতারক্ষোহনো দেবোয়াতি ভুবনানিপশ্যন।। অগ্নিআয়াহিরীতয়ে গৃণীনো হব্যদাতয়ে নিহীত সতসুরদিধি।। নমঞ্চ প্রতিপদসি প্রতিপদেবো অনুপদসি অনুপদেবো সম্পদসি সম্পদেবো তেজোসি তেজসেবো।। ইত্যধিবাস মন্ত্রাঞ্চ।। বাতোবাজনোবা গন্ধর্বএ্চ সপ্তবিংশতিতে অগ্রেস্বয় ৪---৪ঞ্জিং তেস্মিন জরয়াদধুঞ্চ।। নমো মনস্বোতির্জুষতামাদ্যস্য বৃহস্পতি যদ্যমিনং তমোবেরিষ্টং যদু সমিমং দদাত্ত বিশ্বেদেবায় ইহ নাদয়ন্তানোঁ প্রতিষ্ঠ।। ।।

১। (খণ্ডিত) ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট)

৩২

শ্রীধর্ম্মদেবতায়েনমঞ্চ।।

জানিয়া প্রভাতঃ [১]উঠি[১] ভূতনাথঃ

করেন ভিক্ষার সাজ।

ডুম্বুর বিশানঃ নাচে ত্রিনয়ানঃ

[২]উরি[২] ভূজঙ্গ রাজ।।

কৃন্তনে জটিলঃ বান্ধবামনিলঃ

অঙ্গময়ে চিতাধূলি।

মনে ভাবি ব্রহ্মঃ পরি দিল ধর্ম্মঃ

[৩]কান্ধে সোভে[৩] মির্দাকুলি।।

শঙ্খের কুণ্ডলঃ করে বা নমনঃ

শুক্রে ধরিয়া মাথে।

অধনি নয়ানঃ দেবত্রিলোচনঃ

খান করি নিজ হাথে।।

[৪]খিদ ভিক্ষ[৪] করি মুখে বলি হরিঃ

করিলেক আগমন।

দেখি এক কালিঃ করি কৃতাঞ্জলিঃ

মস্তকে দণ্ডবাহনঃ।।

শুন প্রাণপতিঃ দেখিয়া মুরতিঃ

[৫]কান্দএ[৫] আমার প্রাণ।

ভরণ কারণে ভবনে ভবনে

নিত্য নব দিন আন।।

হইল কাঙ্গালঃ ভিক্ষার সম্বলঃ

[৬]উদর[৬] ভরণ নয়।

ভরি পরিবারঃ হইল তোমারঃ

কহিতে লাগয়ে ভয়।।

শুন ত্রিনয়ানঃ [৭]জত[৭] তুমি আনঃ

যাইতে কভু [৮]নাকী[৮] আটে।

বণিকের মুখঃ দেখি লাগে [৯]দুখঃ[৯]

চক্ষেতে পরাণ কাটে।।

অমর বচনঃ করহ শ্রবণঃ

ছাড়হ ভিক্ষার আশা।

বাক্য মোর ধর অনুমান করঃ

[১০]------------------[১০] ।।

১। উঠি ২। উরি (আবির্ভূত হয়ে) ৩। কাঁধে শোভে ৪। ক্ষুদ ভিক্ষা ৫। কান্দে (কাঁদে) ৬। উদর ৭। যত ৮। নাকি ৯। দুঃখঃ ১০। (অসমাপ্ত)

১----১ জনপদংদায়ুধায় হুঁঙ্কারনমঞ্চ।। ইতি সমাপ্যসঙ্কল্পং কুর্যাৎ।। শ্রীবিষ্ণুন্নমোহমামুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ গণপদ্যোদি নানাদেবতা বিশেষতঞ্চ শ্রীনিরঞ্জন ভট্টারক ২----২ সর্বাপৎ শান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট ধনধান্য পুত্রপৌত্রায়ুবচ্ছিন্ন সন্ততিপ্রাপ্তি কামঞ্চ গণপদ্যোদি নানাদেবতাপূজা শ্রীনিরঞ্জঁপূজা সূর্যার্ঘ্য দানমহং ৩----৩ দণ্ডপুরুষ ৪----৪ প্রসুপ্তস্য তথৈবেতিদূরং গমষোতিষাং ষোতিবেকং তন্যোমনঞ্চ শিবসঙ্কল্পমস্তু।। অস্মিন সঙ্কল্পতেহস্মিন কম্মনসিদ্ধিবস্তু।। ওঁ অর্থবিশেষ ৫-----৫ চরণসরোজসন্নিধৌ অমুকগোত্রস্যামুকদাসস্য কন্যাগণায় ৬------৬ সন্নিধৌ বিশেষতঞ্চ শ্রীনিরঞ্জন পুরাণান্তর্গত ময়ূরভট্ট রচিতায় বাম্মতি ৭------৭ দ্বিজ।।

১। (খণ্ডিত) ২। (খণ্ডিত) ৩। (খণ্ডিত) ৪। (খণ্ডিত) ৫। (খণ্ডিত) ৬। (খণ্ডিত) ৭। (খণ্ডিত)

[১]------------[১] স্কাবেদ্বিধা কৃত্বো দেবরূপমাত্মানং বিচিন্ত্য।। ততশ্চ স্বাঙ্গপূজয়েৎ।। [২]-------[২]য়নমশ্চ পৃথিবৈনমশ্চ ক্ষীরসমুদ্রায়নমশ্চ রত্নদ্বীপায়নমশ্চ [৩]-----[৩] মানমণ্ডপায়নমশ্চ কল্পবৃক্ষায়নমশ্চ দক্ষিণাংশে ধর্ম্মায়নমশ্চ বামপাশে অধর্ম্মায়নমশ্চ [৪]-----[৪]স্থলে অনৈশ্বর্যায়নমশ্চ মুখে বৈরাগ্যায়নমশ্চ নাভৌ আরোগ্যায়নমশ্চ হৃদয়েশেষায়নমশ্চ সংসারোয়নমশ্চ [৫]--------[৫]য়েনমশ্চ তমসেনমশ্চ [৬]----[৬] প্রজ্ঞায়েনমশ্চ ইঁ মায়ায়েনমশ্চ উঁ জয়ায়েনমশ্চ ঋঁ সুক্ষ্মায়েনমশ্চ ৯ঁ৯ বিশুদ্ধায়েনমশ্চ ঐঁ নন্দিনৈনমশ্চ ওঁ প্রভায়েনমশ্চ [৭]----[৭] ।।

১। (খণ্ডিত) ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। (অস্পষ্ট) ৬। (অস্পষ্ট) ৭। (খণ্ডিত)

নগরয়ং স্থানাত্বায়ানেন নাত্মারৎ নালরূপং নাজ্ঞেজন মসনসজোগত্যবরণং লম্বোদরগজানন।।

ঘডানযদুহয়নাজামগামে জায়ে সতেসদ্যৎ গচ্ছ করারমধ্যমা দেখে সৈন্য পেটে করে ধরে রাগ। আজেবাজে সাদে কেহনা পায় তার নাগ স্বরূপ নাহয় সেসবের নেমে আমমেস বিদত্বনে থাগেবেন্দ্র পানে চেয়া। শ্রীকৃপা রামপণ্ডিত লিখখ।।

৩৪

[১]---[১]রমচরণ[২]---[২]কহ জল সাদা জলের বিচার।
জলমধ্যে [৩]জিবজন্তু[৩] আছয়ে [৪]আপার[৪]।।
[৫]হবিস্য[৫] করিয়াও যে বল [৬]নিরামিস্য[৬]।
সংসারে [৭]জতেক[৭] জন বল যে [৮]আমিস্য[৮]।।
সে ধনী মহাচামার থাকে গঙ্গার সাগরে।
আপনি [৯]জে[৯] মহাদেব গঙ্গা লইলেন [১০]সিরে[১০]।।
[১১]মোন[১১] দিয়া এই কথা কহিয়ে সভাতে।
কিন্তু বামে পবিত্র জল কহে পুরাণেতে।।
[১২]সুন২ সন্যাসি সাস্ত্র[১২] শুদ্ধ কথা।
চতুর্মাসে মায়ের [১৩]গব্বে মল্য[১৩] তুমার পিতা।।
জন্ম হইতে পাপ তুমার নহে বিমোচন।
বাপের অর্ধ কৃপা তুমার ভূষণ।।
[১৪]সোধন অসুচি[১৪] নহে তাই [১৫]সুন[১৫] বিবরণ।
ধর্মের আজ্ঞায় ব্রত করি অরক্ষণ।।
রাত্রে উপবাস করি [১০]সিরে[১০] হইল জটা।
ধর্মের আজ্ঞায় পরি গলায় সুই পাটা।।
[১৫]সুন[১৫] ধর্ম [১৬]অধিকারি[১৬] আমার বচন।
তোমার [১৭]বেভার[১৭] ধর্ম [১৮]------------[১৮] ।।
ধর্মের গাজনে যে বা দিল অধিকার।
এই গাজনে সাঙ্গ সব কেমনে হবে পার।।
[১৫]সুন২[১৫] পণ্ডিত আমার বচন।
[১৯]---------[১৯] দেব নিরঞ্জন।।
এই গাজনে ধর্ম দিল অধিকার।
ধম্মের আজ্ঞায় সাঙ্গ কর [২০]হয়্যা জাই[২০] পার।।

১। (খণ্ডিত) ২। (অস্পষ্ট) ৩। জীবজন্তু ৪। অপার ৫। হবিষ্য ৬। নিরামিষ্য ৭। যতেক ৮। আমিষ্য ৯। যে ১০। শিরে ১১। মন ১২। শুন শুন সন্ন্যাসী শাস্ত্র ১৩। গর্ভে মরিল ১৪। শোধন অশুচি ১৫। শুন/শুন শুন ১৬। অধিকারী ১৭। ব্যবহার ১৮। (অস্পষ্ট) ১৯। (অস্পষ্ট) ২০। হইয়া যাই

৩৪ক

X শ্রী শ্রী হরি/অপস্তম্ভ।।

বেদবেদ ধরিআ ব্রহ্মাণ্ডন্তে [১]রৌল[১]।।

কোন কোন বেদপণ্ডিত [২]অবেক্তবেক্ত[২] করিয়া কৈল।।

[৩]সেসে[৩] ব্রহ্মায়বত রোধে।

[৪]ঊড়িয়া জায়[৪] হংস দুই পরিচ্ছেদে।।

[৩]সেসে[৩] ব্রহ্মা বিনে ব্রহ্মগগনমণ্ডল শূন্যমণ্ডলে করেন ধ্যান।

[৩]সেসে[৩] ব্রহ্মা জগত রাজমান।।

ওষ্ঠ কণ্ঠ নাসিকা পয়ান পয়ান।

ঊদ্যন ঊদ্যন করে বাদ্যগানে অনিল পাপছেদ।।

[৫]সুন[৫] পণ্ডিত ইহাকে বলে ঋকবেদ।।

ওঁ [৬]দপনে[৬] স্থির কর পণ্ডিত রবি [৭]সসি[৭] ঊজান।

মনেপবনে করি বিচ্ছেদ।।

আত্মপরিচয় হইলে ইহাকে বলে [৮]জজুর্বেদ[৮]।

ওঁ তিনং তিয়াড গণ্ডি দেখো ত্রোধা সমরস পবন ঊজাড়।।

চাঙ্গেষজ্য সমরস তেনা সামবেদে হইলা গোসাঞি বিস্বৌন ত্রৌনা।। চারিবেদ স্থাপনেন যজান জান।।

১। রহিল ২। অব্যক্তব্যক্ত ৩। শেষে ৪। উড়িয়া যায় ৫। শুন ৬। দর্পণে ৭। শশী ৮। যজুর্বেদ

৩৫

ধর্মপ্রসঙ্গে আগমবেদে স্থাপিত।।

পঞ্চবেদ গোসাঞি দেহ [১]পরমাণ[১]।। মনে পবনে [২]সক্তি[২] ধরি চাপি।। ঋঁকবেদে ব্রহ্মা [৩]জজুবেদে[৩] বিষ্ণু সামবেদে মহাদেব [৪]য়থর্ববেদে[৪] দেবী আগমবেদে ধর্ম।। [৫]সুন২[৫] পণ্ডিত ইহাকে বলে জ্ঞানের আদিজন্ম। চারিদ্বারে চারিপণ্ডিত আর পঞ্চজন [৬]---[৬]।। তথিপাস্য ধর্মদেবস্য যেথা রবি [৭]সসি[৭] তথা হইলা বঙ্গে।। সঙ্গে [৮]-------[৮]। সঙ্গে বাহন এতিন হরণ হত্যা।। সব্রাহ্মণ [৯]----[৯]। [১০]-----[১০] করেন গ্রাস।। পঞ্চবেদে ধর্ম তা করে [১১]বন্যন[১১]। বর দেন ঠাকুর [১২]সরূপনারান[১২]।।০।। শ্রী শ্রী ঁ

১। প্রমাণ ২। শক্তি ৩। যজুর্বেদে ৪। অথর্ববেদে ৫। শুন শুন ৬। (অস্পষ্ট) ৭। শশী ৮। (অস্পষ্ট) ৯। (অস্পষ্ট) ১০। (অস্পষ্ট) ১১। বর্ণন ১২। স্বরূপনারায়ণ

শ্রী হরি ।। [১]কহ২[১] পণ্ডিত তোমার দেয়ানার বাট কয়সন্ধি কয়কপাট কতরত্নজনে কত সেবাই সেবা করে। [২]সুন[২] পণ্ডিত যার দেয়ানার বাট মৌলসন্ধি [৩]দস[৩] কপাট।। [৪]লবরত্নজনে[৪] সঙ্গ সেবাই সেবা করে।। [৫]জত্র জিএ সিব সিব[৫] জাতি ঘটে [৬]সিবলিঙ্গ[৬] পৃথিবী জরত্যায়ানে কোন বাটে।। [৫]জত্র জিব তত্র সিব সিব[৫] প্রতি ঘাটে।। [৬]সিবলিঙ্গ[৬] মাথায় কর‍্যা অবন্যতি রাজবাটে।। ঊলমন্তু পাটন দ্বনমন্তু [৭]দেস[৭]।। কোথা হতে পণ্ডিত তোমার [৮]পরবেস[৮]।। তোমার পিণ্ডের প্রাণের পণ্ডিত ক্ষেদ [৯]নাঞি[৯] পাই।। তোমার পিণ্ডের প্রাণের পণ্ডিতকে নিয়ে যাই।। ।। ।। ।। মাসে মাসে দেহ প্রমাণ [১০]জে জে[১০] মাসে [১০]জে জে[১০] স্থান।।

নম প্রথম মাসে বসে গেননের।। দুয়জ মাসে পড়ে গেলা থরি।। ত্রয়জ মাসে ফাটে না ফোটে।। চারমাসে গমু নেঊটে।। পঞ্চম মাসে উদেনা [১১]সুদ্ধি[১১]।। ছয় মাসে জুপ[১১]সুদ্ধি[১১]।। সাতমাসে কয়্যা [১২]জায়[১২]।।

১। কহ কহ ২। শুন শুন ৩। দশ ৪। নবরত্নজনে ৫। যত্র জীব তত্র শিব শিব ৬। শিবলিঙ্গ ৭। দেশ ৮। প্রবেশ ৯। নাহি ১০। যে যে ১১। শুদ্ধি ১২। যায়

৩৬

[১---১]সে রহিতে পায়।। দুইতে দুহিতে পড়ি গেল বাই।। মধ্যকমল জুড়ে রহি গেল নাই।। আড়ে বাতা দিগেবঙ্গ কঙ্কণপণ মাস লয়্যা হাতের [২]সক্তি[২] মায়ের [৩]জে[৩] বাপের [৪]বিন্নে[৪] পণ্ডিত [৫]জদ্য[৫] হন্য তথা।। [৬]সটিকা২[৬] কমলে বাস। গতে কিনব পণ্ডিত আর [৭]দসমাস আর দসদিন[৭]।। গন্তব্য না পণ্ডিত অতি বড় [৮]সখে[৮]।। আহার জোগাইয়্যা সদগুরু মুখে।। বাহোটনা সনকের আন দুই দিগে দুই জনে দেহারা দেখিনা পণ্ডিত [৯]পচ্চিম[৯] যায় বাদ্য ধর্মগুরু সাথেঃ বিদ্যাগুরু বিদ্যা দিল [১০]হাথে[১০]।। অর্থ বাহুতে সার বর দেন ঠাকুর ঋ ঋ নাথ নিরাকার।। ।। ।। ।।

১। (খণ্ডিত) ২। শক্তি ৩। যে ৪। বিনে ৫। যদ্য ৬। সটিকা সটিকা ৭। দশমাস আর দশদিন ৮। শখে ৯। পশ্চিম ১০। হাতে

৩৬ক

তোমারে করিয়ে নিবেদন।।
তুমি [১]জে[১] করিলে প্রভুঃ   এমত নাহয় কভুঃ
দেবগণে লাগে চমতকার।
করিলে [২]দারূন[২] পণঃ   অসম্ভব অকথনঃ
তুমি নাকি [৩]দআর[৩] সাগর।।
তুমি প্রভু [৩]দআ[৩]ময়   তোমারে উচিত নয়
তবে কেন এত [৪]অবীচার[৪]।
কহিতে লাগিল ত্রাসঃ   বিপ্রগণে কৈলে [৫]নাসঃ[৫]
এ ত নহে তোমার বান্ধবায়।।
সত্য [৬]দ্বাআপর[৬] ত্রেতাঃ   [৭]কলিজুগে কৈল্যে[৭] হত্যাঃ
দেখিয়া আমারে লাগে ত্রাস।
তোমার সাক্ষাতে কহি   অধম্ম তারণ মহি
তব নামে পাপ কর [৫]নাস[৫]।।
[৮]সুনি[৮] উল্লুকের কথাঃ   হরসিত হয়্যা তথাঃ
দয়াময় প্রভু নিরঞ্জন।
দেবগণ সঙ্গে করিঃ   মন্ত্র আহ্বান করিঃ
সুরভিরে [৯]----[৯]জীবন।।
[১০]সুন্য[১০] রূপে জুড়ি ক্ষয়ঃ   নাহিক তাহারে ভয়ঃ
[১১]ধ্যাআনে[১১] না পায় দেবলোক।
[১২]জত[১২] কিছু অস্থি ছিলঃ   একেত্র করিয়া নিলঃ
দেখিয়া সভার ঘোচে [১৩]সোক[১৩]।।
জড় করি সব শাস্ত্রঃ   প্রভু [১৪]----[১৪] পক্ষপাতঃ
কর দিলা অস্থির উপর।
দেবগণ ধরি গ্রন্থঃ   মৃত সঞ্জি পড়ে মন্ত্রঃ
দেখি আনন্দিত [১৫]মাআধর[১৫]।।
জত কিছু হাড় ছিলঃ   মন্ত্র তেজে জড় হল্যঃ

পাসানসিংহের আখ্যানের শেষাংশ- ১। যে ২। দারুণ ৩। দয়ার/দয়া ৪। অবিচার ৫। নাশঃ/নাশ ৬। দ্বাপর ৭। কলিযুগে করিলে অর্থে ৮। শুনি ৯। দিলেন (?) ১০। শূন্য ১১। ধ্যানে ১২। যত ১৩। শোক ১৪। (অস্পষ্ট) ১৫। মায়াধর

৩৭ [অনেকাংশে পাঠ সাদৃশ্য -৪]

নামাজ করেন কেহো পড়েন কোরান।
কেহ বাধা [১]দেই[১] কেহ বলে রহি মান।।
ব্রাহ্মণ [২]জেমত জেবা[২] ছিল [৩]তেজিআন[৩]।
সৈয়দ [৪]সেখজাদা হল্য মগন[৪] পাঠান।।
তবে প্রভু নিরঞ্জন [৫]ত্রিদসের[৫] নাথ।
[৬]শৃজিলেন[৬] [৭]মুছলমান[৭] আর আঠার জাত।।
[৮]চারিদিগে[৮] বসতি করেন [৯]স্থানে২[৯]।
রামাই পণ্ডিত কহে [১০]স্বাধ[১০] হে চরণে।।
তবে প্রভু কর তার দেব ভগবান।
স্থানে নমো করে মান জাতে খোরসান।।
বগসিরা পাঠপিরা হল্যা দুইজনা।
বাপে পোয়ে কাটাকাটী [১১]খাত্যে খানা২[১১]।।
কুহুড়া কাবারি আর হাজাম।
[১২]সারআন গাড়িআন না কল্য[১২] ইমান।।
দেবগণ লয়্যা প্রভু কৈল প্রতিদণ্ডী।
[৬]শৃজিলেন[৬] [১৩]মোহাপ্রভু[১৩] আর খোট্টা সুণ্ডি।।
বাদ্যা মাস আষ্টা তাহার দুই জাত।
[১৪]জবন করিল শৃষ্টী[১৪] [৫]ত্রিদসের[৫] নাথ।
আগু হয়্যাছে হিন্দু পাছু [৭]মোছলমান[৭]।
[১৫]হীন্দুকে[১৫] পুরাণ দিল [১৬]জবনে[১৬] কোরান।।
[১৬]জবন[১৬] [১৭]হাজীর[১৭] প্রভু করিল [১৮]মাআয়[১৮]।
রামাঞি পণ্ডিত বলে শ্রীধম্মের পায়।।০ ০ ০
উল্লুক কহেন বাণি [১৯]কৃতাক্ত[১৯] করি পাণি।
[২০]সুন[২০] প্রভু দেব নারায়ণ।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। দেয় ২। যেমত যেবা ৩। তেজিয়ান ৪। শেখজাদা হইল মোঘল ৫। ত্রিদশের (ত্রিভুবনের) ৬। সৃজিলেন ৭। মুসলমান ৮।চারিদিকে ৯। স্থানে স্থান ১০। সাধনা করো অর্থে ১১। খাত্যে খানা খানা (কেটে খান খান অর্থে) ১২। সারিয়ান গাড়িয়ান না করিল ১৩।মহাপ্রভু ১৪। যবন করিল সৃষ্টি ১৫। হিন্দুকে ১৬। যবনে/যবন ১৭।হাজির ১৮। মায়ায় ১৯। কৃতাঞ্জলি বা জোড়হাত অর্থে ২০। শুন

৩৭ক

রূপ ছাড়িল সবাই তবে।।

ব্রহ্মা হল্যা পেকাম্বরঃ   বিষ্ণু হল্যা মহামদঃ

[১]মহেস[১] হইলা বাবাদম।

কাত্তিক হইলা কাজিঃ   [২]গনেস[২] হইলা গাজিঃ

ফকির হইলা [৩]মনিজন[৩]।।

তেজিয়া আপন ভেকঃ   নারদ হইলা [৪]সেখঃ[৪]

পুরন্দর হইল মৌলনা।

চন্দ্র সূর্য আদি দেবেঃ   পদাতিক [৫]হইআ সভেঃ[৫]

উচ্চনাদে বাজায়ে দামামা।।

আপনি চণ্ডিকা দেবিঃ   তিহো হইলা হাওাবিবিঃ

পদ্মা হল্যেন বিবিনূর।

[৬]জতেক[৬] দেবগণ   [৫]হয়্যা সভে[৫] একমন

প্রবেশ করিলা জাজপুর।।

দেউল দেহারা ভাঙ্গেঃ   কাড্যা মার্য্যা খায় রঙ্গেঃ

[৭]পাকড়২[৭] বলে বোল।

ভজিয়া ধম্মের পায়ঃ   পণ্ডিত রামাই গায়ঃ

এ বড় কৌতুক গণ্ডগোল।। ।। ।। ।। ১ ।। ।। ।।

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।

জাজপুরে [৮]প্রবেসিলা হইয়া জবন[৮]।।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কত [৯]জথা লাগ পায়[৯]।

জ্ঞানের তিলক সব [১০]মুছ্যা পেলে[১০] পায়।।

[১১]জাতিনাস[১১] করে কার মুখে দিয়া চিরা।

মার্য্যা কাট্যা খায় কার দিয়া সাওদারা।।

[১২]পাসান প্রতিমা[১২] ভাঙ্গে মোহান্তের সায়।

[১৩]হাথে[১৩] প্রাণ কর‌্যা কত দেয়াসি পালায়।।

[১৪]দেঊল[১৪] দেহারা [৬]জত[৬] ছিল [১৫]ঠাঞিঃ২[১৫]।

ভাঙ্গে যা পাওয়ে কারো না মানে দোহাই।।

জাজপুরে আছে দ্বিজ পাসানসিংহ নাম।

নিরঞ্জনের উষ্মার সমাপ্তি ও পাসানসিংহের আখ্যানের সূচনা- ১। মহেশ ২। গণেশ ৩। মুনিজন ৪। শেখঃ ৫। হইয়া সবেঃ ৬। যতেক/যত ৭। পাকড় পাকড় (পাকড়াও পাকড়াও অর্থে) ৮। প্রবেশিলা হইয়া যবন ৯। যথা নাগাল পায় অর্থে ১০। মুছিয়া ফেলে অর্থে ১১। জাতিনাশ ১২। পাষাণ প্রতিমা ১৩। হাতে ১৪। দেউল ১৫। ঠাঞিঃ ঠাঞিঃ

৩৮

[১]সভার[১] প্রধান [২]তিহো[২] বেদে অবদান।।
[৩]পাসা[৩]র প্রসাদে দ্বিজ [৪]জিনে[৪] [৫]দেসে২[৫]।
[৪]জিনিঞা[৪] আনায় ধন তেজের [৬]প্রকাসে[৬]।।
হেনকালে [৭]-----[৭] [৪]জিনেন[৪] [৩]পাসা[৩]য়।
তে কারণে পাসাসিংহ [১]সভে[১] বলে [৮]তায়[৮]।।
তা [৯]সুণিঞা[৯] মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে।
[৩]পাসা[৩] খেলিতে গেল দ্বিজের মন্দিরে।।
দুয়ারে দাণ্ডায়্যা ধর্ম পাসাসিংহ বলি।
ডাকিলেন তিনবার হইয়া ব্যাকুলি।।
জয় ঘণ্টা নাড়িলেন শ্রীধর্ম ঠাকুর।
[৯]সুণিঞা[৯] দ্বিজের বুক করে থরথর।।
না জানিয়ে কে বা আল্য খেলাইতে খেলা।
খেলাইতে [৩]পাসা[৩] দ্বিজ দুয়ারেতে আল্যা।।
[১০]সম্ভাসিয়া[১০] পাসাসিংহ কহিছেন কথা।
কোন জাতি কুল বট ঘর তোমার কোথা।।
কি নাম তোমার বটে আল্যে কোথা হতে।
বিবরিয়া কহ তুমি আমার সাক্ষাতে।।
মায়া দিআ কহে ধর্ম [৯]সুন[৯] রে বামন।
সতক আমার নাম জাত্যেতে [১১]জবন[১১]।।
হজ মক্কা কর্যা দেখি দুনিয়ার [১২]তামাসা[১২]।
[৯]সুনিলাঙ[৯] লোকের মুখে তুমি খেল [৩]পাসা[৩]।।
মাতা পিতা দারা পুত্র নাহিক আমার।
জন্মাবধি আমার নাহিক ঘরদ্বার।।
[৯]সুন্যাছি[৯] তোমার নাম পাসানসিংহ রানা।
আস্যাছি তোমার [১৩]ঠাঞি[১৩] খেলাবার বাসনা।।
খেল [১৪]জে[১৪] খেলাই পাসা আস্যাছি [১৫]আসায়[১৫]।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১।সবার/সবে ২।তিনি ৩। পাশা ৪। জয় করে/জয় করিয়া/জয় করেন ৫। দেশে দেশে ৬। প্রকাশে ৭। (অস্পষ্ট) ৮। তাঁকে অর্থে ৯। শুনিয়া/শুন/শুনিলাম/শুনিয়াছি ১০। সম্ভাষণ করিয়া ১১। যবন ১২। তামাশা ১৩। ঠাঁই (কাছে) ১৪। যে ১৫। আশায়

৩৮ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি -৩৭ক]

বাজায় দামামা।।
আপুনি চণ্ডিকা দেবিঃ   তিহো হল্যা হাওয়াবিবিঃ
পদ্মা হইলা বিবিনূর।
এইরূপে দেবগণঃ   করিয়া দারুণ পণঃ
[1]প্রবেস[1] করেন জাজপুর।।
[2]দেউল[2] দেহারা ভাঙ্গেঃ   কাড্যা মার্য্যা খায় রঙ্গেঃ
[3]পাকড়২[3] বলে বোল।
ভজিয়া ধম্মের পায়ঃ   পণ্ডিত রামাই গায়ঃ
এ বড় কৌতুক গণ্ডগোল।। ।। ।। ।। ১ ।। ।। ।।

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।
জাজপুরে [1]প্রবেসিলা[1] হইয়া [4]জবন[4]।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব [5]জত[5] পথে নাগাল পায়।
জ্ঞানের তিলক সব মুছিয়া [6]পেলায়[6]।।
[7]জাতিনাস[7] করে কারে খেদিয়াছে বা।
মার্য্যা [8]কাত্যা[8] খায় কারে দিয়া দড়ি দাবা।।
[9]পাসান প্রতিমা[9] ভাঙ্গে মোহান্তের সায়।
জাতি রাখ্যা [10]কত২[10] দেয়াসি পালায়।।
[2]দেউল[2] দেহারা [5]জত[5] ছিল [11]ঠাঞি২[11]।
ভাঙ্গিয়া পাওয়ে কারো না মানে দোহাই।।
জাজপুরে আছে [12]দিজ[12] পাসানসিংহ নাম।
[13]সভার[13] প্রধান [14]তিহো[14] বেদে অবদান।।
[15]পাসার[15] প্রসাদে দ্বিজ [16]জিনে দেসে২[16]।
[17]জিনিএগ্রা[17] আনায় ধন তেজের [18]প্রকাসে[18]।।

নিরঞ্জনের উষ্মার সমাপ্তি ও পাসানসিংহের আখ্যানের সূচনা- ১। প্রবেশ/প্রবেশিলা ২। দেউল ৩। পাকড় পাকড় (পাকড়াও পাকড়াও অর্থে) ৪। যবন ৫। যত ৬। ফেলায় ৭। জাতিনাশ ৮। কাট্যা বা কাটিয়া ৯। পাষাণ প্রতিমা ১০। কত কত ১১। ঠাঞি ঠাঞি ১২। দ্বিজ ১৩। সবার ১৪। তিনি অর্থে ১৫। পাশার ১৬। জয় করে দেশে দেশে ১৭। জয় করিয়া ১৮। প্রকাশে

৩৯ [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি -৩৮]

[১]-----[১] [২]নাঞী[২] তারে [৩]জিনয়ে[৩] [৪]পাসা[৪]য়।
তে কারণে পাসাসিংহ বলয়ে তাহায়।।
তা [৫]সুণিঞা[৫] মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে।
[৪]পাসা[৪] খেলিবারে গেলা দ্বিজের মন্দিরে।।
দুয়ারে দাণ্ডায়্যা ধম্ম পাসাসিংহ বলি।
ডাকিলেন তিনবার হইয়া ব্যাকুলি।।
জয় ঘণ্টা নাড়িলেন শ্রীধর্ম ঠাকুর।
[৫]সুণিঞা[৫] দ্বিজের বুক করে [৬]থর২[৬]।।
না [৭]জানিঞে[৭] কে বা আইল খেলাইতে খেলা।
খেলাইতে [৪]পাসা[৪] দ্বিজ দুয়ারেতে আল্যা।।
[৮]সম্ভাসিয়া[৮] পাসাসিংহ কহিছেন কথা।
কোন জাত্যা কুল বট ঘর তোমার কোথা।।
কি নাম তোমার বটে আইলে কোথা হইতে।
বিবরিয়া কহ তুমি আমার সাক্ষাতে।।
মায়া দিআ কহে ধম্ম [৫]সুন[৫] রে বামন।
[৯]------[৯] আমার নাম জাত্যেতে [১০]জবন[১০]।।
হজমক্কা কর্য্যা দেখি দুনিয়ার তামাসা।
[৫]সুনিনু[৫] লোকের মুখে তুমি খেলায় [৪]পাসা[৪]।।
মাতা পিতা দারা পুত্র নাহিক আমার।
জন্মাবধি আমার নাহিক ঘরদুয়ার।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। (খণ্ডিত) ২। নাঞি (নাহি) ৩। জয় করে ৪। পাশা ৫। শুনিয়া/শুন/শুনিনু ৬। থরথর ৭। জানিয়ে ৮। সম্ভাষণ করিয়া ৯। (অস্পষ্ট) ১০। যবন

৩৯ক

[১]সুন[১] পণ্ডিত এই [২]সাস্ত্র[২] আমার আগম।

আদ্য হইতে [৩]য়নাদ্য[৩] [৩]য়নাদ্য[৩] হইতে দেবির সঞ্চয়।

তথি হইতে হইল পণ্ডিত [৪]উৎপত্তি[৪] প্রলয়।।

সতগণ মন মায়া কটা পার কুড়ি

আদ্য দেবির রোজে তাম্র উপার্জন।।

[৫]চারিজুগে ক্রিতি[৫] রহিলা [৬]সেত পিত[৬] লোহিত রক্তাপকুল।

হেন [৭]সক্তি[৭] ধরে তাম্র জগত মণ্ডল।।

ওঁ [৮]যপবিত্র[৮] তাম্র কে কৈল কষা দীপ্তনিতি।

আর পণ্ডিত বলে ব্রহ্ম [৯]হুতাস[৯] তাম্র হইল পবিত্র।।

বরাকুলে তাম্রয় ধরি লৈয়া মহাদেব বানালেন রোধক।

হেন ব্রহ্মতত্ত্ব দান করিলেন সার।

[১০]সেসে স্বেত[১০] ধান্য হইলা ত্রিভুবনাদি পার।।

বরমধ্যে তাম্র বিষ্ণু ধরিলা আপনে।।

১। শুন ২। শাস্ত্র ৩। অনাদ্য ৪। উৎপত্তি ৫। চারিযুগে কৃতি ৬। শ্বেত পীত ৭। শক্তি ৮। অপবিত্র ৯। হুতাশ ১০। শেষে শ্বেত

৪০

[১]----[১] তিহো বনালেন ধৰ্ম্মে।।

বাহুদণ্ডে তাম্র ব্রহ্মা ধনী [২]জখন[২]। আদৌ সব্রহ্মা বেদ করিলা [৩]উচ্চারণ[৩]।।

[৪]---[৪] যারে চারিবেদে চারি পণ্ডিত [৫]উপজিল[৫]। চারি[৬]জুগে[৬] ক্রিয় সব তার রহিল।।

সত্য[৬]জুগে[৬] [৭]সেতবন্ন[৭] পবিত্র বায়। [৭]সেতবন্নে[৭] [৮]সেতাই[৮] পণ্ডিত তাম্র বজায়।।

ত্রেতা[৬]জুগে[৬] [৯]নিলবন্ন[৯] পবিত্র বায়। [৯]নিলবন্নে[৯] [১০]নিলাই[১০] পণ্ডিত তাম্রযজ্ঞে বজায়।।

দ্বাপর[৬]জুগে[৬] রক্ত[১১]বন্ন[১১] পবিত্র বায়। রক্ত[১১]বন্নে[১১] পণ্ডিত কংসাই তাম্রযজ্ঞে বজায়।।

কলি[৬]জুগে[৬] কৃষ্ণ[১১]বন্ন[১১] পবিত্র বায়। কৃষ্ণ[১১]বন্নে[১১] পণ্ডিত রাম তাম্র সঙ্গে বজায়।।

এ [১২]স্তানে[১২] পণ্ডিত রাম অজ পাদ্যপন্তি নিতে। লৌহ লৌহ বাম ক্রোধ সত্য নিতে। শেখাও গুরু পরাতত্ত্ব রামের বাচাই ওঁ গুরু পাদপদ্মে নমমনবাহ্য নমৌনমস্তে।।০।। ইষ্ট তাম্ররজর্থ ।।

১। (খণ্ডিত) ২। যখন ৩। উচ্চারণ ৪। (অস্পষ্ট) ৫। উপজিল ৬। যুগে ৭। শ্বেতবর্ণ ৮। শ্বেতাই ৯। নীলবর্ণ ১০। নীলাই ১১। বর্ণ ১২। স্থানে

৪০ক

আপনার স্থান [১]জানিঞা[১]
ধম্মে সেবা করে আসিয়্যা
আসিয়া [২]জায়[২] থাকিয়া স্বকায়
তার পাপপুন্য সেই সে পায়

১। জানিয়া ২। যায়

৪১ [পাঠ পুনরাবৃত্তি -৩৬ক]

তোমার সাক্ষাতে কহিঃ অধর্ম তারণ [১]মহিঃ[১]
তবে নামে পাপ কর [২]নাস[২]।।
[৩]সুনি[৩] উল্লুকের কথাঃ হরসিত হয়্যা তথাঃ
দয়াময় প্রভু নিরঞ্জন।
দেবগণ সঙ্গে করিঃ মন্ত্র আহ্বান করিঃ
সুরভিরে দিলেন [৪]জিবন[৪]।।
[৫]সুন্য রূপি[৫] জুড়ি ক্ষয়ঃ নাহিক তাহারে ভয়ঃ
ধ্যানে না পায় দেবলোক।
[৬]জত[৬] কিছু [৭]অস্তী[৭] ছিলঃ একেত্র করিয়া নিলঃ
দেখিয়া [৮]সভার[৮] ঘোচে [৯]সোক[৯]।।
জড় করি সব [১০]সাস্ত্রঃ[১০] প্রভু [১১]---[১১] পক্ষপাতঃ
কর দিলা [৭]অস্তী[৭]র উপর।
দেবগণ ধরি গ্রন্থঃ মৃত সঞ্জি পড়ে মন্ত্রঃ
দেখি আনন্দিত মায়াধর।।
[৬]জত[৬] কিছু হাড় [১২]ছীলঃ[১২] মন্ত্র তেজে জড় হল্যঃ

পাসানসিংহের আখ্যানের শেষাংশ- ১। মহীঃ ২। নাশ ৩। শুনি ৪। জীবন ৫। শূন্যরূপী ৬। যত ৭। অস্থি ৮। সবার ৯। শোক ১০। শাস্ত্রঃ ১১। (অস্পষ্ট) ১২। ছিলঃ

৪১ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩৭ এবং ৩৬ক]

বাদ্য মাস কাটা তাহারা দুই জাত।
[১]জবন[১] করেন [২]শৃষ্টী[২] [৩]ত্রিদসের[৩] নাথ।
আগু হয্যাছে হিন্দু পাছু [৪]মোছলমান[৪]।
হিন্দুকে পুরাণ দিল [১]জবনে[১] কোরান।।
[১]জবন[১] [৫]শৃজিল[৫] প্রভু করিল মায়ায়।
রামাঞী পণ্ডিত বলে শ্রীধম্মের পায়।। ।। ।।৪।। ।। ।।

উল্লুক কহেন বাণিঃ [৬]কৃতাজ্ঞ[৬] করি পাণিঃ
[৭]সুন[৭] প্রভু দেব নারায়ণ।
করিলে অমিত কম্মঃ [৭]সুন[৭] প্রভু দেবধম্মঃ
তোমারে করিয়ে নিবেদন।।
তুমি [৮]জে[৮] করিলে প্রভুঃ এমত নাহয় কভুঃ
দেবগণে লাগে চমতকার।।
করিলে দারুণ পণঃ সম্ভব অকথনঃ
তুমি নাকি দয়ার সাগর।।
তুমি প্রভু দয়াময় তোমারে [৯]উচিত[৯] নয়
তবে কেন এত অবিচার।।
কহিতে করিলে ত্রাসঃ বিপ্রগণে কৈলে [১০]নাসঃ[১০]
এ নহে তোমার বান্ধবায়।।
সত্য দ্বাপর ত্রেতাঃ কলিযুগে কৈল্যে হত্যাঃ
দেখিয়া আমারে লাগে ত্রাসঃ।

পাসানসিংহের আখ্যানের শেষাংশ- ১। যবন/যবনে ২। সৃষ্টি ৩। ত্রিদশের ৪। মুসলমান ৫। সৃজিল ৬। কৃতাঞ্জলি (করজোড় অর্থে) ৭। শুন ৮। যে ৯। উচিত ১০। নাশঃ

৪২

শ্রী শ্রী ধম্মায়নমঞ্চ।।

বল্লুকা নদীর [১]তিরে[১] ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে

করে পূজা শ্রীধম্ম চরণ।

[২]পুজিতে[২] সে নৈরাকার পুষ্পাদি পাইবার

করি ব্রহ্মা মালির [৩]শৃজন[৩]।।

ধ্যান করি প্রজাপতি নিশ্বাস ছাড়িয়া তথি

মহাতেজ [৪]--------[৪] ।

তারে দেখি দেবগণ হরসিত হল্যা মন

পুষ্প তুলিতে দিল ভার।।

দেবতার বাণি [৫]সুনি[৫] মালাকার [৬]যোড়পাণি[৬]

কহে কথা ধম্মের সাক্ষাতে।

[৭]গোশাঞি[৭] কোথা বা পাইব ফুল পাইঞা [৮]----[৮]

[৫]সুন[৫] সদাশিব আদ্য বিদিতে।।

[৫]সুণিঞা[৫] মুনির কথা [৯]হরসিৎ[৯] হইয়া ধাতা

পুষ্পরাজি সঞ্চিরিল সঞ্চার।

নবখণ্ড পৃথিবী জুড়ি ঠাঞি মালঞ্চ বাড়ি

দেখিয়া আনন্দ মালাকার।।

তবে মালাকার ত্রাসে পুষ্প তুলিব কিসে

স্থল দেহ পুষ্প তুলিতে।

[১০]মালীর[১০] কথায় ব্রহ্মা ডাকি আনি বিশ্বকম্মা

ভার দিল [১১]সাজী[১১] গড়িতে।।

বিশ্বকম্মা মনে বুঝি সুবর্ণ আকুড়ি সাজি

গড়ে [১২]যাআ[১২] নিল শীঘ্র গতি।।

[১১]সাঝি[১১]তে আকুড়ি দেখি অন্তরে হইলা সুখী

পুষ্প তোলন- ১। তীরে ২। পূজিতে ৩। সৃজন ৪। (অস্পষ্ট) ৫। শুনি/শুন/শুনিয়া ৬। জোড়পাণি ৭। গোসাঞি (গোঁসাই) ৮। (অস্পষ্ট) ৯। হরসিত ১০। মালির ১১। সাজি ১২। যাইয়া (গিয়া)

গঙ্গা আনিয়া দিল সাগর ভুবন।।
[১]চতুদ্দিগে বসিলা জতেক[১] দেবগণ।
মধ্যদেশে চন্দন [২]ঘসেন[২] চারিজন।।
[৩]রসূয়া[৩] চরিত্র গঙ্গা আপনে পার্বতী।
জয় জয় ধ্বনি সদা করে দিবারাতি।।
[৪]বত্তীশ[৪] আলম সঙ্গে অপর উল্লুক।
নানা বাদ্য মহোৎসব [৫]সোভয়ে[৫] বল্লুক।।
খুরি বাটি [৬]পুরীয়া[৬] টীকা করিল সার।
ধৰ্ম্মের গাজনে টীকা জয়জয়কার।।
পাবন টীকার বাদ্য [৭]জত দূর জায়[৭]।
দশবিধ পাপ তার দূরেতে পালায়।।
অনামিকা অঙ্গুলিতে করয়ে সুরঞ্জিৎ।
অম্বুরি কস্তুরী তাতে করহ মিশ্রিৎ।।
টীকাতে সঙ্গের পাপ কিছুই না রয়।
দেবগণে [৮]আসা[৮] করে ত্রিভুবনে জয়।।
ধৰ্ম্মের গাজনে টীকা পাবন বিস্তার।
গ্রহণ করিলে টীকা সম্পদ সঞ্চার।।
টীকা পূজা কর দেব নিরঞ্জন।
টীকা পাবন রামাঞি করিল রচন।।
শ্রী[৯]শূর[৯]ভক্ত্যা ভজ কর তার।
ধৰ্ম্মের গাজনে [১০]দেও[১০] জয়জয়কার।।

টীকা পাবন- ১। চতুর্দিকে বসিলা যতেক ২। ঘষেন ৩। রসুয়া ৪। বত্রিশ ৫। শোভয়ে ৬। পুরিয়া ৭। যত দূর যায় ৮। আশা ৯। সুর ১০। দাও অর্থে

৪৩

সুরভি পাইল প্রাণ আর।।

নিজমন্ত্র মনে ভাবিঃ   পাইল প্রাণ সুরভিঃ

জয় [১]সব্দ[১] কৈল দেবগণ।

প্রাণ পায়্যা [২]গাভী[২]সব   [৩]উঠ্যা[৩] করে হামারবঃ

সূত্র জুড়ে হইল মিলন।।

[৪]বচ্ছ[৪] করে দুগ্ধপানঃ   প্রভু গেলা নিজস্থানঃ

আনন্দে বল ইহার বোল।

রামাঞি পণ্ডিত কয়ঃ   ভজ ধম্ম পদদ্বয়ঃ

আনন্দে না পায় কেহ [৫]য়োর[৫] ।। ।। ।। ।।৫।। ।। ।। ।। ইতি জাজপুর পুস্তক সমাপ্ত ।। ।। ।। ।। ।।

পাসানসিংহ আখ্যানের সমাপ্তি- ১। শব্দ ২। গাভি ৩। উঠিয়া অর্থে ৪। বাছুর অর্থে ৫। ওর (পরিসীমা)

৪৩ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩৬ক]

তুমি প্রভু [১]দআময়[১] তোমারে [২]ঊচিত[২] নয়
তবে কেন এত অবিচার।
কহিতে করিয়ে ত্রাসঃ বিপ্রগণে কৈলে [৩]নাসঃ[৩]
এ নহে তোমার বান্ধবায়।।
সত্যদ্বাপরত্রেতাঃ [৪]কলিজুগে[৪] কৈল্যে হত্যাঃ
দেখিয়া আমারে লাগে ত্রাস।
তোমার সাক্ষাতে কহিঃ অধর্ম্ম তারণ মহিঃ
তব নামে পাপ কর [৩]নাস[৩]।।
[৫]সুনি[৫] উল্লুকের কথাঃ [৬]হরসিত[৬] হয়্যা তথাঃ
দয়াময় দেব নিরঞ্জন।
দেবগণ সঙ্গে করিঃ মন্ত্র আহ্বান করিঃ
সুরভিরে দিলেন [৭]জিবন[৭]।।
[৮]সুন্য[৮] রূপে জুড়ি ক্ষয়ঃ নাহিক তাহারে ভয়ঃ
ধ্যানে না পায় দেবলোক।
[৯]জত[৯] কিছু [১০]অস্তি[১০] ছিলঃ একেত্র করিয়া নিলঃ
দেখিয়া [১১]সভার ঘোচে সোক[১১]।।
জড় করি সব [১০]অস্তিঃ[১০] প্রভু দেব [১২]জুগপতিঃ[১২]
কর দিলা [১০]অস্তির[১০] [১৩]উপর[১৩]।
দেবগণ ধরি গ্রন্থঃ মৃত সঞ্জি পড়ি মন্ত্রঃ
দেখে আনন্দিত মায়াধর।।
[৯]জত[৯] কিছু হাড় ছিলঃ মন্ত্র তেজে জড় হল্যঃ
সন্ধি হয়ে জোড়ে অঙ্গ।
সুরভিরে দেন প্রাণঃ প্রভু দেব ভগবানঃ
দেখি সবে হইল আনন্দ।।
তবে প্রভু নিরঞ্জনঃ [১০]অস্তি[১০] পরে দিলা মনঃ
[১৪]জয়২[১৪] বলে কর তার।
পঞ্চভূত নারায়ণঃ বসিলা [১৫]জে[১৫] স্থানে স্থানঃ

পাসানসিংহ আখ্যানের শেষাংশ- ১। দয়াময় ২। উচিত ৩। নাশ ৪। কলিযুগে ৫। শুনি ৬। হরষিত ৭। জীবন ৮। শূন্য ৯। যত ১০। অস্থি/অস্থির ১১। সবার ঘোচে শোক ১২। যুগপতি ১৩। উপর ১৪। জয়জয় ১৫। যে

নমঞ্চ পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠানাঞ্চশ্বরন্তী স্বসিচ ইয়ানাতয়োরবৃক্তুন ধরাগুদক্তা অহীং বৃধ্ন মন্ববীয়মানা বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি।। ততো ধান্যং।। নমো ধান্যমসি ধেনুহিদেবানধিনুহিষঙ্গং ধিনুহিয়ঙ্গস্যং সপুষ্পাত ধিনুহিয়ঙ্গমিতং যদ্দিন্য দীর্ঘমনুপ্রমীতি মায়ুসেধাং দেবোবঞ্চ সবিতা হিরণ্যপাণি পৃতিগৃহ্নাবেং ছিদ্রিণ পাণিনা চক্ষুষেদ্বোং মহীনাং পয়োসি।। ততো দুব্বা।। নমঞ্চ কান্তাৎ কান্তাৎ পুরবোহন্তী পুরুষস্পবিত্রবানো দূর্বেতিপ্রতনু সহস্রেন সতেনচ।। ততঞ্চ পুষ্পং।। নমঞ্চ শ্রীশ্বতেলক্ষীশ্বপত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বেনক্ষত্রা নিরূপমশ্বিনৌকান্তং ইষ্টনীশানাসঙ্গনোধ্যং মদৃসানঞ্চ।। ততঞ্চ ফলং।। যাঞ্চ ফণিনী য়াদ্যফনায়াশ্ব পুষ্পিণী বৃহস্পতি প্রসূতাস্তান্নোমুঞ্চদ্বেং গুংহসঞ্চ।। ততো দধি।। নমোদধি ক্রারোহকার্ষং জিষ্টোরশ্বস্য বাজিনঞ্চ সুরভিনা মুখাকরৎ প্রণতায়ুংষিতার্ষৎ।। ততো ঘৃতং।। নমোঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথিবী মধুদুগ্ধেসুপেয়সা।।

ভট্টারক চরণসরোজসন্নিধৌ অমুকগোত্রঞ্চ শ্রীঅমুকদাসঞ্চ কন্যানাদ্যোয় পূর্বস্বীকৃত [১]সোধনার্থে[১] নানাদোষরহিতায় গণপয়োদি নানাদেবতা পূজাবিশেষত্বঞ্চ শ্রীনিরঞ্জনপূজা মৌরভট্ট রচিতসঙ্গীত ইহরাত্রি বাদ্যাদিভিঞ্চ স্বর্গাধিকরণ হোমবলিদান মহঙ্ক[২]বিষ্যে[২]।। নানাবিরচিত কুসুমসহিতায় কাষ্ঠসিংহাসনায় নমঞ্চ।। শ্রীবিষ্ণুঞ্চ র্বিষ্ণোর্ণমোহ অমুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীমানহং অমুকগোত্রঞ্চ অমুকদাসঞ্চ কন্যানাথায় পূর্বস্বীকৃত [১]সোধনার্থে[১] নানাদোষরহিতায় শ্রীনিরঞ্জনপ্রীতয়ে নানাচিত্ররচিতা বসরস্তত্র সহিতায় কাষ্ঠাসনায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।। অমাবিধান মন্ত্রাঞ্চ।। নমো দূরসিদূম্যরস্য দিবারসি বিশ্বস্যধায়া বিশ্বস্যভুবনস্য পৃথিবীং যচ্ছপৃথিবীং দৃংহপৃথিবীং মাহিংসি।।১।। ততো গন্ধঞ্চ।। নানাগন্ধদ্বারা দূরাধর্ষাং নিদ্যেয়ুষ্টাং করিসিনীং ঈশ্বরী সর্বভূতানাং দ্বোমহোবন্ধয়ে শ্রিয়ং।। ততঞ্চ শিনা।।

১। শোধনার্থে ২। বিশ্বে

শ্রীকৃষ্ণঙ্ঞ।। আদিয়ে পল্লবশ্বৈব কণ্ঠে বিষ্ণুস্তুতে মুদাললাটে চ গণাধীপঞ্চ শিবদুর্গা ঘটমধ্যতঞ্চ বহুশস্য সর্বদেবেশঞ্চ এষা কার্যা প্রবর্ততে।। দ্বিগুণে উৎপত্তি তাম্রত্রিগুণার্থ ধারণে।। পঞ্চমবেদে কাপী তাম্রহোম মন্ত্রেচ মুদ্ধতি। দ্রাঁ শ্রীঁ স্বাহা ললাটেচ কেশবং ব্রহ্মাকণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমঞ্চ। নাভৌনারায়ণঞ্চ পাত্তদ্রিদয়ে কেশবস্তথা। গোবিন্দং দক্ষিণপার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমঞ্চ।। এতাং দ্বাদশনামানি যঞ্চ পঠেত্তিলকং ভবেৎ।। ধেনুমুদ্রয়া অমৃতী কুয়ে ন মুদ্রা প্রদর্শয় মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য কচ্ছপমুদ্রাং বধ্বাশঙ্খ মুদ্রয়ামৃতী কুয়ে অঙ্কুসমুদ্রয়া তীর্থমাবাগু।।

শ্রীশ্রীরামঞ্চ।।

[১]ভানমণ্ডল[১] কনকের বেহার।

স্ফটিকের সিংহীস্তম্ভ লাগ্যাছে দুয়ার।।

ডাহিনে [২]-------[২] ছাই।

হেন ধম্ম পূজিলে অনেক পুন্য পাই।

উচ্ছালা বদ্ধমান আছে হিন্দু [৩]মুচ্ছলমান[৩] ধর্মের [৪]বীভেদ[৪]

গোলামরূপে কে আনাবেক প্রকৃতি স্ত্রীধনে কে মানাবেক

কুবের ভাণ্ডারি তোমার স্থানে [৫]সত[৫] ভক্তে ভজে দোষ লৈয়ে নামে অপরাধ ক্ষম।।

পণ্ডিৎ বলয়ে [৬]সুনি[৬] কোথা তোমার ঘর ।

[৭]অশূচি[৭] হইয়া আইল্যে গাজন ভিতর।।

পণ্ডিৎ বলাই আমি যাজপুরে ঘর।

শুচি হইয়া আল্যাম গাজন [৮]ভীতর[৮]।।

শ্রী শ্রীঞ্চ সহায়ঞ্চ।।

১। ভানুমণ্ডল ২। (অস্পষ্ট) ৩। মুসলমান ৪। বিভেদ ৫। শত ৬। শুনি ৭। অশুচি ৮। ভিতর

শ্রী শ্রী।।০।।[১-----১]অথ ডাক নিক্ষতং।।

নিয়ম [২]লাগে২[২] শ্রীমৎ কালিঞ্জর ভট্টারকায়। [৩]সর্গ মর্ত[৩] পাতালায়। তথিমধ্যে চতুর্দ্দিগ। [৪]যথা২[৪] সেবা করেএ [৫]সিব[৫]। [৬]উত্তর[৬] দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। [৭]উড়িয়া[৭] [৮]ইসান[৮] আর দশ [৯]দিগ[৯]। তাহার মধ্যে [১০]জে জে[১০] ভক্ত [১১]জিব[১১]। [১২]সেবাধীকারি দেবাধীকারি[১২]। গঙ্গা [১৩]দেবির দুইকুল[১৩]। [১৪]সমিপ[১৪] [১৫]শ্রীবদ্ধমান[১৫]। বৃদ্ধ বটমূল নাশয় ছাপান্ন কোটী আসি সহস্র ঊনষষ্টী ময়না। সাত সহস্র আসি সয় পাণ্ডা। তথিমধ্যে মহানাদ জোড়া। [৩]সর্গ মত্ত[৩] পাতালায় দেবগন্ধব্ব নাগলোকে একাকার। নানাবর্ণে লোক সেবন্তি [৫]সিবের[৫] দ্বার। কত কত দেশ অজানা জানা। প্রতি দেশমধ্যে বিরূপাক্ষ স্থান। করপুটে নিমন্ত্রিয়ে [১৬]কাসি[১৬] বিশ্বনাথ। এদেয়ুনেকর শুভ ভক্তজনার সাথ। স্থানঃ প্রধান হরিদ্রা জুড়ি। [১০]জে[১০] স্থানে [১৭]বৈসহ[১৭] কৈলাস ছাড়ি। সেইস্থান ক্ষেণেক ত্যেজ ত্রিলোচন। সেবক বহস্যন প্রভু কর আগমন। ভুবনেঃশ্বর নাম তোমার [১৮]উড়স্যায়[১৮] [১৯]ঘুসিত[১৯]। [২০]কনারক[২০] দেশে প্রভু না হয় বিঘ্নিত। মোর নিমন্ত্রণে প্রভু কর আগুসার। তবে [২১]জগদ্বিস[২১] নাম জানিব তোমার। [২২]বৃস[২২]ভধ্বজ নাম জগতের সার। [২২]বৃস[২২] আরোহণে গোসাঞি গমন তোমার।।

১। (অস্পষ্ট) ২। লাগে লাগে ৩। স্বর্গ মর্ত্য ৪। যথাযথা ৫। শিব/শিবের ৬। উত্তর ৭। উড়িয়া ৮। ঈশান ৯। দিক ১০। যে যে ১১। জীব ১২। সেবাধিকারী দেবাধিকারী ১৩। দেবীর দুই কূল ১৪। সমীপ ১৫। শ্রীবর্ধমান ১৬। কাশি ১৭। বাস করো অর্থে ১৮। উড়িষ্যায় ১৯। ঘোষিত ২০। কোনারক ২১। জগদ্দীশ ২২। বৃষ

৪৬ক

উমাপতি নাম তোমার [১]ঘোসে[১] দেবলোকে।
বামে উমা স্মরণে হরয়ে রোগ [২]সোকে[২]।।
এই গাজনে [৩]জদি[৩] না কর গমন।
গাজনের ভার লাগে [৪]সুন[৪] ত্রিলোচন।।
গাজনের ভক্ত ভক্ত্যার হয়ত বিপাক।
না থাক গাজনে [৩]জদি[৩] তোমার সে পাপ।।
নানা [৫]দেস দেসান্তর[৫] ভকত সহিত।
আসিয়া গাজনে ভর করহ [৬]তুরিত[৬]।।
[৭]সক্তি[৭] সহিত প্রভু কর আগমন।
[৮]জথাসক্তি[৮] নরলোকের বইতে পুজন।।
তথিমধ্যে উত্তর আড়াই চক্র দক্ষিণ।
আড়াই চক্র পূর্ব আড়াই চক্র পশ্চিম।।০।।

তথিমধ্যে জম্বু [৯]দ্বিপ[৯]। সাম্বু [৯]দ্বিপ[৯]। [১০]কুস[১০] [৯]দ্বিপ[৯]। ক্রৌঞ্চ [৯]দ্বিপ[৯]। ত্রিকূট [৯]দ্বিপ[৯]। কাঞ্চন [৯]দ্বিপ[৯]। সিংহল [৯]দ্বিপ[৯]। সাগর [৯]দ্বিপ[৯]। মাণিক্য [৯]দ্বিপ[৯]। [১১]মাহিস[১১] [৯]দ্বিপ[৯]। [১২]উদ্বান[১২] [৯]দ্বিপ[৯]। নবলক্ষ [৯]দ্বিপ[৯]।।

তথিমধ্যে [১৩]উত্তর্দেস[১৩]। কিরাত [১৪]দেস[১৪]। সিংহল [১৪]দেস[১৪]। বহুতর [১৪]দেস[১৪]। গান্ধারি [১৪]দেস[১৪]। সয়ালক্ষ [১৫]উড়স্যা[১৫]। [১৬]বত্তিস[১৬] লক্ষ [১৭]গোউড়[১৭]। [১৮]তেত্তিস[১৮] লক্ষ কর্ণাট। নবলক্ষ বঙ্গ। চৌদ্দলক্ষ [১৯]শুরঙ্গ[১৯]। বড়ডাঙ্গা কায়া টুটি। গান্ধারি বিক্রমপুরি। মথুরাপুরি। হেমকেদার। খাতাথাপর। তনসুতন। নেপাল [২০]পসুপতি[২০]।।

১। ঘোষে ২। শোকে ৩। যদি ৪। শুন ৫। দেশ দেশান্তর ৬। ত্বরিত ৭। শক্তি ৮। যথাশক্তি ৯। দ্বীপ ১০। কুশ ১১। মাহিষ ১২। উদ্যান ১৩। উত্তরদেশ ১৪। দেশ ১৫। উড়িষ্যা ১৬। বত্রিশ ১৭। গৌড় ১৮। তেত্রিশ ১৯। সুড়ঙ্গ ২০। পশুপতি

৪৭

পাট খুলিয়া দেহ।

আন্যাছি পঞ্চরত্ন ভেটিব নিরঞ্জন

প্রভুরে [১]জাইয়া[১] কহ।।

দ্বারি কহেন বাণি যোগনিদ্রা চক্রপাণি

কে করিতে পারে নিদ্রাভঙ্গ।

তপস্যা কারণে গিয়াছেন মহাশয়

কী কহিব তাহার রঙ্গ।।

প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ

পরিহরি তোমার চরণে।

উল্লুক লইয়া সুখে [২]জায় সয্যা[২] খাটে

আমি প্রণাম করিব কেমনে।।

তোমা পরি আস্থা করি শানপুরে ঘর করি

তোমা লাগি বড় করে ভয়।

তোমার চরণে মতি রহুক প্রণতি স্তুতি

নিদ্রাভঙ্গ কর মহাশয়।।

[৩]শ্বেৎ[৩] ঘোড়ায় [৪---৪]গোসাঞি শ্বেতের পালান।

[৫]কুম্মের[৫] পৃষ্ঠেতে দেব দেবনিশ্বান।।

জাগরে জাগরে ভাই সত্যযোগের কোটাল।।

১। যাইয়া ২। যায় শয্যা ৩। শ্বেত ৪। (অস্পষ্ট) ৫। কূর্মের

৪৭ক

শ্রীবস্ত ।। কহ কহ [১]পণ্ডীৎ[১] শূন্যের কথা।
বাপার গাজনে এক মরিয়াছে ভক্তিতা।।
সাঁ সুরভক্ত্যা মোরা কেহো [২]নাঞি[২] জানি।
আপুনি মার্য়া ভক্ত্যা মন্ত্রের বিলানি।।
শোধন।। [৩]সুন সুন[৩] [১]পণ্ডিৎ[১] আগমের কথা।
[৪]জেই জে[৪] দ্রব্য চাহি আন্যা দেয় হেথা।।
আগুনে মরে জান [৫]বাচে[৫]।
এই দ্রব্য পাইল্যে মোর ভক্ত [৫]বাচে[৫]।।
রামাঞি [১]পণ্ডিৎ[১] বলে [২]সুন[২] আরে ভাই।
ধর্ম্মে ফুল জলে ভক্ত্যা [৬]জিআই[৬]।।

১। পণ্ডিত ২। নাহি ৩। শুন শুন/শুন ৪। যেই যে ৫। বাঁচে ৬। বাঁচাই বা প্রাণদান করি অর্থে

দেখি তার আবাহনঃ   তুষ্ট হইলা নিরঞ্জনঃ

ভক্তজনে হইলা পক্ষীবল।

রামাই পণ্ডিত ভনেঃ   রক্ষ প্রভু নিরঞ্জনেঃ

বিপাকে পড়িয়া মরে নর।।:।।০।।:।।:।

ততো রামঞ্চ।।::।।

মন দিয়া [১]সুন[১] [২]সভে[২] শ্রীধর্মপুরাণ।

[১]সুনিলে[১] শ্রবণ সুখ নয়ান জুড়ান।।

রামরূপে রামপণ্ডিত রাম অবতার।

একভাবে গতি লইয়া পূজে কর তার।।

নানা দ্রব্য [৩]উপহার অসেস[৩] বাদ্য ভাণ্ডে।

[৪]ধুপদিপে[৪] অন্ধকার দেখিল মার্কণ্ডে।।

মার্কণ্ড বলেন কপিল কর অবগতি।

ভণ্ড রাম ভণ্ড না করিল [৫]উপবিতি[৫]।।

প্রকারে করিল রাম লোকের [৬]জাতিনাস[৬]।

মিথ্যা বলিয়া [৭]ঋসি[৭] কৈল [৮]উপহাস[৮]।।

অন্তরীক্ষ বিমানে ধম্ম [১]সুনি[১] [৯]নিন্দাবাণি[৯]।

[১০]কোপজুত[১০] হল্যা ধম্ম পাসরে আপনি।।

ততক্ষণে [৭]ঋসি[৭] [১১]জে[১১] মার্কণ্ড নিলে [১২]দার[১২]।

কম্পবান হইল মুনির কলেবর।।

[১৩]সয়ন[১৩] করিল [৭]ঋসি[৭] পাতিল আসন।

[১৪]সঙ্খবরণ[১৪] [৭]ঋসি[৭] ভরিল বদন।।

কালকূটী কুষ্ঠ [৭]ঋসির[৭] হইল বক্ষস্থলে।

আলকুসিয়া কুষ্ঠ [৭]ঋসির[৭] হইল গলে।।

গলন্ত মহাকুষ্ঠ [৭]ঋসির[৭] ধরে দুই [১৫]পাসে[১৫]।

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যানের সূচনা- ১। শুন/শুনিলে/শুনি ২। সবে ৩। উপহার অশেষ ৪। ধূপদীপে ৫। উপবীতি ৬। জাতিনাশ ৭। ঋষি/ঋষির ৮। উপহাস ৯। নিন্দাবাণী ১০। কোপযুক্ত অর্থে ১১। যে ১২। দ্বার ১৩। শয়ন ১৪। শঙ্খবরণ ১৫। পাশে

৪৮ক

সর্বাঙ্গ গলিত [১]ঋসির[১] [২]অর্গু নাঞ্চি[২] বাসে।।
[১]ঋসিরে[১] বলেন [১]ঋসি[১] করিলে কোন কাজ।
কেন নিন্দা করিলে ধর্ম্মদেবের দেবরাজ।।
দেবের দেবতা ধর্ম জগতে পূজিত।
তার দ্বারে পড় গিয়া তোমারে [৩]ঊচিত[৩]।।
[১]ঋসি[১] বলে [৪]সক্তি নাঞী[৪] মোর কলেবরে।
আমারে লইয়া [৫]পেল[৫] শ্রীধর্ম দুয়ারে।।
প্রভুর দুয়ারে [১]ঋসিকে[১] [৫]পেলিল[৫] সত্বর।
[৬]আকিংক্ষা[৬] পুরিয়া [১]ঋসি[১] [৭]মাগ্যা লেই[৭] বর।।
মোরে কৃপা কর ভরিব বারমতি ঘর।
মদ মাংস আদি মোরা করিব বিস্তর।।
সুরাতে ভরিব কূপ মাংস রাশি রাশি।
পিষ্টক [৮]প্রমান্ন খির[৮] জোগাব সুন্য বাসি।।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলিকালের ভিতর।
[৯]চারিজুগে গ্রিহভরণ[৯] হইব বিস্তর।।
পণ্ডিত আমনি গতি করাব ভোজন।
সর্বাঙ্গে মাখিব [১০]ঊচিষ্ট[১০] মার্কণ্ড তপোধন।।
এতেক কাকুতি করে মার্কণ্ড [১]ঋসি[১]।
[১১]সুনিতে২[১১] রাম মনে হল্যা [১২]খুসি[১২]।।
[১৩]হাসিতে২[১৩] রাম গেলা প্রভুর [১৪]ঠাঞী[১৪]।
[১]ঋসি[১] রক্ষা কর প্রভু [১৫]সুনহে গোসাঞী[১৫]।।
ধর্ম বলেন রাম তোমাকে কি বলিব আর।
[১৬]অপরাধি[১৬] জন কেমনে করিব [১৭]ঊদ্ধার[১৭]।।
বারেক রক্ষা কর [১৮]------------[১৮]

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যান- ১। ঋষি/ঋষিরে/ঋষির ২। অর্গল নাহি অর্থে ৩। উচিত ৪। শক্তি নাহি ৫। ফেল/ফেলিল ৬। আকাঙ্ক্ষা ৭। মাগিয়া নেয় অর্থে ৮। পরমান্ন ক্ষীর ৯। চারিযুগে গৃহভরণ ১০। উচ্ছিষ্ট ১১। শুনিতে শুনিতে ১২। খুশি ১৩। হাসিতে হাসিতে ১৪। ঠাঁই (কাছে) ১৫। শুনহে গোঁসাই ১৬। অপরাধী ১৭। উদ্ধার ১৮। (অসমাপ্ত)

[১]-------[১]। তাপসি গারাঅনি। রত্নগিরি। অস্তাগিরি। উদয়গিরি। রাইপুর। রত্নাপুর। বাঊয়াড। অনন্ত পানির মণ্ডল। আঊর মণ্ডল। চাঊর মণ্ডল। লঙ্কা আহুলঙ্কী। নদ্ধং আহুনদ্ধং। বেনন্ধং তেনন্ধং। চৌনঙ্গং। চননী পাট। সিন্ধু পাট। তিরঙ্গ পাট। [২]নরমদার[২] দুই [৩]কুল[৩]। খড়ি ঘাঘড়ির। জনার চারি কান্দা। হুতা নবলক্ষবেতা। বানিয়া বাখাণ্ডা। [৪]ভৈরবির[৪] দুই [৩]কুল[৩]। [৫]বাইস[৫] আদ্যর [৬]ছত্তিশ[৬] পুরাণ। তাহার মধ্যে শ্রীবদ্ধমান। হাখণ্ড শ্রীখণ্ড ত্রিহোতি। [৭]তাম্লুক[৭]। গুজরাট মহাকাল। খাট [৮]---[৮]ক্ষোঙ্গ। ছোট তোট বই গ্রাম। নন্দিনা। চৌলাঙ্গনা। সপালক্ষ পর্বত। পাহাড়ী ডিঙ্গি। কানডা। খাতা খাপর গয়া বারাণসি। মথুরা। [৯]অজোধ্যা[৯]। কুরূক্ষেত্র। পুষ্কর। সেতুবন্ধ রামেশ্বর। কল্যাণ মহারাষ্ট্র। মদ্যদ গৌতম দ্বারিকা কামরূপ [১০]জ্বলামুখি[১০]। হিন্দুনাট। [১১]জমুনা সরেস্বতি[১১]। গণ্ডকি নবলক্ষ [১২]নদি[১২]। [১৩]সাতসত[১৩] নদ অজয় ব্রহ্মপুত্র অজল্প জেপনন্দ। এসাং মধ্যে কংসবাটী গুজরাটী কাবের [১৪]দেস[১৪] তেলঙ্গ [১৪]দেস[১৪]। তত্রমধ্যে সেবায় শ্রীধর্মভক্ত শ্রী [১৫]সুন্যভক্ত[১৫] মন্দিরভক্ত।

১। (খণ্ডিত) ২। নর্মদার ৩। কূল ৪। ভৈরবীর ৫। বাইশ ৬। ছত্রিশ ৭। তমলুক ৮। (অস্পষ্ট) ৯। অযোধ্যা ১০। জ্বালামুখী ১১। যমুনা সরস্বতী ১২। নদী ১৩। সাতশত ১৪। দেশ ১৫। শূন্যভক্ত

৪৯ক

[১---১]ভক্ত। নোনা পানিঞা জতে সতি। [২]সন্নাসি[২] ব্রহ্মচারি। পাট্টভক্ত্যা [৩]সান্তি[৩] বিগ্রহী। [৪]জোগী[৪] কাপডী দেয়াসী [৫]দেবদাসি[৫]। [৬]তীর্থবাসি[৬]। [৭]দেবিপুত্র[৭]। হেমকেদারপুত্র। [৮]ছত্তিসবন্ন[৮] সদাই ধম্মাধিকারী ধম্মবোধক [৯]ঊঠি[৯] শুনি বসিয়া শুনি ভোগাধিকারী নারদ [১০-----১০]।। [১১]দেঊলিয়া দেঊল[১১] মহারানী। [১২]অতিত সান্তিবিগ্রহি[১২] সর্বচালক মেনিপাত্র সর্বর্থ ফলসাকুই গন্ধসাকুই পড়াসাকুই আনমসাকুই ধুনাসাকুই ধুনিসাপট নাঠেপাত্র জনসাপট তণ্ডুলপাত্র পানিহারি থিরহারি ভাণ্ডারি ভাণ্ডারনেঊগী হুড়িয়া খাটযা দগডা বাহির বেনদার। পতিহার অধিকারী মদন কামদেব মহাপাত্র ভামর সাইমহাপাত্র। দ্বারিচন্দ্র সুন্যগরুড় হনুমান কোটাল পড়াসাকুই ধুতিপাত্র চৌহান বাহিরধুনা সেবার নিমিত্য। গায়েন বায়েন সাদ্বনেয়া। [১৩-----১৩]নক শ্রীমৎ নিরঞ্জন ভট্টারকস্য স্থানে করে আগুসার। কর্য্যাছে [১৪]অতিত[১৪] গায়েন গর্বিত ফলপুষ্পমুদ্রা পঞ্চপ্রণামাণিক্য পঞ্চপদ্ধতি একামন করিয়া [১৫]ধর্মাধিকারি[১৫] ধর্মবোধক বুঝ্যাইয়া।

১। (খণ্ডিত) ২। সন্ন্যাসী ৩। শান্তি ৪। যোগী ৫। দেবদাসী ৬। তীর্থবাসী ৭। দেবীপুত্র ৮। ছত্রিশবর্ণ ৯। উঠি ১০। (অস্পষ্ট) ১১। দেউলিয়া দেউল ১২। অতীত শান্তিবিগ্রহী ১৩। (অস্পষ্ট) ১৪। অতীত ১৫। ধর্মাধিকারী

৫০

[১---১] ছড়া গলে দিলেক [২]ঋসানি[২]।
[৩]উদ্ধবাহু[৩] কর‍্যা [২]ঋসি[২] নাচেন আপুনি।।
দ্বিজ [৪]রামাঞ্চী[৪] রচিলেন প্রভুর চরণে।
তাহার প্রসাদে লোক মার্কণ্ডপুরাণ [৫]সোনে[৫]।। ।। ।। ।। ।।

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যানের শেষাংশ- ১। (অস্পষ্ট) ২। ঋষি-পত্নী অর্থে/ঋষি ৩। ঊর্ধ্ববাহু ৪। রামাঞি ৫। শোনে

৫০ক

[১]-------------[১] প্রভু দেব গুণমুনি।
[২]অপরাধি[২] জনে কৃপা করিলে সে জানি।।
গোসাঞিঃ বলেন [৩]ঋসি[৩] তোরে কি বলিব আর।
হেরম্ব রাক্ষস [৩]ঋসি[৩] না বলিহ আর।।
রামা নিন্দা [৪]জদি[৪] কর পুনর্বার।
[৫]বড়২[৫] ব্যাধিকে করিব [৬]হুং২কার[৬]।।
সেইবস্ত্রে পোকামাকড় অস্থি করিবেক সার।
পুনর্বার তোমার নহিব উদ্ধার।।
এতেক বলিয়া প্রভু অনাদ্য কর তার।
[৩]ঋসির[৩] অঙ্গে হস্ত দিয়া [৭]মুচাল্য[৭] ব্যাধি তার।।
সর্বাঙ্গসুন্দর [৩]ঋসি[৩] [৮]প্রসস্ত[৮] বদন।
অধরে রহিল চিত্ত নিন্দার কারণ।।
গৃহভরণ আরম্ভ সাধন শুভক্ষণে।
[৩]ঋসি[৩] তপসিগণ আনিল মার্তণ্ডগণে।।
ঢাক জয়ঢোল রে অসংখ্য বাদ্য বাজে।
ঢাকুয়া চৌদিকে [৯]-------[৯] সাজে।।
পণ্ডিত আসিল অতি করাল্য ভোজন।
সর্বাঙ্গে [১০]ঊচ্চিষ্ট[১০] মাখে মার্কণ্ড তপোধন।।০।।০।।

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যান- ১। (খণ্ডিত) ২। অপরাধী ৩। ঋষি/ঋষির ৪। যদি ৫। বড় বড় ৬। হুংহুংকার ৭। মুছালো ৮। প্রশস্ত ৯। (অস্পষ্ট) ১০। উচ্ছিষ্ট

৫১

[১]---------------------[১] ।

কুটুম্ব বলিয়া কেহ বা করে আদর।।

[২]------[২] হয়্যা গলে দেই [৩]----[৩] ।

[৪]---------------------------[৪] ।।

[৫]----------------------------[৫] ।

ধর্ম শিক্ষা করিলে এতিন অপমান।

শ্রীধর্ম বলেন কভু না করিহ মান।।

সর্বাঙ্গ সুন্দর [৬]----------------[৬]।

সংসারে [৭]--------[৭] রুধিব শোকরোগ।।

শ্রীরাম পণ্ডিত বলে [৮]------[৮] ।

দেবতা মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না হয়।। ।। ।।

১। (অস্পষ্ট) ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। (অস্পষ্ট) ৬। (অস্পষ্ট) ৭। (অস্পষ্ট) ৮। (অস্পষ্ট)

৫১ক

দাম্পত্যে [১]জার[১] অধর্ম [২]----[২]।।
[৩]------------[৩] অন্তরের ঘোচে [৪]সুন[৪]।
মস্তকের যেথা [৫]-------------[৫] ।।
[৬]-------------[৬] ঘোচে মৃগী।
[৭]---------[৭] ঘোচে সুন্দর হয় রোগী।।
অপুত্রের পুত্র হয় অধনের ধন।
সেবকবৎসল প্রভু দেব নিরঞ্জন।।
[৮]মৃতবছার[৮] পুত্র [৯]হয়২[৯] [১০]পুত্রবতি[১০]।
একমন হয়্যা [১১]জদি ভজে জুগপতি[১১]।।
অধর্ম [১২]---------[১২] সুপথে [১৩]জায়[১৩]।
[১৪]-------------[১৪] স্বীয়তে সাজায়।।
পূবেতে থাকিয়া [১৫]সভে[১৫] করে নমস্কার।
ত্রিভুবনে তোমারে কৃপা কর তার।।
এমন ধর্মের পদ [১৬]জেবা[১৬] নিন্দা করে।
[১৭]-----------------------[১৭] ।।
[১৮]------[১৮] তাবদ নরকে পচে [১৯]----------[১৯]।
[২০]----------[২০] গণিতে হয় নিরবধি সুখ।।

১। যার ২। (অস্পষ্ট) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। শুন ৫। (অস্পষ্ট) ৬। (অস্পষ্ট) ৭। (অস্পষ্ট) ৮। মৃতবৎসার ৯। হয় হয় ১০। পুত্রবতী ১১। যদি ভজে যুগপতি ১২। (অস্পষ্ট) ১৩। যায় ১৪। (অস্পষ্ট) ১৫। সবে ১৬। যেবা ১৭। (অস্পষ্ট) ১৮। (অস্পষ্ট) ১৯। (অস্পষ্ট) ২০। (অস্পষ্ট)

৫২ [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি – ৪৮ক]

কালকূটী কুষ্ঠ [১]ঋসির[১] হইল বক্ষস্থলে।
আলকুসিয়্যা কুষ্ঠ [১]ঋসির[১] হইল বক্ষ গলে।।
গলন্ত কুষ্ঠে [১]ঋসির[১] ধরে দুই [২]পাসে[২]।
সর্ব্বাঙ্গে [৩]গলিৎ[৩] [১]ঋসির[১] অন্ন নাঞিঃ গ্রাসে।।
[১]ঋসিরে[১] বলে [১]ঋসি[১] করিলে কোন কাজ।
কেন নিন্দা করিলে ধর্ম্মদেবের দেবরাজ।।
দেবের দেবতা ধর্ম্ম জগতে [৪]পুজিৎ[৪]।
তার দ্বারে পড় গিয়্যা তোমারে [৫]ঊচিৎ[৫]।।
[১]ঋসি[১] বলে শক্তি নাঞিঃ মোর কলেবরে।
আমারে লইয়া [৬]পেল[৬] শ্রীধর্ম্ম দুয়ারে।।
প্রভুর দুয়ারে [১]ঋসিকে[১] [৬]পেলিল[৬] সত্বর।
আকাঙ্ক্ষা পুরিয়্যা [১]ঋসি[১] [৭]মাগ্যা লেল[৭] বর।।
মোরে কৃপা কর ভরিব বারমতি ঘর।
মদ মাংস আদি মোরা করিব বিস্তর।।
সুরাতে ভরিব কূপ মাংস রাশি রাশি।
পিষ্টক পরমান্ন [৮]খির[৮] জোগাব সুন্য বাসি।।

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যান- ১। ঋষির/ঋষিরে/ঋষি/ঋষিকে ২। পাশে ৩। গলিত ৪। পূজিত ৫। উচিত ৬। ফেল/ফেলিল ৭। মাগিয়া নিল অর্থে ৮। ক্ষীর

৫২ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি- ৪৮]

একভাবে গতি লৈয়্যা [১]পূজে[১] কর তার।।
নানা দ্রব্য উপহার অশেষ বাদ্য ভাণ্ডে।
ধুপদীপে অন্ধকার দেখিল মার্কণ্ডে।।
মার্কণ্ড বলেন কপিল কর অবগতি।
ভণ্ড রাম ভণ্ড না করিল [২]উপবিতি[২]।।
প্রকারে করিল রাম লোকের [৩]জাতিনাস[৩]।
মিথ্যা বলিয়্যা ঋষি করিল উপহাস।।
অন্তরীক্ষ বিমানে ধর্ম [৪]সুনি নিন্দাবাণি[৪]।
কোপযুত হল্যা ধম্ম পাসরে আপুনি।।
ততক্ষণে ঋষি [৫]জে[৫] মার্কণ্ড গেলা ঘর।
কম্পবান হইল মুনির কলেবর।।
শয়ন করিল ঋষি পাতি [৬]কুসাসন[৬]।
শঙ্খবরণ ঋষি ভরিল বদন।।

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যানের সূচনা- ১। পূজা ২। উপবীত ৩। জাতিনাশ ৪। শুনি নিন্দাবাণী ৫। যে ৬। কুশাসন

৫৩ [হুবহু পাঠ পুনরাবৃত্তি – ৫২]

কালকূটী কুষ্ঠ [১]ঋসির[১] হইল বক্ষস্থলে।
আলকুসিয়্যা কুষ্ঠ [১]ঋসির[১] হইল বক্ষিগলে।।
গলন্ত কুষ্ঠে [১]ঋসির[১] ধরে দুই [২]পাসে[২]।
সর্বাঙ্গে [৩]গলিৎ[৩] [১]ঋসির[১] অন্ন নাঞি গ্রাসে।।
[১]ঋসিরে[১] বলে [১]ঋসি[১] করিলে কোন কাজ।
কেন নিন্দা করিলে ধর্মদেবের দেবরাজ।।
দেবের দেবতা ধর্ম জগতে [৪]পুজিৎ[৪]।
তার দ্বারে পড় গিয়্যা তোমারে [৫]উচিৎ[৫]।।
[১]ঋসি[১] বলে শক্তি নাঞি মোর কলেবরে।
আমারে লইয়া [৬]পেল[৬] শ্রীধর্ম দুয়ারে।।
প্রভুর দুয়ারে [১]ঋসিকে[১] [৬]পেলিল[৬] সত্বর।
আকাঙ্ক্ষা পুরিয়্যা [১]ঋসি[১] [৭]মাগ্যা লেল[৭] বর।।
মোরে কৃপা কর ভরিব বারমতি ঘর।
মদ মাংস আদি মোরা করিব বিস্তর।।
সুরাতে ভরিব কূপ মাংস রাশি রাশি।
পিষ্টক পরমান্ন [৮]খির[৮] জোগাব সুন্য বাসি।।

ঋষি মার্কণ্ডের আখ্যান- ১। ঋষির/ঋষিরে/ঋষি/ঋষিকে ২। পাশে ৩। গলিত ৪। পূজিত ৫। উচিত ৬। ফেল/ফেলিল ৭। মাগিয়া নিল অর্থে ৮। ক্ষীর

৫৩ক

দ্বিসুখঞ্চ রক্তত্রিনয়োনোজ্বলং শুক্লবস্ত্রধরংদেবং উৎপলং প্রণমাম্ম্যহং [১]সব্বদেস[১] নিবাসায় উৎপল দণ্ডায়নমঞ্চ।।১।। কালদণ্ডায়নমঞ্চ বেকালদণ্ডায়নমঞ্চ পুষ্করদণ্ডায়নমঞ্চ বরুণদণ্ডায়নমঞ্চ কনকদণ্ডায়নমঞ্চ মাণিকদণ্ডায়নমঞ্চ। ছায়াদণ্ডায়নমঞ্চ দ্ধতদণ্ডায়নমঞ্চ উৎপলদণ্ডায়নমঞ্চ। নবদণ্ডং মহাকায়ং [২]সব্বাভিষ্ট[২] বরংপ্রদং [৩]আঊরারোগ্য[৩] হে বেথং নিছিদ্রে জায়তে সেবাং কালবেকালাদি নবদণ্ডে ভ্যো নমঞ্চ।।০০।।

১। সর্বদেশ ২। সর্বাভীষ্ট ৩। আয়ুরারোগ্য

৫৪ [পাঠ সাদৃশ্য-১৬ এবং ১৬ক]

শ্রীশ্রীদণ্ড। কালদণ্ডং মণ্ডলাকারং প্রাপ্যঞ্চ স্বর্ণভূতলে ওঁঙ্কারবদনং দেবং কালদণ্ডং প্রণমাম্যহং কালদণ্ডায়নমঞ্চ।। কলিঙ্গ[1]দেসো[1] নিবাসায় কালদণ্ডায়নমঞ্চ।।১।। বেকালত্বং স্থূলকায়ং কৃষ্ণবর্ণং মহাবলং রক্তবস্ত্রধরংদেবং বেকালদণ্ডং প্রণমাম্যহং।। সিন্ধু[1]দেসো[1] নিবাসায় বেকালদণ্ডায়নমঞ্চ।।২।। পুষ্করদণ্ডং সুবর্ণাভং [2]হারকেঊর[2] ভূষিতং কোটিসূর্য সমংতেজং বিশ্বব্যাপ্য ব্যবস্থিতং শুক্লবস্ত্রধরংদেবং পুষ্করং প্রণমাম্যহং।। অবন্তি[1]দেসো[1] নিবাসায় পুষ্করদণ্ডায়নমঞ্চ।।৩।। তপ্তস্বর্ণবর্ণাভং [2]হারকেঊর[2] ভূষিতং কোটিসূর্যং সমংতেজং বরুণং প্রণমাম্যহং।। মগধ[1]দেসো[1] নিবাসায় বরুণদণ্ডায়নমঞ্চ।।৪।। কনকেত্বং মহাকায়ং [3]পিতবস্ত্রং[3] চতুর্ভূজং জটামুকুটধারীচ কনকং প্রণমাম্যহং।। [4]রত্নদ্বিপ[4] নিবাসায় কনকদণ্ডায়নমঞ্চ।।৫।। রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রেঞ্চ ষড়ভূজঞ্চ চতুর্মুখং কৃষ্ণবস্ত্রধরংদেবং মাণিকং প্রণমাম্যহং।। ভোজকটক[1]দেসো[1] নিবাসায় মাণিকদণ্ডায়নমঞ্চ।।৬।। ছায়াদণ্ডং সদাহাস্যং মাণিক্যাদি বিভূষিতং পঞ্চমুখাশ্রয়ে অগ্নিছায়ায়ং প্রণমাম্যহং।। মলয়[1]দেসো[1] নিবাসায় দণ্ডায়নমঞ্চ।।৭।। হৃতদণ্ডং মহাকায়ং ধর্মাধর্মং কাশবনং পঞ্চাননং ত্রিনেত্রেঞ্চ দ্ধতদণ্ডং প্রণমাম্যহং।। সৌরাষ্ট্র[1]দেসো[1] নিবাসায় দ্ধতদণ্ডায়নমঞ্চ।।৮।।

১। দেশো ২। হারকেয়ূর ৩। পীতবস্ত্রং ৪। রত্নদ্বীপ

৫৪ক

সপ্তেসগরতং মহারুতং [১]পরচণ্ডে[১] কালগঞ্জং সপ্তপদ্মংধরংদেবং ক্রায়ং সেজং গরিমাম্যহং [২]শ্রীসুন্য[২] দেবতা পূজায়নম।।

১। প্রচণ্ডে ২। শ্রীশূন্য

৫৫

[১]জিবন[১] [২]----------[২]।

হেমের মুকুরঃ   দেখিতে সুন্দরঃ

হংসরাজ আর মোড়া।।

হেমেতে গড়িতঃ   অতি মনোভিতঃ

[৩]সোভা[৩] করে দিব্য জিন।

[৪]উল্লুক[৪] বাহনঃ   নাচেন খঞ্জনঃ

বলে কেহ নহে [৫]হিন[৫]।।

এ চারি পণ্ডিতঃ   করি জোড় হাতঃ

হুঙ্কারে পড়য়ে বেদ।

এ চারি আমিনিঃ   করে জয়ধ্বনিঃ

খণ্ডিত আপদ খেদ।।

নাগ বাসুকিঃ   দেখহ কৌতুকিঃ

ধন্য হল কূর্মরাজ।

হেমের ঈশ্বরঃ   অতি মনোহরঃ

মন্দ মধুর রাজ।।

পদের আসনঃ   কূর্ম [৬]উপরঃ[৬]

দেখিতে পাপের ত্রাস।

[৭]জেবা[৭] করে ধ্যানঃ   হয়ে পরিত্রাণঃ

নিজ নিকেতনে বাস।।

অন্ধ কুষ্ঠ [৮]জতঃ[৮]   [৯]সেহ[৯] হয়ে হতঃ

এসব সংসারে পার।

শ্রীরাম পণ্ডিতঃ   রচিল [১০]সঙ্গিতঃ[১০]

কৃপা করে কর তার।।০।।০।।

১। জীবন ২। (অস্পষ্ট) ৩। শোভা ৪। উল্লুক ৫। হীন ৬। উপরঃ ৭। যেবা ৮। যতঃ ৯। সেও অর্থে ১০। সঙ্গীতঃ

৫৫ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩৪ক]

[১]------[১] রাজা [২]য়নেক[২] পাইল দান।

তাহা সম রাজা কেহ [৩]নাঞি[৩] পুণ্যবান।।

কলি মধ্যে প্রত্যেক দেবতা বড় ধম্ম।

তাহারে সেবিলে লোকের সেই হয় কম্ম।।

ধর্ম্ম হইতে হয় লোকধম্মের বিস্তার।

[৪]তেঞি[৪] কলিকালে লোক পায়েন নিস্তার।।

শ্রীরাম পণ্ডিত বলে ধম্ম কর তার।

ধম্ম বিনে দয়ার ঠাকুর [৩]নাঞি[৩] [৫]য়ার[৫]।।

[৬]বেদ২[৬] করিয়া ব্রহ্মা পাদন্তে [৭]রৌল[৭]।।

[৮]কোন২[৮] বেদপণ্ডিত [৯]য়বেক্তবেক্ত[৯] করিয়া কৈল।।

[১০]সেসে[১০] ব্রহ্মা যব গতি রোধে।

[১১]ঊড়িয়া জায়[১১] হংস দুই পরিচ্ছেদে।।

[১০]সেসে[১০] ব্রহ্মা বেদে ব্রহ্মগগনমণ্ডলে যার করে স্তব। শূন্যমণ্ডলে করেন ধ্যান।

[১০]সেসে[১০] ব্রহ্মজগত রাজমান।।

ওষ্ঠ কণ্ঠ নাসিকা পয়ান পয়ান।

ঊদ্যান ঊদ্যান করে বাদ্যগানে অনিল পাপছেদ।।

[১২]সুন২[১২] পণ্ডিত ইহাকে বলে ঋকবেদ।।

ওঁ দপনে স্থির কর পণ্ডিত রবি [১৩]সসি ঊজান[১৩]।

মনে পবনে করি বিচ্ছেদ।।

আত্মপরিচয় হইলে পণ্ডিত ইহাকে বলে [১৪]জজুর্ব্বেদ[১৪]।

ওঁ তিন ত্রিজগতে যথা প্রাচ্য সমরস পবন ঊজাড়।।

চাঙ্গেসুয়ে সমরস তেনা। সামবেদে হইলা গোসাঞি বিত্রোন ত্রৌনা।।

চারিবেদ স্থাপনেন যজান জান।

পঞ্চবেদে গোসাঞি নেহ [১৫]পরমাণ[১৫]।।

[১৬]মোনপবনে[১৬] [১৭]সক্তি[১৭] ধরি চাপে।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে [১৮]য়াগমবেদে[১৮] স্থাপে।।

১। (খণ্ডিত) ২। অনেক ৩। নাহি ৪। তেঁই (সেইজন্যই) ৫। আর ৬। বেদ বেদ ৭। রহিল ৮। কোন কোন ৯। অব্যক্তব্যক্ত ১০। শেষে ১১। উড়িয়া যায় ১২। শুন শুন ১৩। শশি উজান ১৪। যজুর্ব্বেদ ১৫। প্রমাণ ১৬। মন পবনে ১৭। শক্তি ১৮। আগমবেদে

৫৬

শ্রীশ্রীরাম [১]সুন২[১] ওরে ভাই কর অবধান।

একমন হয়্যা [১]সুন[১] শ্রীধম্ম পুরাণ।।

এককালে বসে প্রভু [২]ক্ষিরোদের কোলে[২]।

বাহন [৩]ঊল্লুক পক্ষ[৩] [৪]য়াছে কুতুহলে[৪]।।

[৫]য়ানন্দে[৫] বসিয়া প্রভু নানা কথা কই।

সম্মুখে [৩]ঊল্লুক পক্ষ[৩] জোড় করে রই।।

নানা দ্রব্য দান করে তোমার নাম করে।

কেবা স্বর্গ [৬]চল্যা জায়[৬] বৈকুণ্ঠনগরে।।

[৭]সুন্য[৭] মধ্যে জন্ম তোমার [৮]নাঞিঁ[৮] [৯]কেশপাস[৯]।

নাক চক্ষু [৮]নাঞিঁ[৮] তুমি থাক কার [১০]পাস[১০]।।

[৮]নাঞিঁ[৮] দেহ [৮]নাঞিঁ[৮] কেহ [৮]নাঞিঁ[৮] [১১]য়ঙ্গভূজ[১১]।

সর্বত্রে থাকিয়া কর [১২]সভাকার[১২] কাজ।।

[১৩]জেবা জত[১৩] বর মাগে তারে হও দাতা।

[১৪]য়নাদি[১৪] ঈশ্বর তুমি শ্রেষ্ঠের [১৫]করতা[১৫]।।

কোন [১৬]দেসে[১৬] থাক তুমি কোন ঘটে স্থিতে।

[১৭]য়ামাদের[১৭] সকল কহ [১৮]য়াপনার[১৮] নিজ মতে।।

পক্ষের বচন [১]সুনে[১] কহে নিরঞ্জন।

কহেন পক্ষের তরে ঊন শত মন।।

সকলেতে থাকি [১৯]য়ামি[১৯] সকল [২০]য়ামার[২০]।

[২১]জেবা[২১] ভক্তি করে [২২]জাই[২২] তাহার দুয়ার।।

সর্বত্র [২০]য়ামার[২০] স্থিতি থাকি সর্ব [২৩]জিবে[২৩]।

[২০]য়ামার[২০] [৩]ঊল্লুক[৩] তুমি কত যত্ন নিবে।।

[২৪]------------------[২৪] তথা [২৫]য়ামার য়ন্ত[২৫]।

মূর্তির নাহিক [২৬]সিমা নাম য়নন্ত[২৬]।।

মূর্তিগতি নহি [১৯]য়ামি[১৯] [৭]সুন্যে[৭] করি ঘর।

ভক্তিস্তুতি করে [২১]জেবা[২১] তারে দিয়া বর।।

চক্ষুহীন চক্ষু পায় বন্ধ্যা পুত্রবান।

কুষ্ঠজন ত্রাণ হয় নিলে মোর নাম।।

ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা জগতে পূজিত।

শ্রীধম্ম করিল সেবা [১৮]য়াপনার[১৮] চিত।।

১। শুন শুন/শুন/শুনে ২। ক্ষীরোদের কূলে ৩। উল্লুক পক্ষী/উল্লুক ৪। আছে কুতুহলে ৫। আনন্দে ৬। চলিয়া যায় ৭। শূন্য/শূন্যে ৮। নাহি ৯। কেশপাশ ১০। পাশ ১১। অঙ্গভুজ ১২। সবাকার ১৩। যেবা যত ১৪। অনাদি ১৫। কর্তা অর্থে ১৬। দেশে ১৭। আমাদের ১৮। আপনার ১৯। আমি ২০। আমার ২১। যেবা ২২। যাই ২৩। জীবে ২৪। (অস্পষ্ট) ২৫। আমার অন্ত ২৬। সীমা নাম অনন্ত

৫৬ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩৫]

ঋঁকবেদে ব্রহ্মা [১]জঁজুবেদে[১] বিষ্ণু [২]স্যামবেদে[২] মহাদেব [৩]য়থর্ব্ববেদে দেবি[৩] [৪]য়াগমবেদে[৪] ধর্ম্ম।। [৫]সুন২[৫] পণ্ডিত ইহাকে বলে জ্ঞানের [৬]য়াদিজন্ম[৬]। চারিদ্বারে চারিপণ্ডিত তার পঞ্চজন ভার্যা।। তথি পাইল্যা কমলের সন্ধি। যোথাকার রবি [৭]সসি[৭] তোথা হইলা বন্দি।। [৮]সব্দের[৮] হাট [৮]সব্দের[৮] বাট [৮]সব্দের[৮] কুড্যা। [৮]সব্দে[৮] রহিল এতিন ভুবন জুড্যা।। [৮]সব্দ[৮] গেল [৯]নৈসব্দের পাস[৯]। [৮]সব্দে[৮] [৯]নৈসব্দে[৯] করেন গ্রাস।। পঞ্চমবেদে ধর্ম্মশ্রী করে কল্যাণ। বর দেন ঠাকুর [১০]সরূপনারান[১০]।।০।।

১। যঁজুর্ব্বেদে ২। সামবেদে ৩। অথর্ব্ববেদে দেবী ৪। আগমবেদে ৫। শুন শুন ৬। আদিজন্ম ৭। শশি ৮। শব্দের/শব্দে/শব্দ ৯। নৈশব্দের পাশ/নৈশব্দে ১০। স্বরূপনারায়ণ

৫৭

তবে সিংহ বনেঃ আর দেখ ধনেঃ [১]পৃথক২[১] রাখি।
[২]জত[২] দেবগণঃ [৩]হরসিত[৩] মনঃ সবাহনে [৪]সভে[৪] দেখি।।
বেঙ্গা [৫]উড়ি[৫] ধানঃ [৪]সভে[৪] করে মানঃ নাম থুইয়া [৩]হরসিত[৩]।
দেখি [৬]রাসিঃ২[৬] নিরঞ্জন হাসিঃ [৪]সভার[৪] সমান চিত।।
সঙ্গে ভদ্র [৭]বাণিঃ[৭] বাছি [২]জত[২] আনিঃ সুসানি বাছিয়া আনি।
তুষ্ট কর ভারঃ নাম মুক্তাহারঃ আমার সমান জানি।।
কহেন [৪]সভারেঃ[৪] [৮]জে[৮] দিব আমারেঃ এত তৃণ খণ্ড দিয়া।
দূর দুঃখ রোগঃ খরতর ভোগঃ ভজেন আমারে লয়্যা।।
পদযুগ [৯]আসঃ[৯] মুক্তা [১০]অধিবাষঃ[১০] করিবেক [১১]জেই জন[১১]।
শ্রীরাম পণ্ডিতঃ রচিল [১২]সঙ্গিতঃ[১২] তারে তুষ্ট দেবগণ।।

ইতি ধানক্রি [১২]সঙ্গিত[১২] ততো ঁনিরঞ্জনপূজা মুক্তা [১০]অধিবাষ[১০] পুস্তক সমাপ্তং।।০।।

মুক্তার অধিবাস- ১। পৃথক পৃথক ২। যত ৩। হরষিত ৪। সবে/সবার/সবারে ৫। উড়ি ৬। রাশি রাশিঃ ৭। বাণীঃ ৮। যে ৯। আশঃ ১০। অধিবাসঃ ১১। যেইজন ১২। সঙ্গীতঃ

৫৭ক

দেখিয়া তাহার মূর্তিঃ আনন্দিত [১]জুগপতিঃ[১]

মহাতেজ টলিল তখন।

বিচ্ছদিন [২]সক্তি[২] করেঃ কৈলা অভ্যন্তরেঃ

[৩]মহাসুখি[৩] হইলা নিরঞ্জন।।

নিরঞ্জন বলে বাণি সৃষ্টির কারণ তুমি

তোমা হইতে সকল সংসার।

[৪]-------[৪] তার লঙ্ঘন না হইল যার জন্মন

জন্মিল তিন তিন কর।।

ত্রিদেব কণ্ঠরে ধরি ধর্ম [৫]সুন[৫] অবতরি

ভানুপতি নিল [৬]সুভফলে[৬]।

[৭]--------[৭] বিধি [৮]-------[৮] তথি

প্রসব হইল ত্রিলোচনে।।

বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর [৯]--------------------

--------[৯] কেহ নয়।

বুঝিয়ো কার্যের গতি কৃপা কৈল [১]জুগপতি[১]

আপনা করিলা মহাশয়।।

প্রকৃতি কহেন বাণিঃ [৫]সুন[৫] দেব গুণমুনিঃ

[১০]-----------[১০] সৃষ্টির কারণ।

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। যুগপতি ২। শক্তি ৩। মহাশক্তি ৪। (অস্পষ্ট) ৫। শুন ৬। শুভফলে ৭। (অস্পষ্ট) ৮। (অস্পষ্ট) ৯। (অস্পষ্ট) ১০। (অস্পষ্ট)

নামধর্মের [১]কিত্তন[১]।।০।।০।।

আনন্দিত কর তারঃ সৃষ্টির কারণ যারঃ

ধ্যানে বসিলা নারায়ণ।

ধেয়ানে বসিলা ধর্মঃ অঙ্গে নিরমিল ঘর্মঃ

তা দেখি আনন্দ বড় মন।।

অঙ্গে ঘর্মকণা দেখিঃ মনে বড় হইলা [২]সুখিঃ[২]

একবিন্দু [৩]পেলিল[৩] নিছিয়া।

[৪]------সক্তিঃ[৪] ভুবনমোহন মূর্তিঃ

তত্র হইতে [৫]বার্য়াইল[৫] আসিয়া।।

আচম্বিতে তনু হয়ঃ [৬]স্ত্রি[৬] পুরুষ এক নয়ঃ

চিন্তিত হইলা চক্রপাণি।

বজ্রনখ দিয়া নাথঃ ভগ সৃজেন [৭]য়কস্মাৎ[৭]

তুমি দেবী সৃষ্টিরূপিণী।।

মেদনি করিয়া [৮]------[৮] [৯]য়নন্ত বির[৯]

সপ্তস্বর্গ সৃজিল পাতাল।

ভর করি বটপাতেঃ সৃজিলা ত্রৈলোক্যনাথেঃ

[১০]দস দিগ[১০] অষ্ট লোকপাল।।

নিরঞ্জন রূপ ধরিঃ প্রকৃতিরে [১১]বিভা[১১] করিঃ

দেখি রূপ ভুবনমোহন।

[১২]সুন্যেতে[১২] বিবাহ করিঃ [১৩]ত্রিদসের[১৩] নাথ হরিঃ

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। কীর্তনঃ ২। সুখীঃ ৩। ফেলিল ৪। (অস্পষ্ট) শক্তি ৫। বেরাইল (বেরিয়ে এলো) ৬। স্ত্রী ৭। অকস্মাৎ ৮। (অস্পষ্ট) ৯। অনন্ত বীর ১০। দশ দিক ১১। বিবাহ ১২। শূন্যেতে ১৩। ত্রিদশের বা ত্রিভুবনের

৫৮ক

ততঞ্চশৃন্তুং গৃহীত্বা।। ওঁ হিরণ্যগর্বঞ্চ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঞ্চ পতিরেক [১]আসিৎ[১] সদাধারাং পৃথিবীং দ্যায়তেসাং কস্মৈ দেবায় [২]হরিসে[২] বিধেয়ঞ্চ।। অনেন স্বন্তেব অস্য ইত্যাদি।। ততো রজতং গৃহীত্বা।। ওঁ তেজোঽবিষক্রমস্য মৃতমাসি ধায়কমাসি প্রিয়ংদেবনাম নাধৃষ্টং দেবয়জনং।। অনেন রজতেন অস্যেত্যাদি।। ততস্তাম্রং গৃহিত্বা ওঁ আসায় স্তাম্রোবরুণঞ্চ ততবক্রঞ্চ সুমঙ্গলঞ্চ যেচেনং কদ্রা [৩]অতিতো[৩]দিক্ষুত্রিতা সহস্রসৌরেষাং হেডিমহে অনেন তাম্রেন অস্যেত্যাদি।। ততঃ সিদ্ধার্থং গৃহিত্বা।। ওঁ রক্ষোঽনো বনগহনঞ্চ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্ব ক্ষোহলোকেগহনঞ্চ অবনয়াসৈ বৈষ্ণবান্ব ক্ষোহযৌবনগহনো পর্য্যুহাম্মি বেত্তবান বেত্তবমসি বেত্তবাস্তুঞ্চ।। অনেন সিদ্ধার্থেব অস্যেত্যাদি।।

১। আসীৎ ২। হরিষে ৩। অতীতো

৫৯

ততোদর্পণ গৃহিত্বা।। ওঁ আহনষ্ণেন রজসা [১]বত্তমানো নিবেস[১] যন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতাবথেনা দেবোস্বাভিত্তবগনি [২]পস্যন[২]।। অনেন দর্পণেন অস্যেত্যাদি।। ততঃ সূত্রং গৃহিত্বা।। ওঁ প্রসূত্র প্রসূতা সুহতাতাম তোমিবিন্নস্যনেব সপরাসরি মঙ্গলিতি সমাজ্য [৩]দেসঃ[৩] সসোতনঞ্চ সূত্রস্য বীজং পরিকল্পনানি।। অনেন সূত্রেন অস্যেত্যাদি।। ততো [৪]দিপ[৪]মায়ায়।। ওঁ অগু আমাহি বীতয়ে গৃনোমোহ রুপিতায় নিহোতাৎ সমবইসু।। অনেন হিনেন অস্যেত্যাদি।। ততঃ [৫]প্রসস্ত[৫] পাত্রং গৃহিত্বা।। ওঁ প্রতিপদেত্বা অথপদসি অনুপদেত্বা সম্পদ সম্পদেত্বা তেজোহপি তেজসেত্বা অনেন [৫]প্রসস্ত[৫] পাত্রেন অস্যেত্যাদি।। ইত্যাদি বায়মন্ত্রাঃ সুতমস্ত।।০।।

১। বর্তমানো নিবেশ ২। পশ্যন ৩। দেশঃ ৪। দীপ ৫। প্রশস্ত

৫৯ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩৭ক]

[১]পরমব্যম্মঃ[১] হল্যেন আপনে [২]খনকার[২]।
হল্যেন [৩]জবন রূপীঃ[৩] মাথে [৪]সোভে কালা টুপীঃ[৪]
হাথে কৈল ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া [৫]উত্তম[৫] হয়ঃ ত্রিভুবনে লাগে ভয়ঃ
খোদায় বলিয়া হল্য নাম।।
খোদায় হইলেন ধম্মঃ দেবগণ [৬]নিব্যম্মঃ[৬]
নিজ [৭]রুপ ছাড়িল সভাই[৭]।
তবে [৮]ব্যহ্মা[৮] হইলা পেকাম্বরঃ বিষ্ণু হইলা মহামদঃ
[৯]মহেস[৯] হইলা বাবাদম।
[১০]কাত্তিক[১০] হইলা কাজিঃ [১১]গনেস[১১] হইলা গাজিঃ
ফকির হইলা মুনিজন।।
তেজিয়া আপন ভেকঃ নারদ হইলা [১২]সেখঃ[১২]
পুরন্দর হইল মৌলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবেঃ পদাতিক হইয়া সবেঃ
উচ্চনাদে বাজায় দামামা।।

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা- ১। পরমব্রহ্ম ২। খোনকার ৩। যবনরূপীঃ ৪। শোভে কালা টুপিঃ ৫। উত্তম ৬। নিব্রহ্মঃ ৭। রূপ ছাড়িল সবাই ৮। ব্রহ্মা ৯। মহেশ **১০**। কার্তিক **১১**। গণেশ **১২**। শেখঃ

৬০

শ্রী শ্রী ধম্মায়নমঞ্চ।। ধম্মের আজ্ঞায় প্রজাপতি।

[১]শৃজন[১] করেন [২]শৃষ্টীঃ[২] রাত্রি দিবা সম [৩]দৃষ্টীঃ[৩]

অনাআসে আনেক সততি।।

জাজপুরে প্রিয়বাদিঃ [৪]সোলসয়[৪] ঘর বেদীঃ

দ্বিজ নহে কেবল দুজ্জন।

দক্ষিণা লৈয়া [৫]গিতি[৫] গায়ঃ [৬]জার[৬] ঘরে [৭]নাঞী[৭] পায়ঃ

[৮]সাপ দিআ[৮] পোড়ায় ভবন।।৪।।

বেদ কৈল উচ্চারণঃ মান জীবন যৌবনঃ

জালের জম্বাল হয়ে পাস।।

[৯]বীনষ্ট[৯] হইল বড়ঃ [১০]দসে বিসে[১০] হয়্যা জড়ঃ

সাধুপুত্রে করেন [১১]বিনাস[১১]।।

এইরূপে দ্বিজগণঃ করে [২]শৃষ্টীঃ[২] সংহারণঃ

ইহা জানিঞা প্রভু করতার।

বৈকুণ্ঠে জানিঞা ধম্মঃ পরাপর [১২]পরংব্রহ্মঃ[১২]

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মার সুচনাংশ- ১। সৃজন ২। সৃষ্টিঃ ৩। দৃষ্টিঃ ৪। ষোলশ ৫। গীতি ৬। যার ৭। নাহি ৮। শাপ দিয়া ৯। বিনষ্ট ১০। দশে বিশে ১১। বিনাশ ১২। পরমব্রহ্মঃ

৬০ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৫৬]

[১]জেবা জত[১] বর মাগে তারে হও দাতা।
অনাদি [২]ইশ্বর তুমি পৃথ্বীর করতা[২]।।
কোন [৩]দেসে[৩] থাক তুমি কোন ঘটে স্থিতি।
আমাদের বলহ প্রভু আপনার নিজমূর্তি।।
পক্ষের বচন [৪]সুনি[৪] কহে নিরঞ্জন।
কহেন পক্ষের তরে ঊন শত মন।।
সর্বত্রে থাকিব আমি সকল আমার।
[৫]জেবা[৫] ভক্তি করে [৬]জাই[৬] তাহার দুয়ার।।
সর্বত্র আমার স্থিতি থাকি সর্ব [৭]জিবে[৭]।
আমার [৮]ঊল্লুক[৮] তুমি কত অন্ত নিবে।।
[৯]-------[৯] সদয় হয় তথা মোর অন্ত।
মূর্তির নাহিক স্থিতি নাম অনন্ত।।
মূর্তিমান নহি আমি [১০]সুন্যে[১০] করি ভর।
ভক্তি স্তুতি করে [৫]জেবা[৫] তারে দিব বর।।
[১১]চক্ষুহিন[১১] চক্ষু পায় বন্ধ্যা পুত্রবান।
কুষ্ঠজন ত্রাণ হয় নিলে মোর নাম।।
ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা [১২]জগজন[১২] পূজিত।
ধম্মরাজ নিল সেবা আপনার চিত্ত।।
ধর্ম পূজ্যা বর পাইল অনেক কৈল দান।

১। যেবা যত ২। ঈশ্বর তুমি পৃথ্বীর কর্তা অর্থে ৩। দেশে ৪। শুনি ৫। যেবা ৬। যাই ৭। জীবে ৮।উল্লুক ৯। (অস্পষ্ট) ১০। শূন্যে ১১। চক্ষুহীন ১২। জনগণ অর্থে

৬১

কলিমধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতা বড় ধম্ম।
তাহারে সেবিলে লোকের সিদ্ধ হয় কম্ম।।
ধম্ম হইতে হয় লোকের ধাম্মিক বিচার।
[১]তেঞি[১] লোক [২]কলিজুগে[২] পায়েত নিস্তার।।
আর এক রাজা ছিল বনে মহাতেজা।
ত্রিভুবনে [৩]নাঞি[৩] কেহ তাহা সম রাজা।।
স্বর্গে মন দিয়া এক [৪]-------[৪] যার।
কথোদিন বিতরেক সেই নৃপবর।।
গ্রামের [৫]উত্তর দিগে[৫] দেখি দিব্যস্থানে।
[৬]---------[৬] নাইল তায় করি তখনে।।
[৭]----------------------------[৭] ।
অর্ধ দাণ্ডাইয়া নিত্য গায়ে মাখে ধুল।।
[৮]তথিহ হতে[৮] সেইস্থানে হইল এক গর্ত।
বৃষ্টির [৯]জিবনে[৯] হইল অধিক প্রবর্ত।।
গণ্ডু সেবা জল তাহে রহি [১০]------[১০]

১। সেইজন্য ২। কলিযুগে ৩। নাহি ৪। (অস্পষ্ট) ৫। উত্তর দিকে ৬। (অস্পষ্ট) ৭। (অস্পষ্ট) ৮। সেই থেকে অর্থে ৯। জীবনে ১০। (অস্পষ্ট)

৬১ক

ততশ্চঙশিনী।। ওঁ পর্বতস্য বৃষভস্য পুষ্পানাবশ্বরন্তী সুসি চইয়াম্বাতা সাবৃতান বরাগদক্তা অহিংসহ্ন মনুরীনমানা বিষ্ণোর্বিক্রমনমসি বিপ্তোর্বিক্রান্তমসি বিষ্ণোশ্চক্রান্তমসি।। অনয়াসিনয়া।। ততোধান্যং গৃহিত্বা।। ধান্যমসি বিনুহি দেবান বিনুহি জন্মপতিং বিনুহি মাম মঙ্গলং।। অনেন অস্যেত্যাদি।। দূর্বাং গৃহিত্বা।। ওঁ গণ্ডাকাণ্ডাৎ পুরোহন্তি [১]পুরুসঞ্চ[১] পুরুস্পবিত্রবানৌ দূর্বেতি প্রতনুসহস্রেন সতেনা।। অনয়া দূর্বায়া অস্যেত্যাদি।। ততশ্চ পুষ্পং।। ওঁ শ্রীশ্বতে লক্ষ্মিশ্চপত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বেনক্ষত্রানি রূপমস্মি সৌ ব্যাপ্তং ইষ্ট [২]নিসানা[২] সর্ব লোকেন্ময়িসান।। অনেন পুষ্পেন অস্যেত্যাদি।। ততশ্চ ফলং গৃহিত্বা।। ওঁ যা ফনিনির্যাস ফনাং অপুষ্পায়াশ্চ পুষ্পেসি [৩]-----[৩]

১। পুরুষশ্চ ২। নিশানা ৩। (খণ্ডিত)

ততোরামজয়।। ওঁ নামানি শ্রীলম্বোদরায়ঞ্চ।। অথাধিবাসবিধিঞ্চ। মহীগন্ধশিলাধান্যং দুব্বাপুষ্পফলং দধিমৃতং স্বস্তিকসিন্দুরং শঙ্খকজ্বলরোচনা সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং চামরদর্পণৌ দীপং সুত্রং [1]প্রসস্ত[1]পাত্রঞ্চ বন্ধনিয়াঞ্চ।। শুভদিনে।। তথাধিরাজমন্ত্রাঞ্চ।। তত্রাদৌ মহীং।। ওঁ দূরসি ভূমিরসি দিতিরসি বিশ্বধায়া বিক্ষস্য ওঁ বনস্যধত্রীং পৃথিবীং দ্রুংহ পৃথিবীং মা হিংসী।। ইতি [2]ব্রাহ্মনেন[2] পটিতেন চ সূত্রস্তু নমোনম ইতি বদেৎ।। অনয়া মহতা অস্য মৃতগন্ধাদিবাসোঽস্তু।। কস্যাচেৎ অস্যাঞ্চ।। মৃতগন্ধাদিবাসোঽস্তু।। ততোগন্ধং গৃহিত্বা।। ওঁ গঙ্গাদ্বারাং দুরাধসৌ নিত্যপুষ্টীং করিসিনীং ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোবন্ধয়ে শ্রিয়ং।। অনেন গন্ধেন অস্য শুভ গন্ধাধিবাসোঽস্তু।।

১। প্রশস্ত ২। ব্রাহ্মণেন

৬২ক [পাঠ সাদৃশ্য-২০ক]

নিত্য দিনে ফলাহারঃ আনন্দে নাহিক [১]ওরঃ[১]

ভক্তগণে নিজ গুণ গায়।

পুষ্পাঞ্জলি লৈয়াঃ আনন্দিত হইয়া

[২]--------[২] রথের পায়।।

[৩]জয়২[৩] নিরঞ্জনঃ [৪]জার শৃষ্টী[৪] ত্রিভুবনঃ

অধিষ্ঠান হও এই স্থানে।

তেজ প্রভু নিজস্থলঃ আপন আসনে মোরঃ

স্মরণ করয়ে ভক্তজনে।।

ভক্ত রহস্য লভয়ঃ ত্রিভুবনে অথ পায়ঃ

[৫]জাহা[৫] হইতে আদিত্য [৬]প্রকাস[৬]।

দেবজন কোষাতেজেঃ একচিত্তে গায় পূজেঃ

অঙ্গকুষ্ঠ [৭]দারিদ্র বিনাস[৭]।।

কলির [৮]মজ্জ্যাদা সুনিঃ[৮] [৯]সরণ হইলাং[৯] আমিঃ

ইথে প্রভু কর পরিত্রাণ।

মন্ত্র তন্ত্র আবাহনঃ নাঞি জানি বিসর্জনঃ

কেবল ভরসা তুয়া নাম।।

ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজাঃ পুত্র কাটি মহাতেজাঃ

দ্রব্য আর করাল্য ভোজন।

মদনা তাহার [১০]নারিঃ[১০] সুন্দর রন্ধন করিঃ

দিল লয়্যা তোমার সদন।। ০।।০।।

রাজা হরিশ্চন্দ্র আখ্যানের সূচনা- ১। পরিসীমা অর্থে ২। (অস্পষ্ট) ৩। জয় জয় ৪। যার সৃষ্টি ৫। যাহা ৬। প্রকাশ ৭। দারিদ্র্য বিনাশ ৮। মর্যাদা শুনিঃ ৯। স্মরণ হইলাম অর্থে ১০। নারীঃ

৬৩ [পাঠ সাদৃশ্য-২১]

দেখি তার আবাহনঃ   তুষ্ট হইলা নিরঞ্জনঃ
জিয়ে পুত্র তোমা স্মঙরণে।
পতি পত্নী দুই জনঃ   বিমানেতে আবাহনঃ
গেল তারা তোমা নিকেতনে।।
রাজা [১]জিবিত পানঃ[১]   অঙ্গ [২]কাটী[২] খানে খানঃ
বুঝিয়া লইল তার মতি।
নন্দনবনের ফুলে   পূজা কৈল সুরকুলে
কুমুদবান্ধব [৩]সচিপতি[৩]।।
[৪]জার পুত্র যুধিষ্টীরঃ[৪]   সমরপণ্ডিত [৫]বিরঃ[৫]
রাজ্যসহ করিল [৬]বিজই[৬]।
কূর্ম্মদেব আরোহণঃ   রক্ষ প্রভু নিরঞ্জনঃ
তোমা বিনু আর কেহ নাই।।
ভক্তের দেখিআ স্তুতিঃ   [৭]উরিলেন[৭] যুগপতিঃ
[৮]জয়২[৮] এ তিন সংসারে।
[৯]সভে বলে হরিঃ২[৯]   আনন্দে বদন ভরিঃ
কোলাহল গাজনদুয়ারে।।
প্রদক্ষিণ জোড়হাথঃ   দণ্ডবত প্রণিপাতঃ
[১০]সভে রহে অতি নিন[১০] হয়্যা।
[১১]জত কৈল[১১] অপরাধঃ   ক্ষেমহ কৌষিকনাথঃ
আমা [১২]সার[১২] অধম দেখিয়া।।০।।

রাজা হরিশ্চন্দ্র আখ্যান- ১। জীবিত প্রাণঃ/বানঃ ২। কাটি ৩। শচীপতি ৪। যার পুত্র যুধিষ্ঠিরঃ ৫। বীরঃ ৬। বিজয়ী ৭। উরিলেন (আবির্ভূত হলেন) ৮। জয় জয় ৯। সবে বলে হরি হরিঃ ১০। সবে রহে অতি ন্যূন ১১। যত করিল অর্থে ১২। ছার

৬৩ক [পাঠ সাদৃশ্য-২ ও ৩ক]

হাথে ছুরি গাই সৃজিতে লাগিল।।
হিরা নাম গজা ভাঙ্গা সিরা নাম গজা।
[১]চোতুরসম[১] ঊরস ফেপা আতুড়ি গুরুজা।।
ডোমগজা বীরহাঁড়ি হেড়ার প্রধান।
পিছা পরজা আগা আর পঞ্চযান।।
সোন খালি হেড়া কসাই কৈল সোন ঠাঞী।
ইহা পাকাইতে ভাল মুদকি চাই।।
হাওয়া বিবি সাম তথি নিছিয়া [২]পেলিল[২]।
জগাই মাধাই [৩]-------------[৩] দরু পাকাইল।।
তারে আজ্ঞা কৈল [৪]সভে[৪] খানা পাকাইতে।
আজ্ঞা পাইয়া দুইজনে চলিলা ত্বরিতে।।
হাত্যায়ে চড়িল্য হেড়া জান্যা দিল জান।
বিবিদের রূপে পদ্মা [৫]বাট্যা দেই[৫] ঝাল।।
[৬]ঊত্তম[৬] রন্ধন করি বিরিঞ্চি পাকাই।
[৭]সোয়াদ[৭] বুঝিতে সরা রাখেন জগাই।।
সুসার বুঝিল স্বাদ সরস নিরস।
খস্যাল হাজার হেড়া করিবার কস।।
বিছানা বিছায়্যা জগাই কহিল সাহেবে।
খানা [৮]তইআর হইল আস্য[৮] সাহেব তবে।।
তা [৯]সুনিঞা[৯] মহাপ্রভু আনন্দিত হইল।
হাজাম করিয়া স্রষ্টা বামনে [১০]---[১০] দিল।।
মাথা [১১]মুড়াইআ[১১] টুপি দিলেন মাথায়।
মুরিদ করিয়া কলিমা [১২]সিখাল্য সভায়[১২]।।
[১৩]আনিঞা[১৩] করার পানে ধোয়াইল হাথ।
বামনে [১৪]জবন[১৪] করে দুনিয়ার নাথ।।
খাইয়া গায়ের পৈতা [১৫]স্মঙরে[১৫] খোদায়।
একেলা ইমান করে সাহেবের পায়।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। চতুরসম ২। ফেলিল ৩। (অস্পষ্ট) ৪। সবে ৫। বাটিয়া দেয় ৬। উত্তম ৭। স্বাদ ৮। তৈরি হলো এসো অর্থে ৯। শুনিয়া ১০। (অস্পষ্ট) ১১। মুণ্ডন করে অর্থে ১২। শিখালো সবাইকে অর্থে ১৩। আনিয়া ১৪। যবন ১৫। স্মরণ করে অর্থে

৬৪ [পাঠ পুনরাবৃত্তি-১ক এবং ২]

কতই গোঙাব তেঞিঃ বামনের সুতা।।
আপনার দেখি তেঞিঃ কহেন জবান।
গোঙাব কাফের তেঞিঃ কহিলে ইমান।।
বিরূপ দেখিআ দ্বিজ পালাইয়া [১]জায়[১]।
পালায় পালায় বলি ডাকে ধর্মরায়।।
না পালয় দ্বিজ বলি ধর্মরায়।
প্রভুর [২]মাআয় বদ্ধ জাতে নাঞী[২] পায় ।।
বামনে ডাকিয়া প্রভু কহে করিয়া কৌতুক।
তিনভাগ জাজপুর করিব [৩]ওতুক[৩]।। .।। .।। .।। .।। .।। .।।
বেদবিদ্যা ঘুচাইআ পড়াব কোরান।
নিশ্চয় কহিল তোরে [৪]ইথে নাঞিঃ আন[৪]।।
এত বলি ধর্মরাজ মহাক্রোধ করি।
জাজপুর নগর বেড়িল তরাতরি।।
নগরে সমস্ত [৫]জত আছিল[৫] ব্রাহ্মণ।
ধরিয়া পৈতার [৬]পাসে[৬] করেন বন্ধন।।
পালাতে না পারে কেহ ধর্মের মায়ায়।
মারিয়া ধরিয়া [৭]সভে[৭] রাখেন তথায়।।
একভাই দ্বিজগণে বান্ধিয়া তথাই।
পালের বাছিয়া ভাল আনে [৮]দস[৮] গাই।।
পাটের দড়ায় তারে পাছাতে বান্ধিয়া।
পড়িল পশ্চিমমুখে নিদয়া হইয়া।।
ইহ আপনে তিহো হইয়া মৌলনা।
কানেতে ধরিয়া তার [৯]সুনাল্য[৯] কলিমা।।
হাথে ছুরি মোল্লা বসিলা তথাই।
বিচ মোল্লা বলে গাই করিল জবাই।।
হাথে সূত্র করি জাত্য কসাই [১০]শৃজিল[১০]।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। যায় ২। মায়ায় বদ্ধ যেতে নাহি ৩। যৌতুক ? ৪। এতে অন্যথা নেই অর্থে ৫। যত ছিল ৬। পাশে ৭। সবে ৮। দশ ৯। শুনালো ১০। সৃজিল

৬৪ক [পাঠ পুনরাবৃত্তি- ৩৮]

জাজপুরে আছে দ্বিজ পাসানসিংহ নাম।

[১]সভার[১] প্রধান [২]তিহো[২] বেদে অবদান।।

[৩]পাসা[৩]র প্রসাদে দ্বিজ [৪]জিনে[৪] [৫]দেসে২[৫]।

[৪]জিনিঞা[৪] আনায় ধন তেজের [৬]প্রকাসে[৬]।।

হেনকালে [৭]-----[৭] [৪]জিনেন[৪] [৩]পাসা[৩]য়।

তে কারণে পাসাসিংহ [১]সভে[১] বলে [৮]তায়[৮]।।

তা [৯]সুণিঞা[৯] মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে।

[৩]পাসা[৩] খেলিতে গেল দ্বিজের মন্দিরে।।

দুয়ারে দাণ্ডায়্যা ধর্ম পাসাসিংহ বলি।

ডাকিলেন তিনবার হইয়া ব্যাকুলি।।

জয় ঘণ্টা নাড়িলেন শ্রীধর্ম ঠাকুর।

[৯]সুণিঞা[৯] দ্বিজের বুক করে থরথর।।

না জানিয়ে কে বা আল্য খেলাইতে খেলা।

খেলাইতে [৩]পাসা[৩] দ্বিজ দুয়ারেতে আল্যা।।

[১০]সম্ভাসিয়া[১০] পাসাসিংহ কহিছেন কথা।

কোন জাতি কুল বট ঘর তোমার কোথা।।

কি নাম তোমার বটে আল্যে কোথা হতে।

বিবরিয়া কহ তুমি আমার সাক্ষাতে।।

মায়া দিআ কহে ধর্ম [৯]সুন[৯] রে বামন।

সতক আমার নাম জাত্যেতে [১১]জবন[১১]।।

হজমক্কা কর্য্যা দেখি দুনিয়ার [১২]তামাসা[১২]।

[৯]সুনিলাঙ[৯] লোকের মুখে তুমি খেল [৩]পাসা[৩]।।

মাতা পিতা দারা পুত্র নাহিক আমার।

জন্মাবধি আমার নাহিক ঘরদ্বার।।

পাসানসিংহের আখ্যানের সূচনা- ১।সবার/সবে ২।তিনি ৩। পাশা ৪। জয় করে/জয় করিয়া/জয় করেন ৫। দেশে দেশে ৬। প্রকাশে ৭। (অস্পষ্ট) ৮। তাঁকে অর্থে ৯। শুনিয়া/শুন/শুনিলাম ১০। সম্ভাষণ করিয়া ১১। যবন ১২। তামাশা

৬৫ [পাঠ পুনরাবৃত্তি-১ক]

[১]সুন্যাছি[১] তোমার নাম পাসানসিংহ রানা।
আস্যাছি তোমার [২]ঠাঞি[২] খেলাবার বাসনা।।
খেল [৩]জে[৩] খেলাই [৪]পাসা[৪] আস্যাছি [৫]আসায়[৫]।
রামাঞি পণ্ডিত কহে পূজি ধর্ম্মপায়।।
পাসানসিংহ বলে তুমি আস্যাছ খেলিতে।
হারিলে চালের প্রতি ধন দিবে কতে।।
ধর্ম্ম বলে ধরা মোর হয়ে [৬]জতধিক[৬]।
চালি প্রতি ধন দিব [৭]দ্বাদসমাণিক[৭]।।
আপনার কথা আমি কহিনু তোমারে।
আপনি হারিলে দান কিবা দিবে মোরে।।
দ্বিজ বলে আমি [৮]জদি[৮] হারি তব [২]ঠাঞি[২]।
হারিলে মানিয়া আমি দিব [৯]দস[৯] গাই।।
ইহা বিতরে আমার অন্য [১০]নাঞি[১০] ধন।
ভাল ভাল বলে সায় দিল নিরঞ্জন।।
লোভে নষ্ট হয়ে দ্বিজ ঋণ সর্ব্বলোকে।
পত্তন করিল খেলা পরম কৌতুকে।।
[১১]পেলিতে[১১] করের [৪]পাসা[৪] হইল ছায়া চারি।
প্রথম চালেতে হইল ব্রাহ্মণের হারি।।
[১২]জিনিঞা[১২] কহেন ধর্ম্ম পাসানসিংহ ভাই।
আপনার [১৩]অঙ্গিকার[১৩] দেহ [৯]দস[৯] গাই।।
পাসানসিংহ বলে ফের পুনর্ব্বার।
একবেণী দান দিব তারবধি বিচার।।
[১]সুনিঞা[১] দ্বিজের কথা কহেন ঠাকুর।
হাসিয়া হাসিয়া কথা কহেন মধুর।।
মায়ায়ে হইআ বদ্ধ না জানে কারণ।
সন্ধান হইয়া মূর্চ্ছা হইলা বামন।।

[14]উঠিয়া[14] কহেন তারে কথা পুনর্বার।

তোমায়ে আমায়ে খেলা খেলি আরবার।।

[15]কোপযুত[15] হয়্যা গোসাঞি কহিছেন কথা।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। শুনিয়াছি/শুনিয়া ২। ঠাঁই (কাছে) ৩। যে ৪। পাশা ৫। আশায় ৬। যতধিক ৭। দ্বাদশমাণিক ৮। যদি ৯। দশ ১০। নাহি ১১। ফেলিতে ১২। জয় করে ১৩। অঙ্গীকার ১৪। উঠিয়া ১৫। কোপযুক্ত (ক্রোধান্বিত)

৬৫ক [পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩ক]

বিছানা বিছায়্যা জগাই কহিল সাহেবে।
খানা [১]তইআর[১] হইল আস্য সাহেব তবে।।
তা [২]সুনিঞা[২] মহাপ্রভু আনন্দিত হইল।
হাজাম করিয়া স্রষ্টা বামনে [৩]---[৩] দিল।।
মাথা মুড়াইআ টুপি দিলেন মাথায়।
মুরিদ করিয়া কলিমা [৪]সিখাল্য সভায়[৪]।।
আনিঞা করার পানে ধোয়াইল হাথ।
বামনে [৫]জবন[৫] করে দুনিয়ার নাথ।।
খাইয়া গায়ের পৈতা [৬]স্মঙরে[৬] খোদায়।
একেলা ইমান করে সাহেবের পায়।।
একভাই কোরান পড়েন সব [৭]ঠাঞী[৭]।
তা দেখিয়া ভাবিছেন আপনি গোসাঞি।।
রামনাম করিল কেহ পড়িল কোরান।
কেহ বাধা দেয় কেহ বলে রহি মান।।
ব্রাহ্মণ [৮]জেমন জেবা[৮] ছিল [৯]তেজিআন[৯]।
সৈয়দ [১০]সেকজাদা হইল মগল[১০] পাঠান।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। তৈয়ার (তৈরি) ২। শুনিয়া ৩। (অস্পষ্ট) ৪। শিখালো সবাইকে অর্থে ৫। যবন ৬। স্মরণ করে ৭। ঠাঞি (ঠাঁই) ৮। যেমন যেবা ৯। তেজিয়ান ১০। শেখজাদা হইল মোঘল

৬৬ [পাঠ পুনরাবৃত্তি-৪]

তবে প্রভু নিরঞ্জন [১]ত্রিদসের[১] নাথ।
[২]শৃজিলেন[২] [৩]মুছমান[৩] আদি আঠার জাত।।
চারিদিগে বসতি করিল স্থানে স্থানে।
রচিল [৪]দ্বাদস[৪] নাম ধর্মের চরণে।।:।।::।।::।।৩।।::।।::।।::।।
তবে প্রভু কর তার দেব ভগবান।
[২]শৃজিলেন[২] [৩]মুছলমান[৩] জাতে খোরাসান।।
বগসিরা পাঠসিরা হল্যা দুইজনা।
বাপে পোয়ে কাটাকাটী [৫]খাত্যে২ খানা[৫]।।
কুহুড়া কাবাড়ি মুগরা আর হাজাম।
[৬]সারিয়ান গাড়িআন না কল্য[৬] ইমান।।
দেবগণ রক্ষা প্রভু কৈল প্রতিদণ্ডি।
[২]শৃজিলেন[২] মহাপ্রভু আর খোট্টা সুণ্ডি।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। ত্রিদশের (ত্রিভুবনের অর্থে) ২। সৃজিলেন ৩। মুসলমান ৪। দ্বাদশ ৫। কাট্যে কাট্যে (কেটে খান খান অর্থে) ৬। সারিয়ান গাড়িয়ান না করিল

৬৬ক [অনেকাংশে পাঠ সাদৃশ্য-৪৩]

[১]সুভদিনে[১] পেল প্রাণঃ   প্রভু দেব ভগবানঃ

দেখিআ দেবের আনন্দ।।

তবে প্রভু নিরঞ্জনঃ   অস্থি পরে দিলা করঃ

[২]জয়২[২] বলে কর তার।

পঞ্চভূত নারায়ণঃ   বসিলা [৩]জে স্থানঃ২[৩]

সুরভি পাইল প্রাণ আর।।

নিজ মন্ত্র মনে ভাবিঃ   পাইল প্রাণ সুরভিঃ

জয় [৪]সব্দ[৪] কৈল দেবগণ।

প্রাণ পায়্যা [৫]গাবিসবঃ[৫]   [৬]উঠ্যা[৬] করে হামারবঃ

সূত্র জুড়ে হইল মিলন।।

[৭]বচ্ছ[৭] করে দুগ্ধপানঃ   প্রভু গেলা নিজস্থানঃ

আনন্দে বল ইহার বোল।

রামাঞি পণ্ডিত কয়ঃ   ভজ ধম্ম পদদ্বয়ঃ

আনন্দে না পায় কেহ [৮]য়োর[৮] ।।

ইতি জাজপুরলিখা সমাপ্তং লিখিতং শ্রীদ্বিজরাম পণ্ডিত সমাপ্ত সব্বপুর ০ ০ সন ১১৬০ সাটী সনে মাসে চৈত্র বেলা শুক্রবার ।। ।। ।।

পাসানসিংহের আখ্যানের সমাপ্তি- ১। শুভদিনে ২। জয় জয় ৩। যে স্থানঃ স্থানঃ ৪। শব্দ ৫। গাভিসবঃ ৬। উঠিয়া অর্থে ৭। বাছুর ৮। ওর (পরিসীমা)

[১]------------[১] অঞ্জলি করি পাণিঃ
কামনা হেতুঃ কিছু সহে।।
মন্দিরা লইয়া করেঃ গান করে উচ্চস্বরেঃ
গাহ যে প্রভু গুণবাদ।
নৃত্যক নাচে রঙ্গে [২]অসেস[২] বাদ্য সঙ্গে
[৩]সভার[৩] মনেতে বড় সাধ।।
ধম্মের অবতারঃ কল্প [৪]সমভিআরঃ[৪]
অপুত্রক হয় [৫]পুত্রবতি[৫]।
অতি সে [৬]অনুপাম[৬] [৭]নিভিত্ত[৭] সূক্ষ্মধাম
[৮]জে জন[৮] ভজে পায় গতি।। ০ ।।

কি ব্যাধিজ হয়েন সুস্থসম নয়ানে ব্যথা হয়ে দূর।
ভজহ তুরিতেঃ আমায় পাবে বিষ্ণুপুর।।

১। (অস্পষ্ট) ২। অশেষ ৩। সবার ৪। সমভিব্যহারঃ ৫। পুত্রবতী ৬। অনুপম ৭। নিভৃত ৮। যে জন

৬৭ক [অনেকাংশে পাঠ সাদৃশ্য-২]

না পালয় দ্বিজ বলে ধর্মরায়।
প্রভুর মায়ায় বদ্ধ [১]জাত্যে[১] [২]নাঞ্রী[২] পায় ।।
বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন কৌতুক।
তিনভাগ জাজপুর করিব [৩]---[৩]।। .।। .।। .।। .।। .।। .।।
বেদবিদ্যা ঘুচাইয়া পড়াব কোরান।
নিশ্চয় কহিল তোরে ইথে [২]নাঞ্রী[২] আন।।
এত বলি ধর্মরাজ মহাক্রোধ করি।
জাজপুর নগর বেড়িল তরাতরি।।
নগরে সমস্ত [৪]জত আছিল[৪] ব্রাহ্মণ।
ধরিয়া পিতার [৫]পাসে[৫] করেন বন্ধন।।
পালাতে না পারে কেহ ধর্মের মায়ায়।
মারিয়া ধরিয়া [৬]সভে[৬] রাখেন তথায়।।
একে দ্বিজগণে বান্ধিয়া তথাই।
পালের বাছিয়া ভাল আনে [৭]দস[৭] গাই।।
পাটের দড়ায় তারে পাছাতে বান্ধিয়া।
পড়িল পশ্চিমমুখে নিদয়া হইয়া।।
ইহ আপনে তিহো হইয়া মৌলনা।
কানেতে ধরিয়া তার [৮]সুনাল্য[৮] কলিমা।।
হাথে ছুরি মোল্লা বসিলা তথাই।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। যেতে ২। নাঞি (নাহি) ৩। (অস্পষ্ট) ৪। যত ছিল ৫। পাশে ৬। সবে ৭। দশ ৮। শুনালো

৬৮ [পাঠ সাদৃশ্য- ২ এবং ৩ক]

হাথে ছুরি গাই ছাড়িতে লাগিল।।
হিরা নাম গজা ভাঙ্গা সিরা নাম গজা।
[১]চোতুরসম[১] ঊরস ফেপা আতুড়ি গুরুজা।।
ডোম গজা বীরহাঁড়ি হেড়ার প্রধান।
পিছা পরজা আগা আর পঞ্চযান।।
সোন খালি হেড়া কসাই কৈল সোন ঠাঞি।
ইহা পাকাইতে ভাল মুদ পাকে চাই।।
হাওা বিবি সাম তথি নিছিয়া [২]পেলিয়া[২]।
জগাই মাধাই [৩]-----------------[৩] ।।
[৪]----------------[৪] খানা পাকাইতে।
আজ্ঞা পাইয়া দুইজনে চলিলা ত্বরিতে।।
হাত্যায়ে চড়িল্য হেড়া জান্যা দিল জান।
বিবিদের রূপে পদ্মা [৫]বাট্যা দেই[৫] ঝাল।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। চতুরসম ২। ফেলিয়া ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। বাটিয়া দেয়

৬৮ক [পাঠ পুনরাবৃত্তি-১ক]

আপনার [১]অঙ্গিকার আন দস[১] গাই।।
পাসানসিংহ বলে খেলা খেল পুনর্বার।
একবেণী দান দিব তারবধি বিচার।।
[২]সুনিঞা[২] দ্বিজের কথা কহেন ঠাকুর।
হাসিয়া হাসিয়া কথা কহেন মধুর।।
মায়ায় হইআ বদ্ধ না জানে কারণ।
সন্ধান হইয়া মূৰ্ছা হইলা বামন।।
[৩]উঠিয়া[৩] কহেন তারে কথা পুনর্বার।
তোমায়ে আমায়ে খেলা খেলি আরবার।।
[৪]কোপযুত হয়্যা[৪] গোসাঞি কহিছেন কথা।
কতই গোঙর তুই বামনের পুতা।।
আপনার মুখে তেঞি কহিলি জবান।
গোঙাব কাফের তেঞি নাহিক ইমান।।
বিরূপ দেখিআ দ্বিজ পালাইয়া [৫]জায়[৫]।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। অঙ্গীকার আনো দশ ২। শুনিয়া ৩। উঠিয়া ৪। কোপযুক্ত হয়ে অর্থে ৫। যায়

৬৯ [পাঠ পুনরাবৃত্তি-১ক]

জন্মাবধি আমার নাহিক ঘরদ্বার।।
[১]সুন্যাছি[১] তোমার নাম পাসানসিংহ রানা।
আস্যাছি তোমার [২]ঠাঞি[২] খেলাবার বাসনা।।
খেল [৩]জে[৩] খেলাই [৪]পাসা[৪] আস্যাছি [৫]আসায়[৫]।
রামাই পণ্ডিত কহে ভজি ধম্ম পায়।।
পাসানসিংহ বলে তুমি আস্যাছ খেলিতে।
হারিলে চালের প্রতি ধন দিবে কতে।।
ধর্ম বলে ধরা মোর হয়ে [৬]জতধিক[৬]।
চালি প্রতি ধন দিব [৭]দ্বাদসমাণিক[৭]।।
আপনার কথা আমি কহিনু তোমারে।
আপনি হারিলে দান কিবা দিবে মোরে।।
দ্বিজ বলে আমি [৮]জদি[৮] হারি তব [২]ঠাঞি[২]।
হারিলে মানিয়া আমি দিব [৯]দস[৯] গাই।।
ইহা বিতরে আমার অন্য নাঞি ধন।
ভাল ভাল বলে সায় দিল নিরঞ্জন।।
লোভে নষ্ট হয়ে দ্বিজ ঋণ সর্বলোকে।
পত্তন করিল খেলা পরম কৌতুকে।।
[১০]পেলিতে[১০] করের [৪]পাসা[৪] হইল ছায়া চারি।
প্রথম চালেতে হইল ব্রাহ্মণের হারি।।
জিনিঞা কহেন ধর্ম পাসানসিংহ ভাই।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১। শুনিয়াছি ২। ঠাঁই (কাছে) ৩। যে ৪। পাশা ৫। আশায় ৬। যতধিক ৭। দ্বাদশমাণিক ৮। যদি ৯। দশ ১০। ফেলিতে

৬৯ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৬০]

ততঞ্চ ধম্মায়নমঞ্চ।।০।। ধম্মের আজ্ঞায় প্রজাপতি।
[১]শৃজন[১] করেন [২]শৃষ্টীঃ[২] রাত্রি দিবা সম [৩]দৃষ্টীঃ[৩]
অনাআসে আনেক সততি।।
জাজপুরে প্রিয়বাদিঃ [৪]সোল সয়[৪] ঘর বেদীঃ
দ্বিজ নহে কেবল দুজ্জন।
দক্ষিণা লৈয়া [৫]গিতি[৫] গায়ঃ [৬]জার[৬] ঘরে [৭]নাঞী[৭] পায়ঃ
[৮]সাপ দিআ[৮] পোড়ায় ভবন।।৪।।
বেদ কৈল উচ্চারণঃ মান জীবন যৌবনঃ
জলের জম্বাল হয়ে পাস।।
[৯]বীনষ্ট[৯] হইল বড়ঃ [১০]দসে বিসে[১০] হয়্যা জড়ঃ
সাধু পুত্রে করেন [১১]বিনাস[১১]।।
এইরূপে দ্বিজগণঃ করে [২]শৃষ্টীঃ[২] সংহারণঃ
ইহা জানিঞা প্রভু কর তার।
বৈকুণ্ঠে জানিঞা ধম্মঃ পরাপর [১২]পরংব্রহ্মঃ[১২]
হল্যেন আপনে খোনকার।।
হল্যেন [১৩]জবনরূপীঃ[১৩] মাথে [১৪]সোভে কালা টুপীঃ[১৪]
হাথে কৈল ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়ঃ ত্রিভুবনে লাগে ভয়ঃ
খোদায় বলিয়া হল্য নাম।।
খোদায় হইলেন ধম্মঃ দেবগণ [১৫]নিব্যম্মঃ[১৫]
নিজরূপ ছাড়িল সভাই।

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মার সুচনাংশ- ১। সৃজন ২। সৃষ্টিঃ ৩। দৃষ্টিঃ ৪। ষোলশ ৫। গীতি ৬। যার ৭। নাহি ৮। শাপ দিয়া ৯। বলিষ্ঠ ১০। দশে বিশে ১১। বিনাশ ১২। পরমব্রহ্মঃ ১৩। যবনরূপীঃ ১৪। শোভে কালা টুপিঃ ১৫। নিব্রহ্মঃ

পূজাহোমাদিকর্ম্মসু তুষ্টাভবত্তমাদেবী সমাংস রুধিরৈস্তব। প্রাণেনামুপকারায় পশুসৃষ্টঞ্চ স্ময়তু বা প্রেক্ষিতঞ্চ পার্বতীপ্রীত্যৈ মামালাঞ্চতারয়।। ততঞ্চ পশুঘাতিনং পূজায়েৎ।। ওঁ হূং কানৌরবায়নমঞ্চ। তাতাদেবীং নমস্কৃত্য পূজিতখড়্গং হস্তনাদায়। ওঁ ফেঁ ফেং কালিকালি [১]বজ্রেস্বরি[১] বিকটদংষ্ট্রে করালাস্তে তীক্ষ্ণধাবেন পশুং সংহর সংহর ইতি পাঠ বো ওঁ ইতি মন্ত্রেন একেনৈব প্রহারেন সুসমাহিতঞ্চ পশুছিন্দ্যাৎ। ততঞ্চ পাত্রদ্বয়েন রুধিরং সমানীয় দৈবে নিবেদয়েত। ওঁ দ্রীং কিনিকিনি কালিকে রুধিরং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা। ঘোররূপে করালাস্তে মদ্যমাংসবলিপ্রিয়ে। গৃহানেয়ং বলিংমাত শোণিতঞ্চ সমাংসকং। কবৌষ্ঠং ফেনিলং রক্তং পাশাঞ্চ কণ্ঠাদ্বিনির্গতং। মাধ্বীকং পিবতো দেবি পরমানন্দ হেতবে। তাতামুণ্ডং কবন্ধঞ্চ নিবেদয়েত।। বিষ্ণুর্ণমোহদ্য অমুকেমাসি অমুকপক্ষেহমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকদাসস্য সহদারাপত্যস্য শতবর্ষদেবী প্রীতিকামাঞ্চ ইমং মহিষরুধিরং কামিক্ষাদেব্যৈ [২]-------------[২] ।।

১। বজ্রেশ্বরী ২। (খণ্ডিত)

সং প্রদসে।। কালিকাপুরাণে। বলিনাং রুধিরং তোয় সৈন্ধবমৎফনিঞ্চ। মধুভির্গন্ধ পুষ্পৈশ্চ অধিবাস্য বিধানতঞ্চ। ওঁ ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ কৌশিকিরুধিরে নাপগয়তাং।। ইতি। স্নানে নিজোজয়ে ভক্তং শিরশ্চ সপ্রদীপকং।।০।।০।। ইতি মহিষোৎসর্গ বিধিঞ্চ ।।০।।০।।০।।

৭১ [অনেকাংশে পাঠসাদৃশ্য-৩০]

জপ রূপনারায়ণ।।

সদাসদ দানপতি   করিয়া জোড়নতি

একান্ত হইয়া চিত্তে।

শস্য রৌপ্য আনি   করহ নিছনি

অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথে।।

রবির নন্দন   মহিষ বাহন

কালদণ্ড দুই হাথে।

মণ্ডরঘষণঃ   [১]পুরূষ[১] বিবরণঃ

[২]সঙ্গি জত[২] সব সাথে।।

করির [৩]ঊপরঃ[৩]   দেব পুরন্দরঃ

অমর [৪]জতেক[৪] সঙ্গে।

পারিজাতমালঃ   কণ্ঠে [৫]সোভে[৫] ভালঃ

[৬]কৌস্তুরি[৬] চন্দন অঙ্গে।।

অদিতি নন্দনেঃ   দেখহ পশ্চিমেঃ

কুমুদ ইন্দু কর [৭]আস[৭]।

হাসেন কমলঃ   [৮]ঊর[৮] দিবাকরঃ

আর তিমির নাশ।।

অরুণ রঙ্গনঃ   হংস আরোহণ

দণ্ড [৯]কমণ্ডল ধারি[৯]।

করি জোড় হাথঃ   ভজ [১০]জিবননাথঃ[১০]

মহিমা বলিতে না পারি।।

বিহঙ্গ [৩]ঊপরঃ[৩]   দেখ দামোদরঃ

[১১]সঙ্খ[১১] চক্র গদা সেতু।

গলেয় হাড়মালঃ অর্ধচন্দ্র ভালঃ

দেখহ বলদকেতু।।

মৎস্য বাহনঃ দেখহ সর্বজনঃ

কুবের ধনের রাজা।

কুরঙ্গ বাহনঃ দেখহ পবনঃ

এ তিন ভূবনে পূজা।।

গোগজ বাহনঃ তাহার ভক্ষণঃ

দূতপরায়ণ মিত্র।

তরি [১২]সর্পয়জঃ[১২] দেখিতে বিরাজঃ

সুচরিত্র জনে সত্র।।

১। পুরুষ ২। সঙ্গী যত ৩। উপরঃ ৪। যতেক ৫। শোভে ৬। কস্তুরি ৭। আশ ৮। উর (আবির্ভূত হও) ৯। কমণ্ডলু ধারী ১০। জীবননাথঃ ১১। শঙ্খ ১২। সর্প অজঃ

৭১ক

[১]----------[১] সেই জলের [২]উপরে[২]।
[৩]দসনেতে[৩] বিদারিয়া আনন্দ [৪]আপারে[৪]।।
জলেতে ভাসাল্য মহি [৫]স্যাম[৫]তনু ছটা।
জন্মিলেন [৬]------------------[৬] ।।
মহি রাখি সেইরূপে হইলা অন্তধ্যান।
ত্রিকোণ কাটিল মহি অনেক সম্মান।।
সংক্ষেপে কহিল তাতে [৭]বৈসে[৭] প্রজাগণ।
তাহাতে হইল দেখ বল্লুক পত্তন।।
সরোবর কাটিল পবননন্দন।।
গৃহভরণ করিতে দেবতাগণের আসা।
বল্লুকাতে পদযুগ বিপদ [৮]বিনাসা[৮]।।
দেবগণ তাহাতে করিল গৃহভরণ।
ধন পুত্র [৯]লক্ষ্মি রাজে সুন[৯] সর্বজন।।
[১০]উত্তরি[১০] গলেতে সবে ভাবে [১১]জুগপতি[১১]।
এখানেতে অধিষ্ঠান হব [১১]জুগপতি[১১]।।
[১২]তির্থ[১২] মধ্যে এই স্থল অধর্ম রহিত।
কামিন্যা সহিত ধম্ম [১৩]জথা উপনিত[১৩]।।
এখানে [১৪]জেখানে জে[১৪] ধর্মের আগুসার।
অপবিত্র নহে সেই দেহ জয়কার।।
এইখানে সার হন দেব নিরঞ্জন।
ভূমি মধ্যে এই স্থল হইল পাবন।।
আসিয়া সকলে দেহ [১৫]জয়২[১৫] কার।
দানপতিরে কৃপা কর দেব নিরঞ্জন।। ।। ।।

বল্লুকা পত্তন- ১। (অস্পষ্ট) ২। উপরে ৩। দশনেতে ৪। অপারে ৫। শ্যাম ৬। (অস্পষ্ট) ৭। বাস করে অর্থে ৮। বিনাশা ৯। লক্ষ্মী রাজে শুন ১০। উত্তরি ১১। যুগপতি ১২। তীর্থ ১৩। যথা উপনীত ১৪। যেখানে যে ১৫। জয় জয়

ত্রিভুবনমাঝে [১]জিবে[১] করিলে নিস্তার।।

[২]তুমার[২] মহিমা প্রভু কে পারে বলিতে।

উর প্রভু কর তার ভক্ত নিস্তারিতে।।

শ্রীরামাই পণ্ডিত গায় অনাদ্যের পায়।

ভকত নায়কে ধম্ম হবে বরদায়।।

ধন দানপতি মনে ভাব নিরঞ্জন।

শ্রীধর্ম পূজলে আগে কর স্থলপাবন।।

[৩]জবে শ্রিষ্টি[৩] সঞ্চার সঙ্গে দিলা যুগপতি।

রচিলেন দেখি স্থল ভাবে প্রজাপতি।।

অনেক ভাবিয়া মনে ছাড়িল নিশ্বাস।

বরাহ রূপেতে সংসারেতে [৪]প্রকাস[৪]।।

হইয়া বরাহ রূপ সাক্ষাতে রহিয়া।

বচন [৫]সুধালে[৫] সঞ্চিত হয়্যা।।

এমন রূপেতে আমি রহিতে না পারি।

অদ্য যে করহ সঙ্গি কোন কর্ম করি।।

বরাহ বচনে আজ্ঞা দিল [৬]মহাসয়[৬]।

পূজাতে বসিতে [৭]নাঞি[৭] জলেতে আশ্রয়।।

জলের উপরে মহি ছিল যুগে।

অন্ধ [৮]--------------[৮] তিন ভাগে।।

বলহ বরাহ তুমি বিরলেতে রহি।

[৯]জিবন ঊপরে[৯] দেহ ভাসাইয়া মহি।।

এত বলি শ্রীবরাহ ভাবিল নিজ [১০]ক্লেস[১০]।

জলের ভিতরে গিয়া করিল [১১]প্রবেস[১১]।।

[১২]দরসিয়া মেদনি[১২] বরাহ ভাবে মনে।

ক্রোধ করি মহি গিয়া তুলিল [১৩]দসনে[১৩]।।

[১৩]দসনে[১৩] তুলিয়া মহি আসিতে খারায়।

হিরন্যাক্ষ মহা[১৪]বির[১৪] দেখিবারে পায়।।

কোপেতে ঝঙ্কার [১৪]বির[১৪] [১৫]----[১৫] তারে রণ।

তথাই রাখিল মহি দেব নারায়ণ।।

বল্লুকা পত্তন- ১। জীবে ২। তোমার ৩। যবে সৃষ্টি ৪। প্রকাশ ৫। শুধালে ৬। মহাশয় ৭। নাহি ৮। (অস্পষ্ট) ৯। জীবন উপরে ১০। ক্লেশ ১১। প্রবেশ ১২। দরশিয়া মেদিনী ১৩। দশনে ১৪। বীর ১৫। (অস্পষ্ট)

৭২ক

শ্রীশ্রী দণ্ড৪৪।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব [১]খিরদ[১] সাগরে।

আদ্য অনাদ্য দেব গেল কোথাকারে।।

তিনভাই জন্ম দিয়া কোথা গেল [২]মাঅ[২]।

কি করিব কোথা [৩]জাব[৩] না দেখি [৪]উপায়[৪]।।

তিনভাই রোদন্তি করে [৫]খিরদকুলে[৫]।

বৃদ্ধ রূপে মহাপ্রভু আলা হেন কালে।।

খর্ব রূপ [৬]সূন্য[৬] ভরে ধবল বরণ।

[৭]উল্লুক[৭] বাহনে তথা আলা নিরঞ্জন।।

[৮]শ্রিষ্টির[৮] সঞ্চার কালে [৯]জানিঞা[৯] নিদান।

মুখে হত্যে বার্য়াইল [১০]চৌসষ্টি[১০] পুরাণ।।

চারিবেদ সহিত দিলেন তিন জনে।

পুরাণ দেখিয়া [৮]শ্রিষ্টি[৮] করিলেন নিজমনে।।

শ্রীরাম পণ্ডিত গায় অনাদ্যের পায়।

ভকত নায়েকে ধর্ম হবে বরদায়।।

ত্রিভুবনে ইশ্বর জয় দেব ধম্ম।

অনাদি দেবতা প্রভুর নাঞি জন্ম।।

পদ নাঞি হস্ত নাঞি নাই চক্ষু কান।

নাঞি মুখসুদ্ধ গোসাঞি আদ্য ভগবান।।

নিবেদন করে কিছু ব্রহ্মা বিষ্ণু [১১]সিব[১১]।

অবাক হইলাঙ গোসাঞি [১২]জত আছে জিব[১২]।।

তার লাগি মহাপ্রভু পদ হস্ত হলে।

দুই চক্ষু নাসাকান আপুনি সে কৈলে।।

[১৩]জিব লাগি যুগে২[১৩] হবে সব তার

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। ক্ষীরোদ ২। মায় ৩। যাব ৪। উপায় ৫। ক্ষীরোদকূলে ৬। শূন্য ৭। উল্লুক ৮। সৃষ্টির/সৃষ্টি ৯। জানিয়া ১০। চৌষট্টি ১১। শিব ১২। যত আছে জীব ১৩। জীব লাগি যুগে যুগে

৭৩ [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৩৭ক]

রূপ ছাড়িল সবাই।।

ব্রহ্মা হল্যা পেকাম্বরঃ   বিষ্ণু হল্যা মহামদঃ

[১]মহেস[১] হইলা বাবাদম।

কাত্তিক হইলা কাজিঃ   [২]গনেস[২] হইলা গাজিঃ

ফকির হইলা [৩]মনিজন[৩]।।

তেজিয়া আপন ভেকঃ   নারদ হইলা [৪]সেখঃ[৪]

পুরন্দর হইল মৌলনা।

চন্দ্র সূর্য আদি দেবেঃ   পদাতিক [৫]হইআ সভেঃ[৫]

উচ্চনাদে বাজায় দামামা।।

আপনি চণ্ডিকা দেবিঃ   তেহো হইলা হাওাবিবিঃ

পদ্মা হইলা বিবিনূর।

এইরূপে দেবগণ   করিআ দারুণ পণ

প্রবেশ করিলা জাজপুর।।

দেউল দেহারা ভাঙ্গেঃ   কাড্যা মার্যা খায় রঙ্গেঃ

[৭]পাকড়২[৭] বোলে বোল।

ভজিয়া ধম্মের পায়ঃ   পণ্ডিত রামাই গায়ঃ

এ বড় কৌতুক গণ্ডগোল।। ।। ।। ।। ১ ।। ।। ।।

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।

জাজপুরে [৮]প্রবেসিলা হইয়া জবন[৮]।।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কত [৯]জথা লাগ পায়[৯]।

জ্ঞানের তিলক সব [১০]মুছ্যা পেলায়[১০]।।

[১১]জাতিনাস[১১] করে কার মুখে দিয়া চিরা।

মার্যা কাট্যা খায় কার দিয়া সাওদারা।।

[১২]পাসান প্রতিমা[১২] ভাঙ্গে মোহান্তের সায়।

[১৩]হাথে[১৩] প্রাণ কর্যা কত দেআশী পালায়।।

নিরঞ্জনের উষ্মার সমাপ্তি ও পাসানসিংহের আখ্যানের সূচনা- ১। মহেশ ২। গণেশ ৩। মুনিজন ৪। শেখঃ ৫। হইয়া সবেঃ ৬। যত ৭। পাকড় পাকড় (পাকড়াও পাকড়াও অর্থে) ৮। প্রবেশিলা হইয়া যবন ৯। যথা নাগাল পায় অর্থে ১০। মুছিয়া ফেলে ১১। জাতিনাশ ১২। পাষাণ প্রতিমা ১৩। হাতে

৭৩ক [অনেকাংশে পাঠ পুনরাবৃত্তি-৬৯ক]

শ্রী শ্রী ধর্ম্মায়নমঃ।। ধর্ম্মের আজ্ঞায় প্রজাপতি।

[১]শৃজন[১] করেন [২]শৃষ্টীঃ[২] রাত্রি দিবা সম [৩]দৃষ্টীঃ[৩]

অনাআসে আনেক সততি।।

জাজপুরে প্রিয়বাদিঃ [৪]সোলসয়[৪] ঘর বেদীঃ

দ্বিজ নহে কেবল দুজ্জন।

দক্ষিণা লৈয়া [৫]গিতি[৫] গায়ঃ [৬]জার[৬] ঘরে [৭]নাঞী[৭] পায়ঃ

[৮]সাপ দিআ[৮] পোড়ায় ভবন।।৪।।

বেদ কৈল উচ্চারণঃ মান জীবন যৌবনঃ

জলের জম্ভাল হয়ে পাস।।

[৯]বীনষ্ট[৯] হইল বড়ঃ [১০]দসে[১০] পাবে হয়্যা জড়ঃ

সাধু পুত্রে করেন [১১]বিনাস[১১]।।

এইরূপে দ্বিজগণঃ করে [২]শৃষ্টীঃ[২] সংহারণঃ

ইহা জানি প্রভু কর তার।

বৈকুণ্ঠে জানিঞা ধর্ম্মঃ পরাপর [১২]পরংব্রহ্মঃ[১২]

হল্যেন আপনে খোনকার।।

হল্যেন [১৩]জবনরূপীঃ[১৩] মাথায় [১৪]সোভে কালা টুপীঃ[১৪]

হাথে নিল ত্রিকচ কামান।

চাপিয়া [১৫]উত্তম[১৫] হয়ঃ ত্রিভুবনে লাগে ভয়ঃ

খোদায় বলিয়া হল্য নাম।।

খোদায় হইলেন ধর্ম্মঃ দেবগণে জানি ব্রহ্মঃ

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মার সুচনাংশ- ১। সৃজন ২। সৃষ্টিঃ ৩। দৃষ্টিঃ ৪। ষোলশ ৫। গীতি ৬। যার ৭। নাহি ৮। শাপ দিয়া ৯। বিনষ্ট ১০। দশে ১১। বিনাশ ১২। পরমব্রহ্মঃ ১৩। যবনরূপীঃ ১৪। শোভে কালা টুপিঃ ১৫। উত্তম

৭৪

মহীগন্ধশিলাধান্যং দুব্বাপুষ্পফলং দধিঘৃতং স্বস্তিকসিন্দুরং শঙ্খকজ্জ্বলরোচনা। সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং সিদ্ধার্থ দর্পণেঞ্চ চামরং দীপপ্রশস্তপাত্রঞ্চ বন্ধনিয়াঞ্চ শুভদিনে।। ইত্যেধিবাসনমন্ত্রৈরধিবাসয়েৎ।। শ্রীবিষ্ণুর্বিষ্ণোর্ণমোদ্যা। মুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকদাসস্য সহদারাপত্যেস্য কন্যানার্থায় মনসভিলসিত বরপ্রাপ্তিকামনয়া পূর্বাঙ্গীকৃত [১]সোধনার্থে[১] নানাদোষরহিতায় গণপদ্যোদি নানাদেবতা বিশেষতঞ্চ শ্রীশ্রী নিরঞ্জন ভট্টারক পুরানান্তর্গত মৌরভট্ট রচিতায় বার্মতি গৃহভরণায় দ্বিজপণ্ডিতদ্বারে গায়নদ্বারায় সঙ্গীতবিদ্যা প্রচারণ মহারস্য দ্বাদশং দিবস পর্যন্তং দ্বাদশভক্তসহিতায় কাশ্যপগোত্রে প্রবেশন নিরামিষ হবিষ্যফলাহার উপবাসাদিভি নানাকুঠরং [২]কাইক[২] বাচিক মানসিক ত্রিবিধ পাপক্ষয়স্কামপূর্বকং ভক্তা।।

১। শোধনার্থে ২।কায়িক

পন্নার্থং যথাশক্তি সূর্য অর্ঘ্যদানব্রক্ষ্মসেবন দণ্ডপূজা কামিনারোপণ বৃক্ষছেদনে মাণিকাদি পূজাপূর্বকং [১]সন্যাসাদি[১] যৎকিঞ্চিৎ হোমবলিদান নৃত্যগীত বাদ্যাদিভিবৈতরনীপার পাদুকাদর্শন ধূলবন্ধন স্বর্গাধিকরণ পর্যন্তং কম্মসহংকরিষ্যে।। ইতি সঙ্কল্পবিধিঞ্চ।। পরমাচাত্মানাং পুন্যতীর্থেন্বয়ং পিতা নিজগোত্রপরিয়েষ সঙ্কল্প ব্রতসঙ্গমে। গৃহচিন্তাং পরিয়েষ দেবকার্যেসু চিন্তয়ে পূজাভবতি বিধানেন কল্যাণং ব্রতসঙ্কটে। একদ্বয়ং মলমূত্রং সহমানবমুচ্যতে সর্বপাপে সুরলোকং সগচ্ছতি। ব্রক্ষ্মণানির্মিতং সূত্রং মহাদেবেনকারিতং বিষ্ণুনামাধৃতো নিত্যং উত্তরীয়ং ধারয়াম্যহং।। অথটীকাপাবণ।। বৈস দানপতি পবিত্র কর টীকা। [২]জাহাতে[২] শিবের প্রিয় কৈল অম্বিকা।। পাষাণরচিৎ পিণ্ড বিশ্বকর্মার নির্মাণ। তিনক্ষুরকূর্মপৃষ্ঠ শাস্ত্রপ্রমাণ।। অজকাষ্ঠ আসিপবন ইতিপঠেৎ।। নন্দন।।

১। সন্ন্যাসাদি ২। যাহাতে

নাগল করহ গ্রহণ [১]গানেস্বরি[১] আরম্ভে। মধুপানে করি [২]ত্রিপুরাসুন্দরি[২] সন্তানে করহ এর। ঘটে এর দিয়া স্বর্গতি গল্ডি মানায়কে চিন্তহ [৩]কুসল[৩]।। দিন দশ মত এসেছ এর মারপায়। এমনু এখি মাজায়বর দিয়া কৃপা করি মহামায়া।। বৌধকবচন করিয়া শ্রবণমানন্দ এজ্ঞেত্রাগ।। ছাগল সঙ্গে মুনুঞি কর সন্ধি। সুবাই নামে পরাগ এঞি [৪]মাইস্বরি[৪] ঘাচমনবরি সুগন্ধি কর্পূর সনে। [৫]জথা জুগপতি[৫] গেলা [৬]সিগ্র[৬] গতি শ্রীরাম পণ্ডিত ভনে।। ০।।০।।০।। ইতি

১। জ্ঞানেশ্বরী ২। ত্রিপুরাসুন্দরী ৩। কুশল ৪। মাহেশ্বরী ৫। যথা যুগপতি ৬। শীঘ্র

৭৫ক

হউক মন দানপতি। গাইলা পণ্ডিত রাম [১]য়নাদ্যের[১] পায়।। এথা নায়কে ধম্ম হবে বরদায়। অনুদিন সফল [২]জদি[২] দেহ জয় জয়। শ্রীরাম পণ্ডিত পিতা সবিনয় কয়।। ০।। ০।।০।।০।।

[৩]---দুহ[৩] করগ মা দ্ব্যর্থ বিলাসিনী কে জানে তোমার মায়া। তুমি তুষ্ট হলে ত্রিভুবন তুষ্ট। ভক্তজনে কর দয়া।। মাতা [৪]------[৪] বিদ্যমান। তোগ দিল সমহিতে।। সেই [৫]দব্ব্য[৫] দিয়া আগম আইয়া তব সেবা করি চিতে।। সঙ্গতি নামানি দিল জয়[৬]ধুনী[৬] দিল ছাগবলিদান।। [৭]----[৭]গিরি সঙ্গে তেএ করি করহ মুনুয়যাম।। সান্ধ্য কুসুমরচন [৮]-------[৮]

১। অনাদ্যের ২।যদি ৩। (অস্পষ্ট) ৪। (অস্পষ্ট) ৫। দ্রব্য ৬। ধ্বনি ৭। (অস্পষ্ট) ৮। (খণ্ডিত)

দেহে মরিয়া যায়। এত রাত্রি কেন দিবসে [১]আসীতে[১] বন্ধ দ্বারে ভয়মান।। ভাল হল্য আল্যে বন্ধু পিতা পাখানি থেমেছে বন্ধু [২]আসীআছ[২] ধায়া। কত না [৩]পাইআছ[৩] দুখ আমার লাগিআ।। ভাল হল্য থেমে [৪]আদার[৪] রাতি বিজলি খনেখন। সহজে না [৫]জায়[৫] পদ প্রাণ বড় ধন।। পরাণ দাস বলে কালা বাধার কারণ।।

১। আসিতে ২। আসিয়াছ ৩। পাইয়াছ ৪। আঁধার ৫। যায়

৭৬ক

সর্বমঙ্গল ভক্তি বনবৃষ। কুমতি সুমতি গোসাঞি আপুনি সে [১]কৃষ[১]।। তুমি সার আমায় কুমতি [২–২] সতী। পণ্ডিত রামাঞি গায় অনাদ্যের পায়। ভক্তনায়কে ধম্ম হবে বরদায়।। ত্রিভুবনের [৩]কত্তাই[৩] সব জয় আদ্য ভগবান।। নিবেদন করে কিছু ব্রহ্মা বিষ্ণু [৪]সিব[৪]। অন্ধ হইল গোসাঞি [৫]জত[৫] আছে জীব।। তার লাগি
৬------৬

১। কৃশ ২। (অস্পষ্ট) ৩। কর্তাই ৪। শিব ৫। যত ৬। (অস্পষ্ট)

৭৭ [পাঠ সাদৃশ্য-৭২ক]

ত্রিভুবনমাঝে জীবে করিলে নিস্তার।।
তোমার মহিমা ধর্ম পারে কে বলিতে।
উর প্রভু কর তার ভক্ত নিস্তারিতে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে।
আদ্য অনাদ্য দেব গেলা কোথাকারে।।
তিনভাই জন্মাইয়া কোথা গেল মায়।
কি করিব কোথা [১]জাব[১] না দেখি উপায়।।
তিন ভাই রোদন করেন ক্ষীরোদ [২]কুলে[২]।
বৃদ্ধ রূপে মহাপ্রভু আইলা হেনকালে।।
খর্বরূপ শূন্য ভরে ধবলবরণ।
উল্লুক বাহনে তথা আইলা নিরঞ্জন।।

সৃষ্টিপত্তন আখ্যান- ১। যাব ২। কূলে

৭৭ক [অনেকাংশে পাঠ সাদৃশ্য-৬৬ক]

সুরভিরে দেন প্রাণঃ প্রভু দেব ভগবানঃ
দেখিআ দেবের আনন্দ।।
তবে প্রভু নিরঞ্জনঃ [১]অস্তি[১] পরে দিলা করঃ
[২]জয়২[২] বলে কর তার।
পঞ্চভূত নারায়ণঃ বসিলা [৩]জে স্থানঃ২[৩]
সুরভি পাইল প্রাণ আর।।
নিজ মন্ত্র মনে ভাবিঃ পাইল প্রাণ সুরভিঃ
জয় [৪]সব্দ[৪] কৈল দেবগণ।
প্রাণ পায়্যা [৫]গাবিসবঃ[৫] [৬]উঠ্যা[৬] করে হামারবঃ
সূত্র জুতে হইল মিলন।।
[৭]বচ্ছ[৭] করে দুগ্ধপানঃ প্রভু গেলা নিজস্থানঃ
আনন্দে বলহ হরি বোল।
রামাই পণ্ডিত কয়ঃ ভজ ধম্ম পদদ্বয়ঃ
আনন্দে না পায় কেহ [৮]য়োর[৮] ।। ।। ।। ।।৫।। ।। ।। ।।

পাসানসিংহের আখ্যানের সমাপ্তি- ১। অস্থি ২। জয় জয় ৩। যে স্থানঃ স্থানঃ ৪। শব্দ ৫। গাভিসবঃ ৬। উঠিয়া অর্থে ৭। বাছুর ৮। ওর (পরিসীমা)

৭৮ [পাঠ সাদৃশ্য-৬৫]

[১]সুন্যাছি[১] তোমার নাম পাসানসিংহ রানা।
আস্যাছি তোমার [২]ঠাঞি[২] খেলাবার বাসনা।।
খেল [৩]জে[৩] খেলাই [৪]পাসা[৪] আস্যাছি [৫]আসায়[৫]।
রামাঞি পণ্ডিত কহে ভজ ধর্ম্মপায়।।
ইতি জাজপুর পুস্তকলিখা সমাপ্ত।।০।।০।।

পাসানসিংহের আখ্যান- ১।শুনিয়াছি ২। ঠাঁই (কাছে) ৩। যে ৪। পাশা ৫। আশায়

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণায়ণ ফাগ। ০ । শ্রী ফা গু কা রা। স চ ন্ত্র ন্ধ ষ্ণা ন্তু সা ১১৫১ সন ।: গণে পণ্ডিতঃ।

শ্রী সু দিগাবসাদ

ষষ্ঠ অধ্যায়:

সম্পাদিত পাঠে প্রাপ্ত নতুন তথ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্পাদিত পাঠে প্রাপ্ত নতুন তথ্য

রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' (উষ্মা)- যে কাব্যাংশের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রাগাধুনিক বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার একটি বহুচর্চিত বিষয়। 'রুষ্মা' শব্দটির কোনও তৎসম ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না, শব্দটির পাঠে বা শ্রবণে কিছু প্রমাদ থেকে গেছে; হয়তো ধর্মরাজের উষ্মা-জনিত রোষ কল্পনা করেই এই নতুন শব্দটির জন্ম! প্রকৃতপক্ষে, 'নিরঞ্জনের উষ্মা' হলো 'জালালি কলিমা'-র অংশবিশেষ, তুর্কি-কর্তৃক উড়িষ্যার জাজপুর-বিজয়ের ছবি এতে বর্ণিত। জাজপুরবাসী বেদ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের দল অতিরিক্ত দক্ষিণার দাবীতে সাধারণ প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলে সেখানে যবন-রূপী ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব ও কৌশলে তাদের ধর্মান্তরিত করে শায়েস্তা করার কাহিনি হলো 'নিরঞ্জনের উষ্মা'। বর্তমান সম্পাদিত পাঠে এই প্রসঙ্গটি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে; এই অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি বিশদে আলোচনা করবো।

সাহিত্যের প্রথিতযশা ইতিহাসকারেরা অনেকেই হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিকতার যুগ হিসেবে এর প্রেক্ষাপটকে বিচার করেছেন। ফলত, বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার যুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তি এবং অত্যাচারিত সদ্ধর্মীদের মুসলিমপ্রীতির স্মারক হিসেবেই সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এর অবস্থান আমরা লক্ষ করেছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বা পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন এর কারণ হিসেবে খ্রিষ্টীয় ১০ম-১২দশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করে হয়তো প্রমাণ করবেন তৎকালীন বাংলার নানানপ্রান্তে এমন কিছু রাজবংশের(সেন, বর্মণ, চন্দ্র, দেব বা খড়গ) আগমনের ইতিবৃত্ত, যাঁরা ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ আঞ্চলিকভাবে বাংলার সমাজে অর্থ ও ধর্মানুশাসক পুরোহিত হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানই মূলত এর জন্য দায়ী।

প্রসঙ্গত যেকথা না বললেই নয়- ১৮৯৬সালে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর প্রথম সংস্করণকালে চর্যাপদ আবিষ্কৃত না হলেও, শাস্ত্রীমশাইয়ের চর্যা আবিষ্কার-প্রকাশ এমনকি তা নিয়ে তুমুল সাহিত্যিক বিতর্ক ঘটে যাওয়ার পরেও আচার্য সেন তাঁর জীবৎকালে এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে চর্যাপদকে স্বীকৃতি দেন নি; 'হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ' অধ্যায়ে চর্যা-বিষয়ে আদ্যন্ত থেকেছেন নিশ্চুপ! ৮০০-১২০০খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের প্রেক্ষিতে ক্রমানুসারে শূন্য-পুরাণ, মানিকচাঁদের গান, নাথগীতিকা, কথাসাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচনের আলোচনাক্রমে তিনি দেখিয়েছেন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গটি। যাই হোক, এই অধ্যায়েই আচার্য সেনের আলোচনায় 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শব্দবন্ধের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই; এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মত-

"শূন্য-পুরাণে একান্নটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী।...'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্তী যোজনা।...কোন ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।"[১]

শুধু এপার বাংলা নয়, পূর্ববঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ মহাশয়ও তাঁর গ্রন্থে 'বড় জালালী ও ছোট জালালী' কলিমাকে প্রসারমান প্রবল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি নিপীড়িত বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘৃণা-ক্ষোভ ও তীব্র বিদ্বেষের নজির হিসেবে বিবেচনা করেছেন-

"বিপন্ন অস্তিত্ব বৌদ্ধেরা তাই তুর্কীবিজয়কে ধর্মের তথা তথাগতের আশীর্বাদরূপে জেনে হিন্দুর পরাজয়ে ও দুর্দশায় উল্লাস বোধ করে এবং পরোক্ষে প্রতিশোধবাঞ্ছা চরিতার্থ করে।"[২]

'বাংলা সাহিত্য-কোষ'-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় ওয়াকিল আহমেদ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতেও "নিরঞ্জনের রুষ্মা" হলো অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় বৌদ্ধ সদ্ধর্মীদের আশ্রয় নেওয়ার ঐতিহাসিক দলিল। সেন আমলের এই নির্যাতিত নিপীড়িত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তুর্কির বিজয় ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির পরাজয় দেখে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অক্ষম প্রতিহিংসাপরায়ণের মতো নিশ্চিন্ত ও

উল্লসিত হয়েছিল; মুসলিম-প্রীতিবশতই আরাধ্য দেবতা বর্ণহীন নিরঞ্জন-ধর্মকে তারা ইসলামের আলোয় একেশ্বরবাদের আদর্শে পুজো করেছে। পরবর্তীকালে দলিত ও অবহেলিত এই বৌদ্ধরাই অধিক হারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, সমাজ পরিবর্তনের সেই ইঙ্গিতটি আমরা ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’য় দেখতে পাই। হিন্দুদের পৌরাণিক চরিত্রের বিপরীতে মুসলমান পৌরাণিক-ঐতিহাসিক যেসমস্ত চরিত্রকে প্রতিস্থাপিত করেছেন রামাই, সাহিত্য-কোষকার তা সযত্নে তুলে এনে দেখিয়েছেন[৩]-

হিন্দু দেবদেবী	**মুসলিম চরিত্র**
ধর্ম	খোদা(<খুদা, ফা.)
ব্রহ্মা	মহামদ(হজরত মহম্মদ স.)
বিষ্ণু	পেকাম্বর(<পয়গম্বর,আ.)
শূলপাণি(শিব)	আদম(আদি পিতা)
গণেশ	কাজী(বিচারক)
কার্তিক	গাজী(মুসলিম ধর্মযোদ্ধা)
মুনি(সাধক ঋষি)	ফকির(ধার্মিক পুরুষ)
নারদ(শিবের অনুচর)	শেক(<শায়খ,আ.; শাস্ত্রজ্ঞানী)
পুরন্দর(ইন্দ্র)	মলনা(<মওলানা,আ.)
চণ্ডিকা	হায়াবিবি(আদি মাতা)
পদ্মা(মনসা)	বিবি নূর(কাল্পনিক মুসলিম নারী)

অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেন নিশ্চিতভাবে বলবেন যে **১৪দশ** শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বাংলা ও উড়িষ্যায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালিয়েছিলেন, তারই স্মৃতি এই ‘জালালি কলিমা’; ধর্মপূজার বিধিবিধান সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্য কিছুটা অন্যরকম-

“শিক্ষিত-সমাজে ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুমান এখন আর সমর্থন করা যায় না। ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সর্ব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর নেওয়া হইয়াছে।”[৪]

আর হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিকতার যুগবিভাজন-কল্পনাকে সম্পূর্ণ অসার প্রমাণ করে আরও কিছুটা সরে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলবেন- বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ, হিন্দু লৌকিক চিন্তাধারা, স্থানীয় অনার্য কিছু অনুষ্ঠানরীতি ও ঐসলামিক বিশ্বাসের সমন্বয়েই লৌকিক 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের জন্ম। এই ধর্ম-উপাসকদের প্রধান আরাধ্য এক এবং অদ্বিতীয় শ্রীধর্মরাজ-

"আসলে সেটা বৌদ্ধধর্মও নয়, প্রচ্ছন্ন হিন্দুধর্মও নয়-সেটি বাঙলা সমাজের শোষণশক্তির ফলে রূপান্তরিত একটি মিশ্র-রঙ এবং মিশ্র-প্রকৃতির নূতন ধর্ম। জনগণের টানা-হেঁচড়ায় পড়ে বুদ্ধদেব কখনও শিবঠাকুরের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছেন- কখনও পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে গলাগলি করে একেবারে একদেহ-একাত্মা হয়ে উঠতে চেয়েছেন; আবার কখনও সেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবঠাকুর একসঙ্গে মিশে গেছেন।"[৫]

কিন্তু আমরা বলতে চাই এরূপ বিবিধ আঙ্গিক থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ হলো বিচ্ছিন্ন, আংশিক। কারণ ধর্মপূজার বিধিবিধান-সংক্রান্ত রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত পুথিটিতে(বিশ্ব. ১২৯নম্বর) বর্তমান গবেষণাকর্মের সম্পাদনা-সূত্রে 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পূর্বে ও পরে এমন কিছু গল্প আমরা পাচ্ছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে ধর্মপূজকদের বিশ্বাসমতে বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সামগ্রিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গেই নানান মনুষ্যজাতির জন্ম হয়েছে; সেই সৃজনক্রিয়াতেই কালচক্রে মুসলমান জাতির জন্ম দিচ্ছেন পরমেশ্বর নিরঞ্জন তথা খোদারূপী ধর্মরাজ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজের এই বিশেষ অংশ তথা ধর্মসাধকদের চিন্তাভাবনা এইবিষয়ে ইসলামিক-দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। হিন্দুসমাজের এই একাংশের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এইরকম যে, ধর্মপূজকদের আরাধ্যদেবতাই আসলে অন্যরূপে মুসলমানদের খোদা; সুতরাং অন্যান্য সমস্ত মনুষ্যজাতির মতো মুসলমানরাও শ্রীধর্মরাজের সৃষ্টিপত্তনের ফলে জন্ম নেওয়া এক জাতিবিশেষ। ধর্মপণ্ডিত রামাই এই অংশে যে কাজী, গাজী, খোদা, পেকাম্বর, বাবা আদম, ফকির বা নূরবিবির মতো পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক চরিত্রদের প্রতিস্থাপিত করছেন কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা চণ্ডী-মনসার মতো হিন্দু দেবদেবীদের স্থানে- তা আদতে হিন্দু পৌরাণিক প্যাটার্ন। নিজ ধর্মের দেবদেবীর আদলে এইসব ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টুকরো ধর্মবিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা হিন্দুপুরাণ-কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মসাধকদের এই

ঐকতানিক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল ধর্মের দেবদেবীরা এসে পড়েছেন এক ছত্রছায়ায়; আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুর একীভূত হয়ে সৃষ্টি করছেন এই বিশ্বসংসার। সেই প্রসঙ্গেই 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পাঠগত অবতারণা।

ধর্মঠাকুরের এই বিশ্বসৃষ্টির কাহিনি-টি রামাই বর্ণনা করছেন এইভাবে- সৃষ্টির আদিতে ধর্মঠাকুর ছিলেন অব্যক্ত নিরাকার নিরঞ্জনরূপে। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম আবেগের ফলে সেই শূন্যমূর্তি দ্বিধা হলেন নীল ও অনিল সত্তায়; উভয়ের সম্মিলনে অনাদ্যস্বরূপ ধর্ম সাকাররূপে আবির্ভূত হলেন। মহাশূন্যের মধ্যে নিজেকে একাকী দেখে তিনি দুঃখিত হন এবং তখন তাঁর জৃম্ভণ বা হাই থেকে জন্ম হয় উলূকপক্ষীর। তার পিঠে চড়ে তিনি বিশ্বভ্রমণ করতে লাগলেন। বাহন উলূক ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে ধর্মরাজ তাকে যে মুখামৃত দিলেন, তার এককণা বাইরে পড়তেই ব্রহ্মাণ্ড হলো জলমগ্ন। আর ধর্মরাজের একবিন্দু অঙ্গমল সেই জলে ফেলতেই সৃষ্টি হলো মেদিনীর। এভাবেই বিশ্বচরাচর তথা ত্রিভুবনের সৃষ্টি। তখন ধর্মরাজের কোনও প্রতিশরীর না থাকায় সঙ্গিনীর চিন্তা করলেন তিনি- সেই ইচ্ছাশক্তিবলেই আদ্যাদেবী কেতকার জন্ম হলো। উলূকের ঘটকালিতে তাঁদের বিয়ে হলো। প্রজাসৃষ্টির মানসে ধর্মরাজ বল্লুকানদীর তীরে গেলেন তপস্যা করতে আর আদ্যাশক্তির গর্ভসঞ্চার হলে যথাকালে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। অধ্যায় শেষে সংযোজিত ৫নম্বর চিত্রটিতে সৃষ্টিপত্তন আখ্যানের এই অংশটি পরিস্ফুট। ত্রিদেব জন্ম নেওয়ার পর বল্লুকার তীরে তপস্যায় বসলেন। গলিত ভাসমান শবরূপে ধর্ম এলেন তাঁর পুত্রদের পরীক্ষা নিতে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহকে দ্রুত দূরে ভাসিয়ে দিলেও মহেশ্বর ঠিকই বুঝেছিলেন এ পরমপিতা নিরঞ্জনের ছলনা। তিনি সাদরে সেই শবদেহকে মাথায় তুলে নৃত্য করেছিলেন। এরপরেই তুষ্ট ধর্মরাজ তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করে জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহারের ভার দিলেন। অযোনিসম্ভবা আদ্যাশক্তিকে নখচিহ্ন দিয়ে ভগবিদীর্ণ করে প্রকৃতিস্বরূপা সৃষ্টির আধার করে তুলেছিলেন নিরঞ্জন। সেই আদ্যাশক্তিই কয়েকবার ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে পরবর্তীকালে শিবপত্নী সতীরূপে আবির্ভূতা হন এবং রামাই-এর বর্ণনায় শিব ও সতীর মিলনের ফলেই হয়েছিল জগত-সংসারের সৃষ্টি। মাণিক গাঙ্গুলির সৃষ্টিপত্তন মোটামুটি শূন্যপুরাণের মতোই। নাথসাহিত্য অথবা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের আদিকথায় বর্ণিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গেও এই বর্ণনার বেশ কিছু মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাপ্তপুথিতে ঠিক এরপরের অংশেই রয়েছে আর একটি গল্প- জাজপুরের অত্যাচারী ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষক পাসাসিংহ বা পাসানসিংহের গল্প। ধর্মঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক পাশাখেলায় পরাস্ত করে পাসানসিংহকে শায়েস্তা করছেন। ধর্মপূজাবিধিবিধানের বর্তমান সম্পাদিত পাঠে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের ওপর ব্রাহ্মণদের অতিরিক্ত দক্ষিণা-আদায়, জোরাজুরি ও অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকলে ক্রুদ্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠে নিরঞ্জন খোদা-রূপ ধারণ করেন এবং 'যবন-অবতার'রূপে জাজপুরে উপস্থিত হন। তারপর পাসানসিংহকে পাশার চালে হারিয়ে অত্যাচারী ব্রাহ্মণকুলের মাথা মুড়িয়ে, টুপি পরিয়ে, কোরানপাঠ করিয়ে এমনকি গোমাংসভক্ষণ করিয়ে কৌশলে ধর্মান্তরিত করছেন ধর্মঠাকুর এই অংশে। শুধু তাই নয়, দ্বিজকুলের জাতিনাশ করার পর বাহন উল্লুকের অনুরোধে সবশেষে প্রভু সমস্ত মৃত গাভীদের অস্থিটুকরো একত্রিত করে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রোচ্চারে তাদের পুনর্জীবন দান করেছেন।

এখন লোকসংস্কৃতির কিছু টুকরো উপাদান আলোচনাসূত্রে আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনরূপে বুঝে নিতে চাইবো এই পাঠান্তরকে, যেখানে শূন্যপুরাণের সৃষ্টিবর্ণনের সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে 'নিরঞ্জনের উষ্মা'-

প্রথমেই আসি, রাঢ়বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস-সন্ধানী অন্যতম গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক মাণিকলাল সিংহের বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' বিষয়ক একটি ছড়ায়। ছড়াটি এইরকম- 'বামনা যবনা ডোমনা / তিনের পুরুত আপনা আপনা।'[৬]...এর পিছনের গল্পে আছে তিন ঋষির গো-মেধযজ্ঞের প্রসঙ্গ; তাঁরা সম্মিলিতভাবে গরুকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে যজ্ঞ করতেন এবং যজ্ঞশেষে মৃত গরুটিকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবনদান করতেন। একসময় এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋষি গোমাংসের প্রতি লোভাসক্ত হয়ে একদিন সকলের অলক্ষ্যে একখণ্ড হাড় ও মাংস চুরি করে শালপাতায় মুড়ে সেটি পুকুরের পাঁকে পুঁতে রেখেছিলেন। ফলে যজ্ঞশেষে যখন গরুটির প্রাণদান করা হলো, তখন দেখা গেলো গরুটি খুঁড়িয়ে হাঁটছে এবং তার জঙ্ঘা বা ঊরুর কিছুটা মাংস নেই। এদিকে ধ্যানযোগে কনিষ্ঠ ঋষি জানতে পারলেন সত্যঘটনাটি। পুষ্করিণীর পাঁকে ডোবানো শালপাতার মোড়ক খুলতেই দেখা গেলো গরুর হাড়টি রসুন এবং মাংসখণ্ডটি পেঁয়াজে পরিণত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ঋষিকে তিনি অভিশাপ দিলেন- 'তুমি যবন হও'। এরপর তাঁদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল দ্বন্দ্ব-কলহ; ক্রোধের মুহূর্তে কনিষ্ঠ ঋষি অগ্রজের

পৈতে টেনে ছিঁড়ে দিতেই তাঁর ক্রোধাগ্নিতে হলেন অভিশপ্ত- 'তুমি নীচজাতির মানুষদের যজাইয়া জীবিকা অর্জন করবে'। স্বয়ং ধর্মরাজ এলেন তাঁদের বিবাদ থামাতে। তিন ঋষিকে পৃথক ধর্মের পুরোহিত করে দিলেন তিনিই। দশ দণ্ডী পৈতে দিলেন মেজ ঋষিকে, যিনি হলেন হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এগারো দণ্ডী পৈতে দিলেন কনিষ্ঠ ঋষিকে, যিনি বিশেষভাবে তাম্রধারণ করবেন একমাত্র রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পূজাধিকারী ডোম-পুরোহিত হিসেবে (ধর্মঠাকুরের পুজো কোনও ব্রাহ্মণ করতে পারবেন না)। আর অভিশপ্ত সেই জ্যেষ্ঠ ঋষি গোমাংসভক্ষণের লোভের কারণে হলেন যবন। ব্রাহ্মণ, ডোম ও চণ্ডাল এই তিন দলভুক্তির মাধ্যমে উক্ত জাতিবিষয়ক ছড়াটিতে এভাবেই গোমাংসভক্ষণ-এর কারণে যবন-পুরোহিতে পরিণত হওয়ার গল্পটি বর্ণিত হয়েছে।

এখন 'নিরঞ্জনের উষ্মা' সংলগ্ন গল্পটিতে আমরা দেখবো, জাজপুরের নিপীড়ক ব্রাহ্মণ পাসানসিংহকে পাশা খেলার পূর্বে ছদ্মবেশী ধর্মরাজের শর্ত মেনে তাঁর গোয়ালের দশটি সুলক্ষণযুক্ত উন্নতমানের গাভি বাজি রাখতে হয়েছিল। আর কৌশলে তাঁকে পরাস্ত করার পর সেই দশটি গাভির রান্না করা মাংসই পাসানসিংহ ও তাঁর অনুগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে খেতে বাধ্য করেছিলেন ধর্মরাজ। এভাবে গোমাংসভক্ষণের ফলে ধর্মান্তর এবং মুসলমান জাতিতে পরিণতির কাহিনি রামাই-এর রচনাতেও ধরা পড়েছে। এমনকি হিন্দু-পুরাণের গোমেধযজ্ঞের মতো, জবাই করা গাভিগুলির অস্থির টুকরো একত্রিত করে মন্ত্রবলে তাদের পুনর্জীবনদানের প্রসঙ্গটিও কাহিনির শেষাংশে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে [দ্রষ্টব্যঃ চিত্র-৬]। এ উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং ধর্মঠাকুরের ছলনায় পড়েই তাঁর ইচ্ছেতে সংসারে সাত-আট প্রজাতির মুসলমান সম্প্রদায় ও অন্যান্য বিচিত্র ধর্মসম্প্রদায়ের জন্ম হচ্ছে।

প্রশ্ন জাগে- 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পূর্ব ও পরবর্তী সপ্রসঙ্গ গল্পপাঠের পর এখনও কি আমরা একে বলবো, এ কাব্যাংশ নিছক মুসলমানদের বন্ধু ভাবার গল্প? অথবা, ধর্মঠাকুরের আশ্রয়ে গিয়ে অত্যাচারিত বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের মুসলমান ধর্মগ্রহণের কাহিনি? কখনোই না, এটি আদতে বিশ্বসৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সামগ্রিক বর্ণনা, নানান মনুষ্যজাতির জন্মবৃত্তান্ত।

দ্বিতীয়ত আমরা উল্লেখ করবো, রাঢ়বাংলার মেদিনীপুর জেলার ঠেকুয়াচকের পটশিল্পী অজিত চিত্রকরের তৈরি একটি পটের গান-

হাবিল পড়িল শাস্ত্র কাবিল কোরান।

তাহা হতে সৃষ্টি হল হিন্দু-মুসলমান।।[৭]

গানটির ব্যাখ্যায় যে গল্পটি আমরা পাই- হাবিল ও কাবিল দুই ভাই। কোনও কারণবশত তাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হলে হাতাহাতিতে ছোটোভাই কাবিলের মৃত্যু ঘটে। তখন তার দেহসৎকার নিয়ে চিন্তায় পড়ে হাবিল, কারণ পৃথিবীতে তখনও শবদেহ সৎকারের কোনও উপায় বলা ছিল না। এমন সময় একজোড়া সংঘর্ষরত কাক তার চোখে পড়লো। তাদের মধ্যে মারামারিতে একটি কাকের মৃত্যু হলে অন্য কাকটি তার ঠোঁটে করে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে মরা কাকটিকে শুইয়ে মাটি চাপা দিলো। সেই দেখে হাবিলও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাটি খুঁড়ে মৃত কাবিলকে কবর দিলো। দুই ভাইয়ের দুই পুত্র সেখানে উপস্থিত হলে পরমপিতা তাদের একজনকে দিলেন পুরাণ, অন্যজনকে কোরান- সেই থেকেই একজন পেলো দাহ করার অধিকার, অন্যজন কবর। আলোচ্য গানে অজিত পটুয়া বলছেন, পুরাণ-কথা নিয়ে পটের গান বাঁধি আমরা ঠিকই, কিন্তু আমরা আদতে কোরানধর্মী মানুষ অর্থাৎ ওই বড়ো ভাইয়ের বংশধর। এভাবেই পটুয়া সমাজে এইসব প্রচলিত কাহিনির মধ্যে দিয়ে চলে তাদের সামাজিক অবস্থানকে যুক্তিসিদ্ধ করে নেওয়ার প্রয়াস।

সম্পাদনাসূত্রে প্রাপ্তপুথিটিতেও 'নিরঞ্জনের উষ্মা' সংলগ্ন কাব্যাংশে আমরা একটি চাবি-পয়ারকে বারবার আবর্তিত হতে দেখবো- যেখানে ধর্মরাজ 'হিন্দুকে পুরাণ দিল, যবনে কোরান'। অধ্যায়ান্তে সংযোজিত ৭সংখ্যক চিত্রে এই মনুষ্যজাতি সৃষ্টি এবং হিন্দুকে পুরাণ ও যবনকে কোরান দানের প্রসঙ্গটি লক্ষণীয়। রামাইপণ্ডিতের এই রচনার উৎস কোনও নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসজাত চিন্তাভাবনা তো নয়ই, বরং বলা ভালো বিভিন্ন ধর্মীয় উপকথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই একই কাহিনির সূত্র। একদিকে হাদিসে এই কাহিনির সমর্থন যেমন মিলবে, তেমনই আরও প্রাচীনকালের দিকে চোখ রাখলে আদিপুস্তক বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আদম-ইভের সন্তান হ্যাভেল ও কাইনের গল্প প্রসঙ্গেও এমন কাহিনির

অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনকি হাদিস অনুসরণে বাংলাদেশে রচিত বেশ কিছু লোকনাট্যেও হাবিল-কাবিলের পালা হিসেবে গল্পটিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে, যেখানে হিন্দুর পুরাণপ্রাপ্তি ও মুসলমানের কোরানপ্রাপ্তির কাহিনি বর্ণিত।

সুতরাং একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, রীতিমতো ইসলামিক সংস্কৃতি বাংলায় ছড়িয়ে পড়ার পর ধর্মমঙ্গলের কাহিনির সূত্রে রামাই-এর এই কাহিনির জন্ম। তা যদি হয়, তবে তো একে কিছুতেই আচার্য সেনের যুক্তিমতো হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে সদ্ধর্মীদের মুসলিম-প্রীতির ঐতিহাসিক আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। 'নিরঞ্জনের উষ্মা' প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসংসারের সৃজনক্রিয়ায় মুসলমানদেরও মনুষ্যজাতিহিসেবে অন্তর্ভুক্তির একটি প্রয়াস হিসেবে বিচার্য, যেখানে পক্ষান্তরে ধর্মসাধকদের সৃষ্ট বিবৃতি অনুসারে আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুরকে একীভূত করে দেখানোর প্রবণতাই শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিগত ঐক্যে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা থেকেই এমন চিন্তাধারার জন্ম। তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ছিল না এমনটা তো নয়ই, বরং জাতিভেদে খাদ্যগ্রহণের ট্যাবু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল বলেই সনাতন হিন্দুধর্মের গোমেধ-যজ্ঞ ও গরুটির পুনর্জীবনদান প্রসঙ্গটিও তাঁরা জানতেন। সেইসূত্রেই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পাসানসিংহকে শায়েস্তা করার জন্য বলপূর্বক গোমাংস খাইয়ে, মস্তকমুণ্ডন করিয়ে, কলেমা পড়িয়ে, সুন্নৎ করানোর মতো গল্পের জন্ম। অধার্মিক দুর্জন ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠীকে গোমাংসভক্ষণ করিয়ে জোর করে তাদের মুসলমান ধর্মে পরিবর্তন যেমন ঘটিয়েছেন তিনি, তেমনই অন্যদিকে আবার পরিশেষে হিন্দু শাস্ত্রবিধির গোমেধযজ্ঞের আদলে নিরীহ গাভিগুলির অস্থিসমূহ একত্রিত করে অঙ্গসন্ধিস্থাপন ও মন্ত্রবলে তাদের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার ঘটিয়েছেন জগৎপতি। ফলে, অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করলে বোঝা যায় এহেন ঐকতানিক চিন্তাভাবনা আদতে ধর্মপূজকদের একান্তই নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস- যা মুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘদিন একত্রে মিলেমিশে থাকার ফলাফল ও অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করতে চাইছে।

পরিশেষে বলা যায়, রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কাব্যাংশের যে ব্যাখ্যা প্রথাগতভাবে চলে এসেছে, তার পুনর্বিবেচনার আশু প্রয়োজন। লক্ষণীয়, এ কাব্যের বাকি অংশে কোথাও কিন্তু খোদার নামোচ্চারণ পর্যন্ত নেই, ধর্মপূজা-সংক্রান্ত আচরণীয় নানান বিধিবিধানই সেখানের মূল আলোচ্য।

কাব্যদেহে আধা-সংস্কৃত, আধা-বাংলায় ধর্মপূজার্চনার নিয়মাবলীই মূলত বর্ণিত হয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-সহ বাংলা সাহিত্যের সকল স্বনামধন্য ঐতিহাসিকরাই তাঁদের রচনায় 'নিরঞ্জনের উষ্মা' বলতে পূর্বোক্ত ওই বিশেষ মধ্যবর্তী পাঠ্যাংশটিই রামাই পণ্ডিতের ভণিতাসহ উল্লেখ ও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সপ্রসঙ্গ এর পূর্বের ও পরের গল্প দুটি হয়তো খেয়াল করেননি। এ রচনার একটি শুরুও আছে, শেষও আছে; যা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করা হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়। ফলত, পূর্বাপর কাহিনিসূত্র বিচার করে বলা যায় 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কাব্যাংশটি মুসলমানদের প্রতি বন্ধুতা বা বৈরিতার আখ্যানমাত্র নয়; অত্যাচারিত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ এবং তার পরিণতিতে মুসলমান-প্রীতি... এমন সিদ্ধান্তও নিছক বিচ্ছিন্ন কল্পনাজাত মান্যায়ন। আবার একে সমগ্র সদ্ধর্মী সম্প্রদায়ের জীবনভাবনার পরিচয়বাহীও বলে দেওয়া চলেনা। বর্ণহিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ভেদযুদ্ধ ও তার ফলাফল এতে আছে একথা সত্য, কিন্তু সেটাই এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয় এমন চিন্তাধারা খণ্ডিত। ধর্মপূজকদের বিশ্বাসদৃষ্টিতে, বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সমগ্র সৃজনপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটা খণ্ড বা সৃষ্টির অংশ মুসলমানরা; তাই ধর্মরাজকর্তৃক সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিক্রিয়ায় মনুষ্যজাতি হিসেবে মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্তির একটা প্রচেষ্টা বরং এখানে খুঁজে পাই আমরা। বিচ্ছিন্নভাবে কেবলমাত্র জাতিগত শত্রুতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরঞ্জন-ধর্মরাজের উষ্মার প্রকাশকে চিহ্নিত না করাই শ্রেয়।

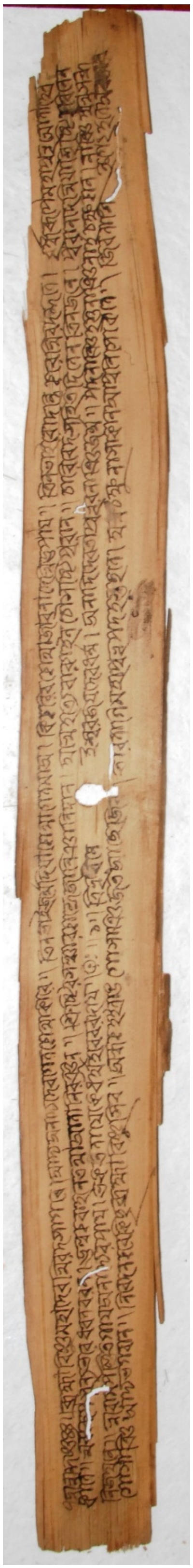

চিত্র- ৫

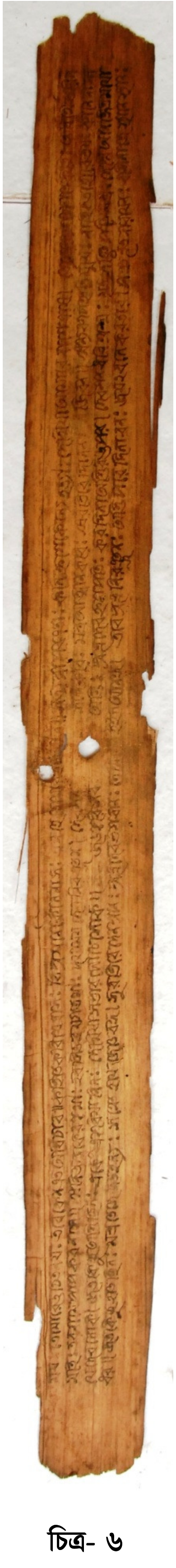

চিত্র- ৬

চিত্র- ৭

তথ্যসূত্র

১. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড-৯ম সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ ৫৪-৫৭

২. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [প্রথম খণ্ড], নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ৪৩০

৩. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা সাহিত্য কোষ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ১৯৯

৪. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড- সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী), ধর্ম-ঠাকুর-কথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃষ্ঠাঃ ১১০

৫. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা, গোপীমোহন সিংহরায় অনূদিত, ভারবি, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫২

৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ২১৭

৭. সুমনা দত্ত চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব ভারতের পটচিত্র, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ৯

সপ্তম অধ্যায় :

গবেষণার মূল নির্যাস

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার মূল নির্যাস

মধ্যযুগীয় বাংলার মঙ্গলকাব্যকথায় নারী-পৌরোহিত্যের প্রচলন ছিল যথেষ্ট। কাহিনি পরম্পরায় লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিশেষত বাংলার লোকায়ত নারীদেবতারা প্রথমে পূজিত হয়েছেন নারীসমাজের কাছেই। পরে তাঁদের পূজা প্রচারিত হয়েছে কাব্যের পুরুষ নায়কের হাত ধরে। দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষেত্রে খুল্লনা বা মনসার কাহিনিতে চাঁদপত্নী সনকার কথা এই সূত্রে আমাদের মনে পড়ে।

নারী-পৌরোহিত্যের বাস্তব ভিত্তি ছিল মূলত নারীপ্রধান সমাজে। নারী পুরোহিতেরা অঞ্চলবিশেষে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন; পৃথিবীর নানান দেশে তাঁদের প্রবল প্রতিপত্তিও ছিল। এমনকি সেইসমস্ত অঞ্চলে পুরুষ পুরোহিতদের ওই দেবীমন্দিরে প্রবেশাধিকারটুকুও ছিলনা। আসটার্ট, সেবিলি বা আত্তিস প্রভৃতি দেবীর মন্দিরে যেমন পুরুষ প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; পুরুষের প্রবেশাধিকারের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত ছিল স্বেচ্ছায় পুংলিঙ্গ কর্তন। নপুংসক হওয়ার পর দেবীর পূজাস্থলের সীমানায় তাঁরা যেতে পারতেন। সে প্রসঙ্গে আমরা যাব না।

আমাদের বক্তব্যবিষয় হল- ধর্মমঙ্গল কাব্যে একজন নারী পুরোহিতের কথা জানা যায়, যিনি পুরুষদেবতা শ্রীধর্মরাজের পূজার বিশেষ রীতি-পদ্ধতি ও প্রচার-প্রবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। এঁকে বলা হয় **সামুলা**। ধর্মপূজার যাবতীয় মন্ত্র-পদ্ধতি থাকে এঁদের নখদর্পণে। রাঢ়বঙ্গেও ধর্মঠাকুরের সমবেত পূজকগোষ্ঠীর মধ্যে একজন সামুলার উপস্থিতি তাই আবশ্যিক। রঞ্জাবতীর শালেভর পালায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে সামুলাই ধর্মপূজার ইতিহাস জানেন-'সামুলা বলিল ইতিহাস'। শুধু তাইই নয়, পূজার পদ্ধতি, স্থান নির্বাচন, উপকরণ নির্দেশ, মন্ত্রোচ্চার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়েও সামুলার ভূমিকা এবং অধিকার সর্বাধিক। সামুলা ধর্মের ইতিহাস মুখস্থ উচ্চারণ করার পরেই পূজক পণ্ডিতরা তার পুথিগত প্রমাণ হাজির করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পণ্ডিত বলতে এখানে অন্যতম ধর্মপূজাধিকারী প্রধাণত নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত তাম্রদীক্ষিত ডোমপণ্ডিতদের ইঙ্গিত করা হয়েছে-

সামুলা এতেক যদি বলিল রঞ্জায়।
পুথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল যায়।।

ধর্মঠাকুরের পূজায় সামুলার সক্রিয় ভূমিকা ও নেতৃত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গটি শালেভর পালার আদ্যন্তে পরিস্ফুট করেছেন কবি-

শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল ঘোর বাদ্যময়।

রঞ্জাবতী সেবেন সামুলা দেন জয়।।

রঞ্জাবতীর পুত্রাকাঙ্ক্ষার ব্রতে যেমন সামুলার ভূমিকা দেখা গেছে, তেমনই পরবর্তীকালে লাউসেনের দুষ্কর ব্রত উদযাপনেও পশ্চিমে উদয়পালায় হাকন্দের মাঠে নবখণ্ড সাধনার সময়ও সামুলার উপস্থিতি পুনর্বার লক্ষ করা যায়। দুই হাঁটু, দুই কনুই, দুই বাহু, দুই ঊরু ও গলা- শরীরের এই ৯টি সংযোগস্থলে অস্ত্রাঘাত-এর এই কঠিন সাধনায় সামুলার ভূমিকা ও নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাউসেন যখন প্রশ্ন করেছেন, 'কি বিধানে পূজিলে উদয় বড় পাই', সামুলাই পথনির্দেশ করে তাকে জানিয়েছেন- 'কমল সহস্রদলে পূজ ধর্মরাজে'। বলা বাহুল্য, এই কমল হল শরীরসর্বস্ব। তাই তাঁর বিধান- 'মাথা কেটে পূজ ধর্ম ভকতবৎসল'। এরপর নিরঞ্জনের পূজার যাবতীয় নিয়মনীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সামুলার নির্দেশেই হরিহর বায়েন ধুমূল [সময়ানুগ ঢাকে কাঠি মারা] সম্পন্ন করছেন।

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, রঞ্জাবতী এবং লাউসেন- পরপর দুই প্রজন্মের নারী ও পুরুষের ধর্মোপাসনায় দুইপ্রকার কঠিন ব্রত সম্পাদনেই নারী পুরোহিত হিসেবে সামুলার নির্দেশনাই মান্যতা পেয়েছে কাব্যে। বাংলার লৌকিক দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানের পরিচালনায় নারী পুরোহিতদের ভূমিকা বিষয়ে অবগত হলাম আমরা। এই বাস্তবতার উৎস অবশ্য সুদূর অতীতের নারীপ্রধান সমাজব্যবস্থায় নিহিত। অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাসের অনুসন্ধানটি এ বিষয়ে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে ও ব্রতকথায় সাধারণ ভাবসূত্র হিসেবে লক্ষ করা যায়- প্রত্যেক দেবীই ঘটনাচক্রে তাঁর ভক্তের কাছে সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হয়েছেন এবং তাঁর ছদ্মবেশ বৃদ্ধা জরতীর। মনসামঙ্গল, লক্ষ্মীর ব্রতকথা, অন্নদামঙ্গল সবক্ষেত্রেই দেবীরা পূজা পাওয়ার জন্য বৃদ্ধাবেশে যত্রতত্র পৌঁছে গেছেন; কাউকে অভিশাপ দিয়েছেন, অথবা কৌশলে ছলনাও করেছেন-

"বৃদ্ধারা দেব-দেবীর পৌরোহিত্যের প্রকৃত অধিকারিণী, এরকম একটি লোকবিশ্বাস সমাজে চালু না থাকলে এই বিস্তৃত ভাবসূত্রের ব্যাখ্যা হয় না।"[১]

সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য সূচিত হলে ক্রমশই পৌরোহিত্যের ভূমিকা থেকেও নারীকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। এ ঘটনা নিশ্চয়ই একদিনে বা এক প্রজন্মেই পরিবর্তিত হয়নি। পাশাপাশি দুইটি ধরণ অথবা সমান্তরাল পৌরোহিত্য ব্যবস্থাও নিশ্চিতভাবে কিছুদিন চালু ছিল। বিবাহ, পূজাপদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, লোকাচার, নানান সংস্কার ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই তৎকালীন সমাজজীবনে এয়োস্ত্রীদের মাঙ্গলিক আচার, নারী সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও নেতৃত্বের প্রবণতা পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে বহমান থেকে গেছে। আদিম লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস, জীবনবোধ থেকে তার প্রমাণ মেলে।

এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহের দিকটি স্পষ্ট করা যাক। আমরা দেখলাম, ধর্মরাজের পূজানুষ্ঠানে পূজাসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মনীতি ও মন্ত্রাদি সামুলার কণ্ঠস্থ থাকে, তাঁর নির্দেশ ও পরিচালনাতেই একাজ সুসম্পন্ন হয়। তাঁকে যথাযথ অনুসরণের জন্য পূজকগোষ্ঠীর অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে থাকে ধর্মপূজাবিধিবিধানের প্রায় অনুরূপ পুথির লিপি। বর্তমান সম্পাদিত পুথিটি [বিশ্ব.১২৯ সংখ্যক] এরকমই কোনও বিধিবিধানসংক্রান্ত পুথির অনুলিপি বলে আমাদের বিশ্বাস। সম্ভবত সেইকারণেই হরিশচন্দ্র-মদনার কথা, মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠরোগমুক্তি বা পাসানসিংহের আখ্যান বর্ণনায় একাধিকবার কোনও কোনও অংশের পুনরাবর্তন বা ভিন্ন পাঠান্তর পুথিতে লক্ষ করা গেছে।

সম্ভবত পূজাপদ্ধতির পাশাপাশি আখ্যানভাগের সমবেত পাঠ বা পরিবেশনের রীতি প্রচলিত ছিল। তাই অনুরূপ পুথির কয়েকটি লিপিকৃত অংশ পূজকগোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকের কাছেই থাকত। তাঁরা উচ্চারণ করতেন সম্মিলিতভাবে নিজেদের মতো করে। এভাবেই সম্ভবত পূজার রীতিনীতির পাশাপাশি চলত উক্ত আখ্যানগুলির জমজমাট উপস্থাপন। সম্পাদিত পুথিটির পরিচয় দিতে গিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়েই আমরা বলেছিলাম যে প্রাপ্ত পুথিটি কোনও সুসংবদ্ধ রচনা নয়, বরং শ্রীরামাই পণ্ডিতের ভণিতায় আদ্যন্ত একাধিক অনুলিপিকারের হস্তলিখিত একটি গুচ্ছবদ্ধ রচনাবিশেষ। পুথিটির বিভিন্ন অংশ তাই আনুমানিক পাঁচ-দশ বছরের কম-বেশি সময়ান্তরে লিখিত বলে আমাদের মনে হয়েছে। পুথির

শেষপত্রের পুষ্পিকায় (৭৮ক পত্রে) উক্ত সময়কালটি আমরা সচিত্র দেখেছিলাম ১১৫১সন অর্থাৎ ১১৫১+৫৯৪= ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু সম্পাদিত পাঠে জাজপুর অংশের আখ্যানভাগের পরিশেষে (৬৬ক পত্রে) রচনার সময়কাল উল্লিখিত রয়েছে এই বলে- ১১৬০সন, চৈত্র মাস, শুক্রবার জাজপুর পুস্তকলিখা সমাপ্ত অর্থাৎ ১১৬০+৫৯৪= ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। অধ্যায় পরিশেষে এই ভিন্ন রচনাকালটির উল্লেখসহ জাজপুর-উপাখ্যানের শেষাংশটি ৮সংখ্যক চিত্র হিসেবে তুলে ধরা হলো।

সুতরাং, বলা যায়-ধর্মরাজের মহিমাজ্ঞাপক নানান উপাখ্যান ও ধর্মপূজার রীতি-নীতি, মন্ত্র-আচার সম্বলিত আধা-বাংলা, আধা-সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ পুথিখানি অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালীন সময়পর্বের টুকরো টুকরো রচনার সংকলনবিশেষ। উপাখ্যানগুলির বিশেষত্ব এখানেই যে, আখ্যানগুলি কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত কাহিনি নয়। বরং শ্রীধর্মরাজের পূজার প্রচলন ও প্রচারের জন্যই ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে তাঁর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই গল্পগুলির বয়ন। ফলে একথা বলা যেতে পারে, ধর্মমঙ্গল কাব্য তৈরির পূর্বেই এই আখ্যানগুলির জন্ম।

রাঢ়বাংলার এই সবচেয়ে লোকপ্রিয় মঙ্গলদেবতাটির আসন চিরকালই মাটির কাছাকাছি। আখ্যানগুলির বয়নেও সেই ছাপ সুস্পষ্ট। ধর্মরাজ কখনও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির নিয়ামক অথবা শস্যের দেবতা। তাঁর পূজার বিধিবিধানে সেই মহিমাই পরিস্ফুট হয়েছে ধান্যের জন্ম আখ্যানে। নিঃসন্তান দম্পতিরা সন্তানকামনা জানিয়ে অটল বিশ্বাসে যেমন শ্রীধর্মের শরণাগত হয়, এখানেও রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রানি মদনার সন্তানহীনতার যন্ত্রণায় যেন সেই কাতর আর্তিই আভাসিত। তাই শ্রীধর্মের কৃপায় তাঁরা অচিরেই লাভ করেছেন লুইচন্দ্রের মতো গুণবান সুপুত্র; ভক্তের মনস্কামনা পূরণের আখ্যান তাই পূজাপাঠের মন্ত্রাবলীর সঙ্গে সগৌরবে স্থান পেয়েছে। আবার কৃতকর্মের পাপের জন্য শ্রীধর্ম কুষ্ঠরোগের অভিশাপ দেন বলে জনপ্রচার; তাঁর সন্তুষ্টিতেই ঘটতে পারে ভক্তের পাপক্ষয়। আমাদের সম্পাদিত পাঠেও ঋষি মার্কণ্ড ধর্মপূজার নিন্দাজনিত পাপে প্রভুর কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন। তাঁর সে পাপস্খালন হয়েছে চার যুগব্যাপী গৃহভরণসহ সাড়ম্বরে বারমতির পূজাপার্বণের প্রতিশ্রুতিদানে। তিনি পুনরায় রোগমুক্ত সর্বাঙ্গসুন্দর দেহলাভ করেছেন। অন্যদিকে আবার, জাজপুরবাসীকে কঠিন ধর্মসঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্য পাসানসিংহের আখ্যানভাগে তিনি নিজে যবন-বেশে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। হিন্দুধর্মের

নামে ব্রাহ্মণদের ঘৃণ্য অধর্মাচরণ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাদের উচিতশিক্ষা দিতে তাদের পৌরোহিত্যের স্মারক যাবতীয় হিন্দুমন্দির-বিগ্রহ সব ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কৌশলে পাশাখেলায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাসানসিংহকে পরাস্ত করে তার গোয়ালের গাভিই জবাই করিয়ে গোমাংস খেতে বাধ্য করেছেন পৈতেধারী দুর্জন দ্বিজকুলকে। মাথা মুড়িয়ে, কলেমা পড়িয়ে, সুন্নৎ করে তাদের ভণ্ডামির শাস্তিস্বরূপ জাতিনাশ করে ছেড়েছেন। অন্যদিকে নিরীহ মৃত গাভিগুলিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন পুনর্জীবন।

সামগ্রিক আলোচনায়, নানান কৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে একথা পরিশেষে বলা যায় যে, রামাই পণ্ডিতের এই রচনা নিছক নীরস কঠিন রীতি-নিয়মের 'পণ্ডিত-পদ্ধতি' নয়, এই কাব্য-বৃক্ষের শিকড় রাঢ়বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের দেশ-কালের মাটির গভীরে সম্প্রসারিত। সম্পাদিত পাঠের পরতে পরতে তাই লুকিয়ে রয়েছে ঐতিহাসিকতা, সাংস্কৃতিক সংযুক্তি, সাহিত্যিক যৌক্তিকতা ও ভাষাতাত্ত্বিক আলাপচারিতা। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের এই সৃষ্টি যে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ-ভাষাব্যবহার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভের একটি নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চিত্র- ৮

তথ্যসূত্র

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা, নারী পৌরোহিত্য : বাংলার মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যকথা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ১২৫

অষ্টম অধ্যায় :

অপরিচিত শব্দ ও তার অর্থসূচি

অষ্টম অধ্যায়

অপরিচিত শব্দ ও তার অর্থসূচি

আকুড়ি- (সং)আকর্ষণী> (প্রা)আকড্ঢণী> (বা)আকড়ি। বাংলা শব্দে অ-কার স্থানে উ-কার প্রবণতার জন্য আকুড়ি। আঁকড়ে ধরা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আদম্ফ- আরবি শব্দ। অর্থ আদি মানব(Adam)= আদম।

আহ্মারে- (সং)অস্মদ্ শব্দের বৈদিক রূপ অস্মে(আমরা)> (প্রা)অম্ হে; (সং)অস্মাভিঃ> (প্রা)অম্ হহি; (সং)অস্মদ্> (পালি)অম্ হি। প্রাচীন বাংলায় আহ্মে, অহ্মে, আহ্মি, আহ্মা। পালি-প্রাকৃতে সম্প্রদানকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। পরে অপভ্রংশে সম্প্রদান ও কর্মকারকের ভেদ দূর হয়ে যায়। ষষ্ঠীর -কের, -এর থেকে সঞ্জাত -রে বিভক্তি বাংলা সম্প্রদান ও কর্মকারকে যুক্ত হয়।

ইজার- ফারসি শব্দ। অর্থ পাজামা।

ইথে- (সং)ইথম্> এতে(ক্রিয়া বিশেষণ)। অর্থ এই থেকে।

ইমান- (আরবি)ঈমান> ইমান(বিশেষ্য)। সম্মান বা বিশ্বাস অর্থে।

উর- (সং)উতর> উ(ত লোপ)র> উর। অর্থ অবরোহণ বা অবতীর্ণ।

ঋস্যানি- অর্থ ঋষি-পত্নী। পত্নী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় আনি।

ওদন- (সং)উন্দ্+অন্= ওদন। এর অর্থ অন্ন।

ওর- (সং)অরার> (হিন্দি)ওর> ওর। অর্থ পরিসীমা বা সীমান্ত।

কনক পৈতে- (সং)পবিত্রা> পইতা> পৈতা। বাংলার এ-কার প্রবণতার জন্য পৈতে। সত্য যুগে সুবর্ণ নির্মিত পৈতের কথা বলা হয়েছে।

কাজি- আরবি শব্দ কাজী। অর্থ বিচারক বা বিচারপতি।

কাফের- (আরবি)কাফির> কাফের(বিশেষ্য)। অর্থ বিধর্মী বা নাস্তিক।

কালকূট বিষ- কাল(যম)+কূট(নষ্ট,রাশি)। সর্বশরীরে বিসর্পিত হয় যা, তা হল বিষ। এমন তীক্ষ্ণবিষ যা যমকেও নষ্ট করে অর্থাৎ যা যমসদৃশ প্রাণান্তক।

কেউদ- (সং)কাকেন্দু> (হিন্দি)কেঁদু> কেঁদ। অর্থ কেন্দুগাছ। চিরহরিৎ বৃক্ষবিশেষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম- Diospyros tomentosa.

কোঙর- (সং)কুমার> ম-এর স্থানে প্রাকৃতে বঁ, কখনো কখনো ম-জাত বঁ লোপ পায়, কুঅঁর> কুঙর> কোঙর।

খোদা- ফারসি শব্দ। পরমেশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সং)স্বধা(আত্মপ্রতিষ্ঠ)> (আবেস্তা)হবদা> (পহ্লবী)খবদা> (ফারসি)খদা (খুদ্+আ, খোদ্+আ= স্বপ্রতিষ্ঠ)।

খোনকার- (ফারসি)খন্দকার> খন(ন্দ)গার> খোনকার। এর অর্থ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ।

খোরাসান- ফারসি শব্দ। পারস্যের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, সেখানকার মানুষ খোরাসানি।

গনেশাদি পঞ্চদেবতাঃ পাদ্যাদিভিঃ পূজদয়ে- গণেশ, সূর্য, দুর্গা, শিব ও বিষ্ণু এই পঞ্চদেবতাকে পাদ্য-অর্ঘ্য-গন্ধ-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে পুজো করবে।

গাজনে- উৎসবে। (সং)গর্জন> গাজন= কোলাহল। (সং)গা(পৃথিবী)+জন(জন্ম)= পৃথিবী সৃষ্টির উৎসব।

গাজন দুআরে- উত্তর দ্বারে।

গাজী- আরবি শব্দ। অর্থ ধর্মযোদ্ধা।

গৃহভরণ- মানতের পূজা শোধ বা ঘরভরা।

ঘটদাসী- কর্মিণী> কামিন্যা> আমিনী অর্থাৎ পরিচারিকা।

ছার- (সং)ক্ষার> ছার। ছাই বা ভস্ম। চর্যাপদে এর ব্যবহার রয়েছে।

জবন- (সং)যুবন্> (আবেস্তা)যন্> (ফারসি) জোয়ান, (সং)যুন, যবন।

জানে- জ্ঞানে অর্থে। (সং)জ্ঞা ধাতুর স্থানে প্রাকৃতে জাণ হয়। (সং) জানাতি।

জালের- আরবি শব্দ জাল। ভুলভ্রান্তি, অপরাধ অর্থে।

জুগপতি- যুগপতি বা যোগপতি। প্রাকৃত উচ্চারণে উ-কার স্থানে ও-কার এবং ও-কার স্থানে উ-কার হয়। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে আদ্য য স্থানে জ হয়।

তরাতুরি- তদ্ভব শব্দ। তাড়াতাড়ি বা ত্বরাত্বরিত অর্থে।

তেঞি- ব্রজবুলি শব্দ। অর্থ সেইজন্যই।

ত্রিকচ কামান- ফারসি শব্দ তীরকশ= ধনু অর্থাৎ জ্যা থেকে তীর বা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়। তীরকশ> ত্রিকচ। আবার ফারসি শব্দ কামান= ধনু।

ত্রিদশ- ত্রি দশা যার। ঈশ্বর বা ত্রিভুবনপতি।

দখিন্যা- দক্ষিণা অর্থে।

দেয়াসি- (সং)দেবদাসী> দেবাংশি> দেয়াসি। অর্থ যাজনিক।

দেউল- (সং)দেবকুল> (প্রাকৃত)দেউল> দেউল। মন্দির অর্থে।

দেহারা- (সং)দেবগৃহ> (প্রাকৃত) দেবঘর> দেওঘর> দেহর> দেহারা।

নিছিয়া- (সং)নির্মঞ্ছন> (প্রা)নেঞোছন> নিছিয়া। মোছা বা পরিষ্কার করা অর্থে।

পঞ্চবেদ- শূন্যপুরাণ বা ধর্মপূজা বিধানকে পঞ্চম বেদ মনে করা হয়।

পত্তন- সূত্রপাত বা আরম্ভ অর্থে। (সং)পত্তন= নগর।

পাখড়- (সং)প্রগ্রহ> (প্রাকৃত) পগগহ > পাকড়। পাকড়াও অর্থে প্রযুক্ত।

পাছু- (সং)পক্ষ, পশ্চ> (প্রাকৃত)পচ্ছ> পাছ, পাছু, পাছা, পিছু, পিছন।

পুরবাদি- পূর্ব প্রভৃতি দিক্। বেদি= বৈদিক বা বেদবিদ্।

পেকাম্বর- ক] ফারসি শব্দ পয়গম্বর(ঈশ্বরের বার্তাবহ)।

খ] (সং)প্রতিগম> (প্রাচীন পারসিক)পতিগম> (পহ্লবী)পৎগাঁম্, পেতাঁম্, পেঘাঁম্> (ফারসি)পয়ঘাম্+বর্= পয়গম্বর। (সং)প্রতিগম অর্থে বার্তা এবং (সং)বৃ ধাতু অর্থে বহন করা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী যিনি বহন করে আনেন।

ফকির- আরবি শব্দ। নিঃস্ব বা সন্ন্যাসী অর্থে।

বল্লুকা- (সং)বল্ল ধাতু সঞ্চালন অর্থে, বল্লুকা= স্রোতস্বিনী।

বারমতি- ধর্মপূজা পদ্ধতির এক নাম বারমতি। বারো দিনে সমাপ্ত হবে ধর্মপূজা, সেই অর্থে বারমতি। আবার ধর্মপূজার জন্য প্রয়োজন বারো রকমের ফুল। বারো সংখ্যক বহু দ্রব্যে ধর্মের পূজা হয়- যেমন বারো ফুল, বারো ছাগ, বারো পাট, বারো দূর্বা, বারো গুবাক, বারো তণ্ডুল ইত্যাদির উল্লেখ ধর্মপূজা বিধানের গৃহভরণ অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়। বারো আমিনি এবং বারো ভক্ত্যার ধর্মপূজা মাণিক গাঙ্গুলির রচনায় দেখা যায়। চার পণ্ডিত, চার কোটাল ও চার ঘটদাসী কে নিয়ে বারো জনে বারমতির পূজা সম্পন্ন করে। আবার ধর্মপূজার গাজনে যে গান হয়, তাতে ধর্ম ঠাকুরকেই স্থানে স্থানে ব্রহ্মতি বা ব্রহ্মাত্ম বলা হয়। অতএব বারমতি শব্দটি ব্রহ্মাত্ম শব্দেরই অপভ্রংশ। ধর্ম এব ব্রহ্ম ইতি= ব্রহ্মেতি= ধর্মের ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ ধর্মই ব্রহ্ম। ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মাত্ম, ব্রহ্মেতি> ব্রহ্মতি> বাম্মতি> বারমতি। ধর্মের পূজা সম্মিলিতভাবে বারো-ইয়ারি পূজা। আবার ধর্মপূজার দ্বাদশবিধ নিয়ম হলো- ১] টীকাপাবন ২] পুষ্পপাবন ৩] অর্ঘ্যপাবন ৪] পঞ্চদেবতা পূজা ৫] স্নান ৬] মনুই ৭] সন্ধ্যা ৮] চনাপাবন ৯] নিয়মভাঙা ১০] ধর্মপূজা ১১] গামার কাটা এবং ১২] তাম্রধারণ।

বিবি নূর- হজরত মহম্মদের কন্যা ফাতেমা বিবি কে ফাতেমা জেহরা অর্থাৎ আলোক কন্যা বা Lady of light বলা হয়। নূর= আলোক। সুতরাং বিবি নূর= ফাতেমা বিবি।

ভেক- (সং)ভৈক্ষ্য> ভেক। ছদ্মবেশ অর্থে।

মলনা- (আরবি)মৌলানা> মলনা। অর্থ মহাপণ্ডিত বা প্রভু।

মহাঁমদ- আরবি শব্দ মহম্মদ= সবিশেষ প্রশংসিত, মুসলিমধর্ম প্রবর্তক।

মোল্লা- (আরবি)মল্লা> (তুর্কি)মোল্লা। মুসলমান পণ্ডিত বা পুরোহিত অর্থে।

যুতে- (সং)যুক্ত> যুতা> যুক্ত করে অর্থাৎ মালা।

শমন- ১] শমি+অন্। অর্থ শান্তীকরণ বা নিবর্তন।

২] ইং Summons. অর্থ আদালতে হাজির হওয়ার হুকুমনামা।

৩] শম+ণিচ্+অন্। অর্থ যমরাজ।

শমিবৃক্ষ- সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ শাঁইগাছ। বিজ্ঞানসম্মত নাম- Mimosa Suma.

সভে- (সং)সর্ব> (প্রাকৃত)সব্ব> (বাংলা)সব, সভ। সভ+এ= সভে। অথবা সব+হে= সভে। সকলে অর্থে।

সুন- (সং)শ্রু ধাতুর স্থানে প্রাকৃতে সুণ হয়। (সং)শৃণোতি উৎসজাত।

সুনহ- (সং)শৃণুথ> (প্রা)সুণহ> সুনহ। শোনো অর্থে।

সুন্নৎ- আরবি শব্দ। মুসলিম ও ইহুদি পুরুষদের ধর্মীয় সংস্কারবিশেষ।

সেক- ফারসি শব্দ শেখ অর্থে সম্মানিত ব্যক্তি।

স্বরূপ নারান- যিনি স্বয়ং নারায়ণ। স্বরূপ= সুন্দর, সদৃশ বা স্বয়ং।

হায়া বিবি- আদি মানবী(Eve)= হাওা।

হাজাম- (আরবি)হজজাম> হাজ্জাম> হাজাম। মুসলিম নাপিত বা ক্ষৌরকার, যিনি সুন্নৎ করেন।

চিত্রসূচি-

চিত্র সংখ্যা	পুথির পত্র সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
চিত্র- ১	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৭৮ক	কালজ্ঞাপক পুষ্পিকা	২৪
চিত্র- ২	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৪৮	ঋষি মার্কণ্ডের কুষ্ঠরোগমুক্তি	৫৫
চিত্র- ৩	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৬৩	রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান	৫৬
চিত্র- ৪	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ১ক	পাসানসিংহের সঙ্গে পাশা খেলায় ধর্মঠাকুরের জয়লাভ	৫৭
চিত্র- ৫	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৭২ক	সৃষ্টিপত্তন আখ্যান	২৩৩
চিত্র- ৬	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৪৩ক	শ্রীধর্মরাজের কৃপায় মৃত গাভিদের পুনর্জীবন লাভ	২৩৪
চিত্র- ৭	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৩৭	হিন্দু-মুসলমান জাতি সৃজন এবং হিন্দুকে পুরাণ ও যবনকে কোরান দান	২৩৫
চিত্র- ৮	বিশ্ব. ১২৯ সংখ্যক পুথি : ফোলিও ৬৬ক	জাজপুর আখ্যানের সমাপ্তিতে ভিন্ন রচনাকালের উল্লেখ	২৪২

আকরপঞ্জি-

সহায়ক গ্রন্থ [বাংলা]:

আহমদ, ওয়াকিল. *বাংলা সাহিত্য কোষ*(প্রাচীন ও মধ্যযুগ). আহমদ পাবলিশিং হাউস. ঢাকা. ফেব্রুয়ারি ২০১৫.

উল্লাহ্, রফিক. *হাদিস শরীফ.* হরফ প্রকাশনী. কোলকাতা. প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯.

কয়াল, অক্ষয়কুমার(সম্পা.). *ধর্মমঙ্গল- রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত.* ভারবি. কোলকাতা. প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৬.

কুণ্ডু, শ্রীসন্তোষ কুমার. *বাঙালী হিন্দু জাতি পরিচয়.* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৮.

ঘোষ, বিনয়. *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি.* পুস্তক প্রকাশ. কোলকাতা. প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৫৭.

চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিমাধব(সম্পা.). *শূন্যপুরাণ.* ফার্মা কে. এল. এম. কলকাতা. ১৯৭৭.

দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়.* কলকাতা. ১ম ভাগ ১৮৭০.

দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়.* কলকাতা. ২য় ভাগ ১৮৮৩.

দত্ত চট্টোপাধ্যায়, সুমনা. *পূর্ব ভারতের পটচিত্র.* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র. সেপ্টেম্বর ২০১০.

দাশগুপ্ত, শ্রীশশিভূষণ. *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা. বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা.* গোপীমোহন সিংহরায় অনূদিত. ভারবি. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৬.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত.* তৃতীয় খণ্ড:প্রথম পর্ব. মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড. তৃতীয় সংস্করণ. ১৯৯৩.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত.* তৃতীয় খণ্ড:দ্বিতীয় পর্ব. মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড. ২০১৩-২০১৪.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার. *ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল*(ভূমিকা). অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব(সম্পা.). দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা(সিরিজঃ২). জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং. কলিকাতা. প্রথম প্রকাশ ১৩৮১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র(সম্পা.). *শূন্য-পুরাণ-শ্রীযুত রামাই পণ্ডিত বিরচিত.* বসুমতী প্রাচীন সাহিত্য প্রচার. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ১৩১৪বঙ্গাব্দ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা. *মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান.* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ২০০৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল(সম্পা.). *ধর্মপূজা-বিধান:শ্রীরামাই পণ্ডিত বিরচিত.* সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী(সংখ্যা-৫৬). বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. কলিকাতা, ১৩২৩.

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ. *বাংলার লৌকিক দেবতা.* দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা. ১৯৮৭.

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা.* অঞ্জলি পাবলিশার্স. কলকাতা. আগস্ট ২০০৬.

বিশ্বাস, অচিন্ত্য(সম্পা.). *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল.* রত্নাবলী, কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০.

ভট্টাচার্য, আনন্দ(সম্পা.). *শূন্যপুরাণ:শ্রীযুত রামাই পণ্ডিত বিরচিত.* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ২০১৭.

ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস.* এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. সপ্তর্ষি প্রকাশন. প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫.

মজুমদার, ভবেশ. *রাঢ়ের ধর্মঠাকুর ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল.* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ২০২০.

মণ্ডল, ইন্দুভূষণ. *বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান.* সাহিত্যলোক. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৯.

মহাপাত্র, পীযূষকান্তি(সম্পা.). *ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল.* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৬২.

মিত্র, অমলেন্দু. *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর.* সুবর্ণরেখা. ১৪০৭.

মুখোপাধ্যায়, অনিমা. *সপ্তদশ শতাব্দে রাঢ়-দেশের সমাজ ও সাহিত্য-সমীক্ষা.* বিশ্বভারতী. ১৯৭৪.

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার. *বাংলায় ধর্মসাহিত্য(লৌকিক).* ডি. এম লাইব্রেরি. প্রথম প্রকাশ ১৩৮৮.

মুরশিদ, গোলাম. *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি.* অবসর প্রকাশনা. ঢাকা. প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬.

রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙ্গালীর ইতিহাস:আদি পর্ব.* পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি. কলকাতা. মাঘ ১৩৫৬.

শরীফ, আহমদ. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*[প্রথম খণ্ড]. নয়া উদ্যোগ. কলকাতা. প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০১৪.

সাহা, প্রভাতকুমার. *মধ্যযুগের ইতিহাসের সন্ধানে.* পুস্তক বিপণি. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮.

সিংহ, মাণিকলাল. *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি(১).* বাঁকুড়া. প্রদীপকুমার সিংহ প্রকাশিত. প্রথম সংস্করণ ১৯৮২.

সেন, ক্ষিতিমোহন. *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা.* বঙ্গীয় কলাকেন্দ্র. কলকাতা. প্রথম সংস্করণ ২০১০.

সেন, দীনেশচন্দ্র. *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*(প্রথম খণ্ড-৯ম সংস্করণ). অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. কলকাতা. আগস্ট ১৯৮৬.

সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*(২য় খণ্ড-সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী). আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা. প্রথম প্রকাশ ১৯৪০.

হালদার, গোপাল. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*(১ম খণ্ড). অরুণা প্রকাশনী. কলকাতা. ১৪০৪.

<u>সহায়ক গ্রন্থ [ইংরেজি]:</u>

Das Gupta, Shashibhusan. *Obscure Religious Cults.* Firma KLM Private Limited. Calcutta. Reprint-1976.

Olivelle, Patrick(ED.). *DHARMA:Studies in its Semantic, Cultural and Religious History.* Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. Delhi. First Enlarged Indian Edition-2009.

Sarkar, Jadunath. *The History of Bengal(Vol-I).* B.R.Publishing Corporation. New Delhi. 2003.

Sircar, D.C. *Studies in the Religious life of Ancient and Medieval India.* Motilal Banarasidas Pvt. Ltd. New Delhi. 2010.

Ward, W. *A View of the History, Literature and Religion of Hindoos(Vol-II).* 2nd Edition. 1815.

অভিধান ও কোষগ্রন্থঃ

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ(১).* সাহিত্য অকাদেমি. নতুন দিল্লি. অষ্টম মুদ্রণ. ২০১১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ(২).* সাহিত্য অকাদেমি. নতুন দিল্লি. অষ্টম মুদ্রণ. ২০১১.

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র. *সংসদ বাংলা অভিধান(সুভাষ ভট্টাচার্য সম্পা.).* সাহিত্য সংসদ. কলকাতা. পঞ্চম সংস্করণ. ২০০৪.

মুখোপাধ্যায়, অশোক. *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ.* সাহিত্য সংসদ. কলকাতা. তৃতীয় সংস্করণ. ২০১৮.

সেন, সুকুমার. *ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ(বাংলা কোষ).* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. কলকাতা. ২০০৩.

হক, কাজী রফিকুল. *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান.* বাংলা একাডেমী. ঢাকা. বাংলাদেশ. ২০০৭.

Banerjee, Gobindalal & Jitendra Banerjee. *Dictionary of Foreign Words in Bengali.* Calcutta University. 1968.

Chatterjee, Suniti kumar. *The origin & development of Bengali Language.* Rupa. Calcutta. 1986.

সাময়িক পত্র-পত্রিকা:

গুপ্ত, অম্বিকাচরণ. 'সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (খণ্ড ১৩, অংশ ১). ১৩০৪.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল. 'ধর্মপূজা বিধি'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (খণ্ড ২১, অংশ ৩). ১৩২১.

বসু, নগেন্দ্রনাথ. 'শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৪). ১৩১৬.

বসু, নগেন্দ্রনাথ. 'শূন্য-পুরাণ- মুখবন্ধ'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা. কলকাতা. মাঘ ১৩১৪.

ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর. 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা). ১৩০৮ বঙ্গাব্দ.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. 'শূন্যপুরাণ-১'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৪). ১৩১৬.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. 'ধর্মের গান কত কালের'. প্রবাসী. ভাদ্র ১৩৩৪.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. 'শূন্য-পুরাণ-২ (সংস্করণ-১). সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (৩৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা). ১৩৩৮.

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. 'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা). ১৩০৪.

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. 'বৌদ্ধধর্ম এখনও আছে'. নারায়ণ পত্রিকা. মাঘ ১৩২২.

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন. 'রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা'. অনুষ্টুপ. ১৩৯৬.

সিদ্ধান্তভূষণ(বিদ্যাভূষণ), সতীশচন্দ্র. 'শূন্য-পুরাণ'. সাহিত্য পত্রিকা. ১৩২১.

সেন, দীনেশচন্দ্র. 'ধর্মমঙ্গল'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (খণ্ড ১৩, অংশ ১). ১৩১৩.

Sastri, Haraprasad. 'Discovery of the remnants of Buddhism in Bengal'. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Kolkata. December 1894.

Sircar, Jawhar. 'The Construction of the Hindu Identity in Medieval Western Bengal? The Role of Popular Cults'. Occasional Paper. Institute of Development Studies. Kolkata. July 2005.